সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ

সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের

বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০

আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬
১৩ জুন ২০১৯

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের	
জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা, উৎসর্গ, বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ১৯৭২ সালে উন্নয়নের বীজ রোপণ, পঁচাত্তরে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড, বঙ্গবন্ধু কন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, রূপকল্প ২০২১, দশ বছরে সামষ্টিক অর্থনীতিতে সরকারের অনন্য অর্জন, বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় কার্যকর, বিশ্ব নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূরক বাজেট	
চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট, সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত ব্যয়, বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন	১০-১১
তৃতীয় অধ্যায় আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো	
আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো, রাজস্ব আহরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি, করজাল বিস্তৃতি, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	১২-১৭
চতুর্থ অধ্যায় সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রা	
খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন, মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল	

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষা: মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, কর্মসংস্থানবান্ধব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা; স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ; মানবসম্পদ উন্নয়ন; কর্মসংস্থান সৃষ্টি; ভৌত অবকাঠামো: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা; কৃষি খাত: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ; স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন: আমার গ্রাম আমার শহর, আমার বাড়ি আমার খামার; শিল্পায়ন ও বাণিজ্য: পর্যটন, সুনীল অর্থনীতি; ডিজিটাল বাংলাদেশ: অর্জন ও সম্ভাবনা; দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: প্রতিবন্ধী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অগ্রাধিকার; পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন; ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)	১৮-৬৪
পঞ্চম অধ্যায় সুশাসন ও সংস্কার	
বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন; আর্থিক খাতে সংস্কার: শেয়ার বাজারে সুশাসন, আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় সংস্কার, ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা; সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা: আইবাস++ এর প্রয়োগ, প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন, জি টু পি, সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন; পেনশন সংস্কার: ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান, সার্বজনীন পেনশন প্রতিষ্ঠা; জনসেবায় জনপ্রশাসন: জনবান্ধব ও দক্ষ জনপ্রশাসন, সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ; মামলা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি; দুর্নীতি দমন	৬৫-৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায় রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম	
রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম: রাজস্ব আয়ের অগ্রগতি, সক্ষম কর দাতাগণকে করজালে আনয়ন, অটোমেশন, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন, আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যচালান স্ক্যানিং	৭৪-৭৬
সপ্তম অধ্যায় আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক	
প্রত্যক্ষ কর (আয়কর): করমুক্ত আয় সীমা ও করহার, কোম্পানি করহার, সমতা ও ন্যায্যতা, সামাজিক কল্যাণ, পুঁজি বাজার প্রণোদনা, আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা; মূল্য সংযোজন কর: আইনের বৈশিষ্ট্য, সংস্কার প্রস্তাব, কর অব্যাহতি, মূসক আরোপ, সম্পূরক শুল্ক আরোপ, তামাকজাত পণ্যের শুল্ক প্রস্তাব; আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর: কৃষি খাত, শিল্প খাত-গুড়োদুধ, চিনি, ঔষধ, অন্যান্য শিল্প ও রপ্তানি শুল্ক, পরিবহণ খাত, আইসিটি খাত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিল সংশোধন	৭৭-৯৭
উপসংহার	
উপসংহার	৯৮-১০০
পরিশিষ্ট-ক	
সারণি-১: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির চিত্র	১০২
সারণি-২: এক দশকের অর্জন	১০২
সারণি-৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১০৩
সারণি-৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১০৪
সারণি-৫: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাতওয়ারি বরাদ্দ	১০৫
সারণি-৬: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দ	১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সারণি-৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ	১০৮
পরিশিষ্ট-খ	
সারণি-১: বিগত দশ বছরের রাজস্ব আহরণের চিত্র	১১২
সারণি-২: কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য করহার	১১২
সারণি-৩: কোম্পানি করহার	১১৩
সারণি-৪: ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শিত সম্পদের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের হার	১১৩
সারণি-৫: ঠিকাদারি ও সরবরাহ বিলের উপর উৎস কর কর্তনের হার	১১৩
সারণি-৬: কৃষি খাত	১১৪
সারণি-৭: শিল্প খাত	১১৪
সারণি-৮: পরিবহন খাত	১১৯
সারণি-৯: আইসিটি খাত	১২০
সারণি-১০: অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণ সংক্রান্ত	১২০
সারণি-১১: স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত	১২০
সারণি-১২: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	১২১

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে।

সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ

সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের

মাননীয় স্পীকার

০১। আপনার সদয় অনুমতিক্রমে ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এই মহান সংসদে পেশ করার জন্য আমি দাঁড়িয়েছি।

প্রথম অধ্যায়

মাননীয় স্পীকার

০২। আমাদের মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে, **যা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি ঐতিহাসিক দুর্লভ মুহূর্ত।** সুখী, সমৃদ্ধ, কল্যাণমুখী ভবিষ্যত বিনির্মাণে দিন বদলের সনদ রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ২০৩০ এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মাঝে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ‘সোনার বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা, জাতির কাছে আমাদের অঙ্গীকার, যা আমাদের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারেরও একটি মৌলিক অনুষঙ্গ।

মাননীয় স্পীকার

০৩। আমার বক্তব্যের শুরুতে **আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি,** বহুল বর্ণিল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ঐন্দ্রজালিক এক কণ্ঠস্বরের অধিকারী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে; আমি স্মরণ করছি, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের সবাইকে। জাতির পিতার সুযোগ্য সহকর্মী জেলখানায় শহীদ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদসহ

সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নির্যাতিত ২ লাখ মা বোনকে। আমি মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

মাননীয় স্পীকার

০৪। আপনার মাধ্যমে আজ জাতির এই মাহেন্দ্রক্ষণে এ মহান জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটটি, আমি সকল দেশবাসীর পক্ষে, বিনম্রচিত্তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ উল্লিখিত সকলের প্রতি উৎসর্গ করতে চাই।

০৫। মহান জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো একটি বাজেট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য এবং অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে। আবারো শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতাকে যাঁর প্রতিটি ধমনীতে সদাসর্বদা বিরাজমান আমাদের জাতীয় চেতনায় শাণিত এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাঁর হাত ধরে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন না হলে আজকের এ বাজেটটি মহান সংসদে উপস্থাপন করার সুযোগটি আমি পেতাম না। আমি পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকার, জাতির পিতার পরে বাংলাদেশের সফলতম রাষ্ট্রনায়ক, দেশবরেণ্য বিশ্বনেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রিয়নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, তিনি মেহেরবানী করে আমাকে অর্থ মন্ত্রণালয় পরিচালনার দায়িত্বটি না দিলে, এই মহান সংসদে জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ উপস্থাপন করার এ বিরল সুযোগটি আমি কখনো পেতাম না। **আর আমার জীবনও থাকত অপূর্ণ।**

০৬। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**, আপনার প্রতি আমার অনেক অনেক শ্রদ্ধা, অনেক অনেক কতৃজ্ঞতা। মহান আল্লাহ আপনার সর্বময় মঙ্গল করুক। দেশের মানুষের জন্য আপনার আত্মউৎসর্গীকৃত জীবন আরো বিকশিত হোক। আমার অঙ্গীকার, আমি পরম মমতায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য কাজ করে, আপনার ও জাতির পিতার প্রতি আমার সকল ঋণ শোধ করবো।

মাননীয় স্পীকার

০৭। আমি আপনার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে চাই, আমাদের ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটটি দেশ পরিচালনায় আমাদের সরকারের বিগত ১০ বছরের অভাবনীয় অর্জন, যা রূপকথার গল্পগাথাকেও হার মানায়, **তার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।** আমাদের সফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে তাঁর সরকারের অর্জিত এ সকল সাফল্যের খতিয়ান অনেক বিশাল; এর থেকে মৌলিক কিছু তথ্য এই মহান সংসদের মাধ্যমে জাতির সামনে বিশেষ করে আমাদের তরুণ সমাজের সামনে আমি তুলে ধরতে চাই।

০৮। আমাদের গত দশ বছরের সকল অর্জনের শুরু ২০০৮ থেকে নয় বরং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর হাত ধরে ১৯৭২ সালেই এ উন্নয়নের বীজ রোপিত হয়েছিল। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই দেশটিকে 'সোনার বাংলা'-য় রূপান্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিতভাবে কাজ শুরু করেছিলেন। ৭৫-এ বাংলাদেশের ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে **বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর পরিবার** এবং **জেলখানায়** জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর সেই প্রচেষ্টাকে স্বাধীনতা বিরোধীগোষ্ঠী সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছিল।

০৯। ৭৫'এর পর দীর্ঘ ছয়টি বছর সীমাহীন কষ্টসাধ্য নির্বাসিত জীবন শেষ করে **১৯৮১ সালের ১৭ মে** নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে নিজের মানুষের কাছে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। ৭৫'এ বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে এতিম হয়ে গিয়েছিলেন এদেশের জনগণ। তাই জননেত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসাটা ছিল দেশের জনগণের কাছে এক আনন্দ বন্যা। এটা ছিল জাতির জন্য পরম করুণাময়ের এক বিশাল আশীর্বাদ।

১০। সুদীর্ঘ ১৫ বৎসরের সংগ্রামের পর ১৯৯৬ এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বাংলাদেশকে আবারো পুনরুজ্জীবিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু করেন।

মাননীয় স্পীকার

১১। ১৯৯৬ থেকে ২০০১, এই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে অনেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থনীতির এলাকাটিও সেই সময় ছিল বিকশিত। এই সময়ে মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ১.৯ শতাংশে নেমে আসে, জিডিপি'তে প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশে উন্নীত হয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ১,৬০০ থেকে ৪,৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কৃষকদের জন্য প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদন ২ কোটি ৬৮ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হওয়ার কারণে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে।

স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়, টেলিফোন সেবাকে দেশের জনগণের কাছে সহজ ও একটি সুলভবস্তু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। **কিন্তু দেশের মানুষের দুর্ভাগ্য। ২০০২ সালে এসে আবার থমকে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।**

১২। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে সেই গ্রীক পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ভস্ম থেকে বাংলাদেশ আবারো মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করে ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাঝ দিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর। ২০০৯ সালে সারাবিশ্বে তখন ভয়াবহ মন্দা। এমনকি উন্নত বিশ্ব গড়ে এক-চতুর্থাংশ কর্মসংস্থান, পুঁজিবাজার এবং তাদের অর্থনীতি হারায়। এই ভয়াবহ অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বুকে ধারণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প ২০২১'। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে সেটা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একগুচ্ছ সাহসী চ্যালেঞ্জ। তিনি ঘোষণা দিলেন, ২০২১ এর মাঝে দেশের শতভাগ ছেলেমেয়ে যাবে স্কুলে। সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো হবে। স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানো হবে মানুষের দোড়গোড়ায়। ব্যাপকহারে দারিদ্র্য কমানো হবে। বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে বাংলাদেশ।

মাননীয় স্পীকার

১৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। দেশের প্রায় শতভাগ ছেলেমেয়ে এখন স্কুলে যায়, ঝরে পরার হারও কমেছে। ২০২১ এর

অনেক আগেই বিদ্যুৎ এখন প্রায় সবার ঘরে পৌঁছেছে। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। দারিদ্র্য হার ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমে ১১ শতাংশ হয়েছে। অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে উঁচু প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার পরেও মূল্যস্ফীতিকে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বের অনেক দেশকেই পিছনে ফেলে আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জন করে **সারা বিশ্বের দৃষ্টি** কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। হতদরিদ্র দেশ থেকে আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়ে, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীনের মতো দেশসমূহের সাথে একই কাতারে শামিল হওয়ার গৌরব অর্জন করেছি।

মাননীয় স্পীকার

১৪। বিগত ১০ বছরে সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক এলাকায় আমাদের সরকারের অনন্য অর্জন দেশবাসীকে অবহিত করতে চাই। এই অর্জনটা আমরা দেখতে চাই আগেকার সরকারের সময় তথা ২০০৫-০৬ সালের অবস্থার সাথে একটি তুলনামূলক অবস্থান থেকে।

১৫। **প্রথমেই আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য:** ২০০৫-০৬ সালে আমাদের আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বর্তমানে এর পরিমাণ ৫৮.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৫-০৬ সালে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

১৬। **প্রবাস আয়:** ২০০৫-০৬ সালে আমাদের রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয় ছিল ৪.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ এর শেষে এটা দাঁড়িয়েছে ১৫ বিলিয়ন ডলারে। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩ গুণ।

১৭। **বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভ:** ২০০৫-০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রির্জাভের পরিমাণ ছিল ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। তা নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৩৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

১৮। **<u>বিনিয়োগ:</u>** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে বিনিয়োগ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ২৬ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ১৪.৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ৭০.৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

১৯। **<u>ঋণ জিডিপি'র অনুপাত:</u>** ঋণ জিডিপি'র অনুপাত যা ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪৪ শতাংশ, তা এখন কমে ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা আমাদের **অর্থনীতির শক্তিমত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতার প্রমাণ।**

২০। **<u>স্বাস্থ্য খাত:</u>** স্বাস্থ্যখাতেও সাফল্য অর্জিত হয়েছে আশাতীত। শিশুমৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৪৫ জন থেকে কমে ২৪ জনে নেমে এসেছে। মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৪৬টি থেকে বেড়ে বর্তমানে ১১১টি হয়েছে। দেশের জনগণের গড় আয়ু ২০০৬ সালে ছিল ৬৫ বছর, বর্তমানে তা ৭২.৮ বছর। সামাজিক খাতে প্রায় প্রতিটি এলাকায় **আমাদের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় সবার উপরে।**

২১। **<u>শিক্ষা খাত</u>**: শিক্ষার হার ২০০৬ সালে ছিল ৫৩.৭ শতাংশ, বর্তমানে ৭২.৯ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ঝরে পড়ার হার ৫০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশে নেমে এসেছে। কারিগরি শিক্ষায় আমাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ছিল ২ শতাংশ, বর্তমানে তা ১৭ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৮০টি, এখন তা ১৪৮টি। সামাজিক খাতে আমাদের অর্জন **<u>পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ১</u>** এ তুলে ধরা হয়েছে।

২২। **<u>বিদ্যুৎ খাত</u>**: ২০০৫ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৩৮৫ মেগাওয়াটের বিপরীতে আজ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২১,৬২৯ মেগাওয়াট। ২০০৯ সালে যখন আমরা যাত্রা শুরু করি তখন জাতীয় গ্রিডে বিদুৎ ছিল ৩,২০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে জাতীয় গ্রিডে আজ উৎপাদন ১২,৮৯৩ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ছিল ৪৭ শতাংশ, তা এখন ৯৩ শতাংশ। দৈনিক গ্যাস সরবরাহ ১,৪৪৩ থেকে বেড়ে বর্তমানে ২,৭৪৬ মিলিয়ন কিউবিক ফিটে দাঁড়িয়েছে।

২৩। **<u>ডিজিটাল বাংলাদেশ</u>**: দেশের সকল ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় ৫ হাজার ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশে প্রায় ২৩ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটি ছাড়িয়েছে, টেলিডেনসিটি (Tele density) হয়েছে ৯৩ শতাংশ। সারা দেশে ২৮টি হাইটেক পার্ক হচ্ছে। গত বছর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে ৫৭তম দেশ হিসাবে **স্যাটেলাইট সম্বলিত দেশের কাতারে** যুক্ত হয়েছে। এ অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্ব আঙ্গিনায় এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে, মাননীয় স্পীকার।

২৪। **<u>জাতীয় রাজস্ব</u>**: ২০০৫-০৬ সালে জাতীয় রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল ৪২ হাজার কোটি টাকা, বর্তমান অর্থবছরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। **এখাতে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ গুন।**

২৫। **<u>জিডিপি'তে প্রবৃদ্ধি</u>**: ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি'র আকার ছিল ৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, আজ সেটা প্রায় সাড়ে ৪ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ৩০২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

২৬। **<u>মাথাপিছু আয়</u>**: ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ৫৪৩ ডলার, যা এখন সাড়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯০৯ ডলারে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিতে গত এক দশকে আমাদের অর্জন **<u>পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ২</u>** এ তুলে ধরা হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর হলিস বি. শেনারি ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলারে পৌঁছাতে ১২৫ বছর সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের ১২৫ বছর লাগে নাই। ২০১১ সালে আমরা স্বাধীনতার ৪০ বছরের মাঝেই মাথাপিছু আয় ৯২৮ ডলারে উন্নীত করেছি। তারপর ২০১১ থেকে মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে এই ৯২৮ ডলারও দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৯০৯ ডলারে পৌঁছেছে।

বিশ্বব্যাংক তাদের এক সাম্প্রতিক হিসাবে দেখিয়েছে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি হিসাবে গত পাঁচ বছর সমগ্র বিশ্বে **সবার উপরে অবস্থান ছিল বাংলাদেশের।**

২৭। **বাজেটের আকার ও আয়তন**: ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের বাজেটের আকার ছিল ৬৪ হাজার কোটি টাকা আর ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ধরা হয়েছে **৫ লাখ ২৩ হাজার** কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ এর তুলনায়ে আট গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২৮। বাংলাদেশ একটি উদাহরণ সৃষ্টিকারী দেশ। একদিন আমাদেরকে উদাহরণ হিসাবে দেখিয়ে উন্নত দেশ এবং দরিদ্রতম দেশের মাঝে কি কি ব্যবধান, কি কি তফাত তা ক্লাসরুমে অর্থনীতির ছাত্রদের পড়ানো হতো। আমাদের পরিচয় ছিল **ভুখা- নাঙ্গা, বন্যা, সাইক্লোন, হত-দরিদ্র ও অনুন্নত** দেশ। মহান আল্লাহর রহমতে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। আইএমএফ-এর সর্বশেষ জিডিপি র‌্যাংকিং অনুযায়ী বাংলাদেশ পিপিপি ভিত্তিতে পৃথিবীতে এখন ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। **দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরই ২য় বৃহত্তম অর্থনীতি এখন বাংলাদেশের।** খোদ বিশ্ব ব্যাংক বলছে অল্প সময়ের মাঝে ছোট্ট একটি ভূখন্ড সাড়ে ১৬ কোটি মানুষ নিয়ে যেভাবে উন্নয়ন ঘটিয়েছে তা **বিশ্ববাসীর কাছে একটি বিস্ময়।** জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন-এর মন্তব্য ‘‘বাংলাদেশ পারে, বাংলাদেশ হচ্ছে অর্থনীতির এলাকায় একটি রোল মডেল। বিশ্বব্যাংক এর সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বলেন, ‘‘আজকের বাংলাদেশ পুরোটাই সাফল্যের গল্প’’। বিশ্বব্যাংক-এর সাবেক President Jim Yong Kim বলেন ‘‘বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়’’। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রেসিডেন্ট বলেন ‘‘Bangladesh is an example for other Asian countries’’।

২৯। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় কার্যকর হওয়ায় জাতীয় জীবনে দীর্ঘদিনের **বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসান হয়েছে**। জাতি হয়েছে দায়ভারমুক্ত। জঙ্গী সংগঠন নিষিদ্ধকরণসহ জঙ্গীবাদ বিরোধী কার্যক্রমে বাংলাদেশের দৃশ্যমান সাফল্য

আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৩০। গত ১০টি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলমত নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষকে সাথে নিয়ে তাদের সাহায্য সহযোগিতায় বাংলাদেশকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর গতিশীল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং হিরন্ময় নেতৃত্বের জন্যই আজ আমরা বিশ্ব পরিমন্ডলে একটি সম্মানজনক স্থানে অধিষ্ঠিত। জাতিসংঘ, জাতিসংঘের একাধিক অঙ্গ সংগঠন, বিভিন্ন বৈশ্বিক সংস্থা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাঁর ভূমিকার জন্য নানা মর্যাদাপূর্ণ **পুরষ্কারে ভূষিত করেছে।**

৩১। আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়ে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে পরিচিত। তিনি এখন একজন বিশ্ব নেতা। যুক্তরাষ্ট্রের টাইম করপোরেশনের বাণিজ্যবিষয়ক ম্যাগাজিন ‘ফরচুন’-এর জরিপে বিশ্বের শীর্ষ দশ নেতার তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। নিউইয়র্ক-ভিত্তিক বিখ্যাত সাপ্তাহিক, ‘টাইম’ ম্যাগাজিনে ২০১৮ সালে বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে’র সাথে অন্তর্ভুক্ত হন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে অল্প সময়ে এত বড় উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার কাছে আমরা দেশবাসী অনেক অনেক কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পীকার

৩২। এ পর্যায়ে আমি চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর উপর আলোকপাত করব।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পীকার

৩৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনবল ও কর্মপদ্ধতির সংস্কার সাধন এবং দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় অবস্থানে থাকবে ধরে নিয়ে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও রাজস্ব আয় প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা কম হবে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মূল বাজেটের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৯ শতাংশ। একই সময়ে সরকারি ব্যয় হয় বার্ষিক বরাদ্দের ৪৪.৪ শতাংশ। বাজেট বাস্তবায়নের এই পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে যে সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ **পরিশিষ্ট ক: সারণি ৩ -তে** বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।

৩৪। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা। অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ২২ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকা হ্রাস করে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৬১২ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩৫। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে সর্বমোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ ব্যয় ২২ হাজার ৩২ কোটি টাকা হ্রাস করে ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৪১ কোটি টাকা

নির্ধারণ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ১ লক্ষ ৭৩ হাজার কোটি টাকা হতে ৬ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয়ের প্রাক্কলন হ্রাস করা হয়েছে ১৬ হাজার ৩২ কোটি টাকা।

৩৬। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। মূল বাজেটে ঘাটতির বিপরীতে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের প্রাক্কলন ছিল ৫৪ হাজার ৬৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ১৮৪ কোটি টাকায়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য সূত্র হতে অর্থায়নের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪৭ হাজার ৮৫০ কোটি টাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

আগামী ২০১৯–২০ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৩৭। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটটি দেশের সকল মানুষের জন্য। এতে পার্বত্য অঞ্চল যেমনি বাদ যায়নি, তেমনি বাদ যায়নি সমতল ও চরাঞ্চল। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের কেউ বাদ পড়ে নাই। দেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ব্যবসায়ী, বেদে, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী, হিজড়া, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ সকল পেশার মানুষের চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৩৮। এবার আমি আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরছি যা **পরিশিষ্ট 'ক' সারণি ৪** বিস্তারিত দেয়া আছে।

৩৯। আমি প্রথমে আমাদের জাতীয় রাজস্ব এবং বাৎসরিক সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উপর কথা বলবো। আমাদের সরকারের কর রাজস্ব আহরণের মূলনীতি হচ্ছে, **রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে, তবে সেটা করের হার বাড়িয়ে নয়। বরং সেটা করতে হবে করের আওতা বিস্তৃত করে।** এ কাজটি করার লক্ষ্যে দেশের সকল উপজেলা, প্রয়োজনে গ্রোথ সেন্টারসমূহে আমরা প্রয়োজনীয় জনবল ও সহায়ক অবকাঠামোসহ রাজস্ব অফিস স্থাপন করবো। **এখানে দেশবাসীকে অবহিত করাটা প্রয়োজন মনে করছি যে, আমরা ২০১৯-২০ এর বাজেটটিতে দেশের জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে তেমন কোন উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করি নাই।**

৪০। অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে, আমাদের জিডিপি'র অনুপাতে রাজস্ব আহরণের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। এবার থেকে আমরা সেই অভিযোগ খণ্ডণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের লক্ষ্য আগামী দুই বছরের মাঝে আমাদের রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত করা।

৪১। দীর্ঘকাল থেকে আর একটি অভিযোগের কথা শুনে আসছি, আমাদের দেশে একবার যাঁরা কর প্রদান করেন তাঁরাই প্রতিবছর সরকারকে কর প্রদান করে থাকেন। অন্যদের কর প্রদানে শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও তারা কর প্রদান করেন না। **এই অপসংস্কৃতি থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে চাই। কর প্রদানে যারা যোগ্য তাদের সবাইকে করের আওতায় নিয়ে আসতে আমরা সকল প্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো।**

মাননীয় স্পীকার

৪২। আমাদের দেশে চার কোটি নাগরিক মধ্যম আয়ের (Middle Income Group) অন্তর্ভুক্ত। অথচ দেশে আয়কর প্রদানকারী নাগরিকের সংখ্যা ২১-২২ লাখ। **এ সংখ্যা আমরা ইনশা**আ**ল্লাহ দ্রুততম সময়ের মাঝে ১ কোটিতে নিয়ে যাব। আর বাকী নাগরিকদেরও চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কর** জাল **(Tax net) এর আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো।**

৪৩। আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করছি, আমাদের দেশের নাগরিকগণ সরকারকে রাজস্ব প্রদানে আগ্রহী কিন্তু নানাবিধ কারণে আমরা সেই রাজস্ব আহরণে ব্যর্থ হচ্ছি। ইনশাল্লাহ এবারে এই দিকটায় বিশেষ নজর দেয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার

৪৪। আপনি জেনে খুশি হবেন, **দীর্ঘ প্রতিক্ষিত আমাদের ভ্যাট আইন, ২০১২ আগামী অর্থবছর (২০১৯-২০) থেকে আমরা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি।** এই আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক সব রকমের সহায়তা আমরা নিশ্চিত করবো। আরো থাকবে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে গঠিত একটি ‘যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ’ (Joint Working Group), যারা আইনটির বাস্তবায়ন তদারকি করবেন।

মাননীয় স্পীকার

৪৫। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বড় রকমের সংস্কার আমরা এবারের বাজেটে প্রস্তাব করছি। সকল কর আইন (আয়কর, ভ্যাট এবং কাস্টমস) **স্বচ্ছতার সাথে সহজভাবে প্রণয়ন করে তা সকলের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হবে।**

৪৬। **আমাদের সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত হলো আমরা কোনভাবেই কোন করদাতার উপর বোঝা হিসাবে কর চাপিয়ে দেওয়ার বিপক্ষে।** কর আদায়ে আমাদের নীতি হবে অনেকটা ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই এর অর্থমন্ত্রী Jean-Baptiste Colbert এর একটি উক্তিকে অনুসরণ করে।

"The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest [number] of feathers with the least possible amount of hissing."

“রাজহাঁস থেকে পালক উঠাও যতটা সম্ভব ততটা, তবে সাবধান রাজহাঁসটি যেন কোন ভাবেই ব্যাথা না পায়।”

৪৭। আমরা সকল প্রকার করের হার পর্যায়ক্রমে পূর্ণমাত্রায় ব্যবসাবান্ধব করে গড়ে তুলবো। **আমরা বিশ্বাস করি আমাদের কর রাজস্ব আহরণ আমাদের কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো যখন আমরা কর রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সকল প্রকার অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও অপচয় রোধ করতে পারবো।** সেই জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে শতভাগ অটোমেশনের আওতায় আনা হবে। বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বলবৎ করবো। বন্ধ করবো মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে মালামাল খালাস।

৪৮। সেই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, দেশে যত পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আসে এবং যেসমস্ত পণ্য রপ্তানির জন্য বিদেশে যায় সেইসকল পণ্য শতভাগ স্ক্যানার মেশিন এর মাধ্যমে স্ক্যানিং করা হবে। আমাদানির বিপরীতে ওভার ইনভয়েসিং ও আন্ডার ইনভয়েসিং হয় কিনা তাও শতভাগ পরীক্ষা করে দেখা হবে। তার জন্য বিশেষায়িত ইউনিট (special wing) খোলা হবে। **জাতীয়**

রাজস্ববোর্ড এবং এই বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মদক্ষতা সৃজনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এই সকল ব্যবস্থার মাঝ দিয়ে আমাদের রাজস্ব আহরণ যেমনি বৃদ্ধি পাবে ঠিক তেমনিভাবে অর্থ পাচার (money laundering) বা এ জাতীয় কার্যক্রম যা আমরা প্রায়শঃ শুনে থাকি সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। যেই সমস্ত মালামালে ইচ্ছাকৃতভাবে ওভার ইভয়েসিং ও আন্ডার ইভয়েসিং এ ধরা পড়বে সেই সমস্ত মালামাল জব্দ করে সরকারের হিসাবে জমা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা হবে। এবং বিদ্যমান আইনে সংস্কার আনয়ন করা হবে।

৪৯। বিভিন্ন খাতে কর অব্যাহতি (exemptions) যতটা সম্ভব পরিহার করা হবে। অস্বাভাবিক কোন কারণ ব্যতিত SRO জারী করা আমরা পরিহার করবো। এর ফলে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে। সরকারের প্রতি ব্যবসায়ীদের আস্থাও বেড়ে যাবে।

৫০। উপরে বর্ণিত আমাদের সকল পরিকল্পিত ও সংস্কারমূলক কর ব্যবস্থাপনার হাত ধরে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎস হতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। এনবিআর বহির্ভূত সূত্র হতে কর রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এছাড়া, কর-বহির্ভূত খাত থেকে রাজস্ব আহরিত হবে ৩৭ হাজার ৭১০ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

৫১। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটের আকার বা মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৮.১ শতাংশ। পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪৬৯ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকা।

৫২। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৫** এ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৭.৪ শতাংশ, সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানিসম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২১.৫ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৩.৮ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু এবং যোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৬ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১১.৩ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫৩। বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, এই হার গত বাজেটেও ছিল। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস থেকে ৬৮ হাজার ১৬ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৭৭ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে আসবে ৩০ হাজার কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

৫৪। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যয়) এখন তুলে ধরব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় যথা: সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

৫৫। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৭.৪১ শতাংশ; এর মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৬ কোটি টাকা। ভৌত অবকাঠামো খাতে

প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬০৩ কোটি টাকা বা ৩১.৪৬ শতাংশ; যার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি; বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৬১ হাজার ৩৬০ কোটি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ২৮ হাজার ৫১ কোটি টাকা। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৪১ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৩.৬৩ শতাংশ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত, বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যয় বাবদ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৩ হাজার ২০২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬.৩৫ শতাংশ; সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ৫৭ হাজার ৭০ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১০.৯১ শতাংশ; নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ১ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.২৪ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৬** এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৭** এ উপস্থাপন করা হলো।

চতুর্থ অধ্যায়

সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রা

খাতভিত্তিক নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

মাননীয় স্পীকার

৫৬। এখন আমি আগামী অর্থবছরসহ মধ্যমেয়াদে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নীতি-কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস চালানো হবে এ বাজেটের মাধ্যমে। আগামী অর্থবছরই সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সর্বশেষ অর্থবছর, সুতরাং এ বাজেটে এর বাস্তবায়ন গুরুত্ব পাবে। সরকারের সামর্থ্য বিবেচনায় নিয়ে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করাকে আমরা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করেছি।

মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

৫৭। বিগত এক দশক ধরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত ঈর্ষান্বিত হারে বেড়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে বলে আশা করছি। আমাদের অঙ্গীকার হলো প্রবৃদ্ধি ২০২৩-২৪ সালে ১০ শতাংশ অর্জন ও ২০৪১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখা যাতে করে আমরা ঐ সময়ে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার শক্তিশালী ভিত গড়তে পারি। এই লক্ষ্যে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ। এই সময়ে মূল্যস্ফীতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। আমাদের লক্ষ্য থাকবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, রপ্তানিখাত, আবাসনখাত, সেবাখাতসহ সকল ব্যবসাখাতকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় আনা, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং আয় বৈষম্য নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫৮। আমাদের প্রবৃদ্ধির প্রধান উৎস হলো শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিতে ভোগ ও বিনিয়োগ এবং বহিঃস্থ চাহিদা বৃদ্ধিতে রপ্তানি হবে আমাদের মনোযোগের ক্ষেত্র। প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদেও অব্যাহত থাকবে। সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য।

৫৯। শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর মাধ্যমে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা আমাদের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও, সেবা খাত, বিশেষতঃ পর্যটন ও আবাসন খাতের এবং কৃষিখাতের উন্নয়নকেও অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

মাননীয় স্পীকার

৬০। আমাদের প্রবৃদ্ধিকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাজেট প্রণয়নে আমাদের মূল লক্ষ্য হলো বেসরকারি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার, ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থাপনা, আর্থিক খাতের সংস্কার, সরকারি বিনিয়োগ, তথা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বা এডিপি'র আকার বৃদ্ধি। এছাড়াও, পদ্মা সেতু, পদ্মা রেলসংযোগ সেতু, দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা সমুদ্র বন্দর এবং মহেশখালীর মাতার বাড়ীতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা মেট্রোরেল, ইত্যাদি মেগা প্রকল্পসহ অবকাঠামো খাতের সকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি যতটা সম্ভব দ্রুত সময়ে দুই অঙ্কের ঘরে নিয়ে যাওয়া।

৬১। প্রবৃদ্ধি অর্জনই কেবল নয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন আমাদের সরকারের মৌলিক অঙ্গীকার। দারিদ্র্য বিমোচন ও অসমতা হ্রাস করে জনগণের জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন আনাই আমাদের লক্ষ্য। এ জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কৌশল আরো গুরত্ব পাবে। প্রতি বছরের মত এবারও বাজেট বক্তৃতার সাথে আমাদের মধ্যমেয়াদি নীতি কৌশল সম্বলিত 'মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি-বিবৃতি' পেশ করা হয়েছে।

৬২। পরবর্তী অংশে খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরছি।

কর্মপরিকল্পনা ও সম্পদ সঞ্চালন

শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

৬৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সুসংবাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আমি প্রথমে আলোকপাত করতে চাই।

নূতন এমপিওভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষায় গতিশীলতা সৃষ্টি

মাননীয় স্পীকার

৬৪। আপনি জানেন, দীর্ঘদিন আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নানাবিধ কারণে এমপিওভুক্তি কার্যক্রমটি বন্ধ ছিল। এবারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশনায়, দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা এমপিওভুক্তি কার্যক্রমের জন্য এ বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান রাখা হয়েছে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার

৬৫। শিক্ষা বিষয়ে আলোকপাত করার আগে আমি জাপানের একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই। আঠারো শতকের শেষার্ধে মেইজি পুনর্গঠন শুরুর আগে জাপান ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে একটি পশ্চাৎপদ দেশ। সম্রাট মেইজী জাপানিদের এমনকি রাজপুত্রকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে পাঠিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রযুক্তিজ্ঞান আহরণ করার তাগিদ দেন। সম্রাট মেইজি বুঝতে পারলেন জাপানে ছাত্রের অভাব নেই। অভাব হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষকের। তাই তিনি পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষিত কয়েক হাজার শিক্ষককে জাপানে নিয়ে এলেন জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সময় উপযোগী করে তোলার জন্য। এরূপ প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নীতির কারণে জাপান শুধু পশ্চিমাদের সমকক্ষ হয়েই থাকেনি, বরং সারাবিশ্বে সকলের আগে প্রথম শতভাগ শিক্ষিতের দেশ হওয়ারও গৌরব লাভ করে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও

শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছেন। দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, গুণগত উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। আমরা মনে করি, সম্রাট মেইজি'কে অনুসরণ করার সময় আমাদেরও এসে গেছে।

৬৬। এখন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর ঘাটতি নেই। ঘাটতি দেখা দিয়েছে উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের। প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সর্বস্তরে আমাদের উপযুক্ত এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের কাছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হস্তান্তর করতে চাই। আমাদের আগামীর পথ চলা পুরোটাই নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। শিক্ষার সকল স্তরের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক বাছাইকরণ, তাদের প্রশিক্ষণ, সময়োপযোগী শিক্ষার বিষয়ে বস্তু নির্ধারণ এখন একান্তই সময়ের দাবী। আমাদের সরকার এই বছর থেকে এ সবের বাস্তবায়ন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

মাননীয় স্পীকার

৬৭। বিশ্ব এখন তৃতীয় শিল্প বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে উত্তরণের পথে। বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদেরকেও তৈরি হতে হবে। না হলে সামনে অগ্রসর হওয়া আমাদের জন্য দুরূহ হবে। তাই আমাদের ক্লাস রুমগুলো বিষয় উপযোগী (subject specific) করে তুলতে হবে যেখানে শেখানো হবে ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স, ম্যাটেরিয়াল সাইন্স, ইন্টারনেট অব থিংস, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন টেকনোলজি, ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রনালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের ছাত্রের অভাব নাই। অভাব হচ্ছে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের। এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য জাপানের সম্রাট Meiji'র মতো আমাদেরকেও আজকের প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে শিক্ষক নিয়ে আসতে হবে। এই সকল কার্যক্রম আমরা এই বাজেট কাল থেকেই শুরু করতে চাই। এবং সেজন্য ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে আমরা শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখছি।

মাননীয় স্পীকার

সংখ্যা নয়, মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাই আগামী দিনের অগ্রাধিকার

৬৮। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এযাবতকাল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়ার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি ও লিঙ্গসাম্য অর্জন উভয়ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিমূলে, অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ে মান উন্নয়ন ও প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত ও বাস্তবায়িত এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান, নতুন জাতীয়করণকৃত ও বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ, এবং শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন।

৬৯। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) চলমান রয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর শিক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সেলক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান চলমান থাকবে। বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো নির্মাণ, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশে মৌলিক স্বাক্ষরতা পরিচালনা এবং আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের দেশি-বিদেশি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের সমতুল্য করে তোলা হবে।

৭০। স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে স্থানীয় ব্যক্তিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতি প্রণয়ন করা হবে, যার প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ক্যাপাসিটি উন্নয়ন সাধনকরত: শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রকল্পের

আওতায় ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসরুম তৈরি করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে যেসকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে, তা হলো: প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে কক্ষ নির্মাণ; চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয় মেরামত ও সংস্কারকরণ; বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন; সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (স্লিপ) ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (ইউপেপ) কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থযোগান; শিক্ষক নিয়োগ; শিক্ষক শিক্ষিকাগণের জন্য ডিপ-ইন-এড এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান; বিদ্যালয়, অফিস ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ও আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ; বিনামূল্যে বই বিতরণ; এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম।

৭১। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ২৪ হাজার ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২০ হাজার ৫২১ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

৭২। মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণেও সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান, ইত্যাদি অন্যতম। মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ৫ বছর মেয়াদে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে। এর আওতায় ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) শিক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৭৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২.৬৭ লক্ষ শিক্ষককে বিগত দুই অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১.০৩ লক্ষ এবং আইসিটি বিষয়ে ৩.১৩ লক্ষ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনগ্রসর এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫৮০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে,

এবং চলতি অর্থবছরে ৩৫০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, ৩১৫টি উপজেলায় ১টি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর, এবং ৩২,৬৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

৭৪। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনে আমরা সক্রিয় রয়েছি। শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টিউশন ফি'র অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। এখাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ লক্ষ ২১ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮ কোটি ১৩ লক্ষের বেশি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও বৈশাখী ভাতা

৭৫। শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই ২০১৮ হতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের মূল বেতনের ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর হতে মূলবেতনের ২০ শতাংশ হারে বৈশাখী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা কার্যক্রমে ইনোভেশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম, নিবন্ধন, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন, পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্টদের হয়রানি লাঘব হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ

৭৬। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুধুমাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দের তুলনায় ৫৪ শতাংশ বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

বিভাগের আওতায় ১,৫০০টি বেসরকারি কলেজ ও ৩,০০০টি বেসরকারি স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ জুন ২০১৯ এর মধ্যেই সমাপ্ত হবে। সারাদেশে ২৬,২০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৮,৯৪৭টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ, ২০০টি ল্যাংগুয়েজ কাম আইসিটি ল্যাব, ১,০০০টি সায়েন্স ল্যাব, ২,১২০টি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ, ৪৬টি হোস্টেল নির্মাণ এবং আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি ও আইসিটি উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশে ১২৫টি উপজেলায় 'আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং আরো ১৬০টি উপজেলায় উহা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭৭। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ৪১.৪৪ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রায় ৮৮৩ কোটি টাকা উপবৃত্তি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৫ শতাংশ হচ্ছে ছাত্রী। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য ৪২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প ২০১৯-২০ অর্থবছরে সমাপ্ত হবে। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়েছে।

৭৮। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতে ২৯ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ২৫ হাজার ৮৬৬ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

কর্মসংস্থানবান্ধব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

৭৯। মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার আইসিটি খাতসহ বিকাশমান প্রযুক্তিসমূহের কারিগরি জনশক্তির প্রয়োজন মেটাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দাখিল, কারিগরি ও এবতেদায়ী স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী, দুঃস্থ শিক্ষকদের

সাহায্য মঞ্জুরী হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, এবং ইংরেজি ও গণিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)’কে পাঠ্যপুস্তক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮০। বাংলাদেশে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২,২৮১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০টি উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের কাজ চলছে। বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন, ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এছাড়া, ৪টি বিভাগীয় (সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর) শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

৮১। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাদ্রাসাসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া স্থাপন করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দাখিল, ও এবতেদায়ী স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। দেশে ১,৮০০টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

৮২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭ হাজার ৪৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করছি, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৫ হাজার ৭৫৮ কোটি টাকা।

৮৩। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে ২৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বাবদ মোট বরাদ্দ ৮৭ হাজার ৬২০ কোটি টাকা যা মোট বাজেট বরাদ্দের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি’র ৩.০৪ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যান খাতে উন্নয়ন

৮৪। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুনগত পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে একটি স্বাস্থ্য সচেতন সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সরকার নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃ মৃত্যুহার, নবজাতকের মৃত্যুহার, অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম-ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২২ মেয়াদে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত ৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কমর্সূচি (৪র্থ এইচপিএনএসপি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যার আওতায় মোট ২৯টি অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে সারাদেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান ও চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত কর্মসূচির ৮৪ শতাংশই সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

৮৫। স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকার যেসকল উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সকল জেলাসদর হাসপাতালে নেফ্রোলজি ইউনিট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন, এবং বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ক্যান্সার চিকিৎসা ইউনিট স্থাপনের জন্য গৃহীত প্রকল্প। এছাড়া, হবিগঞ্জ, নীলফামারী, নেত্রকোনা, মাগুরা ও নওগাঁ জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত হোস্টেল নির্মাণ, মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থাপন এবং প্রতিটি বিভাগীয় হাসপাতালের শিশু কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপনের জন্যও প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

৮৬। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো- চিকিৎসকদের জরুরি প্রসূতি সেবার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের 'কমিউনিটি বেজড স্কিলড বার্থ এটেনডেন্ট' প্রশিক্ষণ প্রদান, নিরাপদ এমআর সেবা প্রদান, গর্ভবতী মায়েদের সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম সম্প্রসারণ, এবং সার্ভিক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যান্সার আগাম সনাক্তকরণ। অন্যদিকে নবজাতকের চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের জন্য ১০টি জেলা হাসপাতাল এবং ৬১টি উপজেলা হাসপাতালে স্পেশাল কেয়ার নিউবর্ন ইউনিট (SCANU) চালু করা হয়েছে। জনগণের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার ৯,৭৯২ জন মেডিকেল অফিসার নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার বিস্তৃতি

৮৭। তৃণমূল পর্যায় থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গ্রামীণ জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলো প্রথম সেবা কেন্দ্র। বর্তমানে ১৩ হাজার ৭ শত ৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৪০ জন সেবাপ্রার্থী একেকটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন যার ৮০ শতাংশই নারী ও শিশু। সারাদেশে প্রায় ৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসব সেবা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে বর্তমানে টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি, ঘাটাইল ও মধুপুর উপজেলায় 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি' পাইলট আকারে চলমান রয়েছে।

ঔষধখাতের বিকাশে সহায়তা

৮৮। ঔষধখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ঔষধের কাঁচামাল ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদনকারীদের রপ্তানি উৎসাহিতকরণে ২০

শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। মুন্সীগঞ্জের গজারিয়াতে ঔষধ শিল্পপার্ক স্থাপনার কাজ শুরু করা হয়েছে। আবার, অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত গাইডলাইন ও ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করা হয়েছে। দেশে উৎপাদিত ট্রাডিশনাল মেডিসিন (ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হার্বাল) এর গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে একটি পৃথক ট্রাডিশনাল মেডিসিন টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে।

৮৯। নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, সার্বজনীন মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ‘The Lunacy Act, 1912 (Act IV of 1912)’ রহিতক্রমে 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮’ অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত অন্যান্য আইনের মধ্যে ‘মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৮’, ‘কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮’ উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া, ‘The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982’ (১৯৮৪ সালের সংশোধিত) অধ্যাদেশ বাতিল করে ‘স্বাস্থ্য সেবা সুরক্ষা আইন, ২০১৯’ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকায়ন

৯০। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১,০০০ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালাইজড ওয়ার্ড নির্মাণ, ওয়ান পয়েন্ট চেকআপ সেন্টার, সান্ধ্যকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও ক্যান্সার ভবন নির্মাণ করা হবে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশ্বমানের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট এবং সাধারণ রোগীদের সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওপিডি ভবন-১ ও ওপিডি ভবন-২ এর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি আইন প্রণয়নের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী বছরগুলোতে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালন আইন এবং বাংলাদেশ প্যারামেডিকেল শিক্ষা বোর্ড আইন প্রণয়নের উদ্যোগও চলমান রয়েছে।

অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা

৯১। অটিস্টিকসহ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন নাগরিককে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের জন্য চিকিৎসা ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। তাঁরা যেসকল কর্ম সম্পাদনে পারদর্শী ও সক্ষম, সেকাজে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁদেরকে কর্মক্ষম করে তোলা হবে।

পরিবারকল্যাণে মিডওয়াইফ ও নার্স নিয়োগ

৯২। মাতৃ মৃত্যুহার কমানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩,০০০ মিডওয়াইফ পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ৫,১০০ সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নার্সিং শিক্ষা সম্প্রসারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি নার্সিং কলেজ এবং ৫টি নার্সিং বয়েজ হোস্টেল স্থাপন করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

স্বাস্থ্যশিক্ষায় অগ্রগতি সাধন

৯৩। চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন ও উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফেলোশিপ, অনুদান প্রদানসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত দশ বছরে সারাদেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা এবং এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০০৬ সালের ৪৬টি হতে বর্তমানে ১১১টিতে উন্নীত হয়েছে। একইভাবে এমবিবিএস কোর্সের আসন সংখ্যা ২০০৬ সালের ২,০৫০টি হতে ২০১৮ সালে ১০,৩০০ তে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার প্রসার

৯৪। বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রসারের জন্য সরকারি উদ্যোগ রয়েছে। যেমন, ক্যান্সার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাভারে ৩টি

অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিবিশিষ্ট নিউক্লিয়ার মেডিকেল ফিজিক্স ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। প্রাণিজ/মানবটিস্যু পুনর্বাসন শল্যচিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে ৫টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিবিশিষ্ট ইন্সটিটিউট অব টিস্যু ব্যাংকিং এন্ড বায়োম্যাটেরিয়াল রিসার্চ স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বমানের কেমিক্যাল মেজারমেন্ট ও ক্যালিব্রেশন করার জন্য ৫২টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিবিশিষ্ট ডেসিগনেটেড রেফারেন্স ইন্সটিটিউট ফর কেমিকেল মেজারমেন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

৯৫। নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথায়রয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণের জন্য ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্স, ঢাকায় নিউবর্ন স্ক্রিনিং সেন্ট্রাল লাবরেটরি স্থাপন, এবং কক্সবাজারে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র ও একটি স্টেরাইল ইনসেক্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, মিটফোর্ড, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বগুড়া, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ ও রংপুরে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের গবেষণা ও চিকিৎসাসেবা সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়ন করা হয়েছে। বিসিএসআইআর-এ ভ্রাম্যমাণ গবেষণাগার, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তথ্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও ফলিত শিল্প গবেষণা ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হবে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সস (ইনমাস) স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি, বিদ্যমান ৬টি ইন্সটিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ইন্সটিটিউট অব ইলেক্ট্রনিকসের গবেষণাগারে সুবিধা উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং রেডিওথেরাপি, ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি, নিউট্রন ক্রমাঙ্কন ও মান নিয়ন্ত্রণে স্ট্যান্ডার্ড গবেষণাগার স্থাপন করা হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

৯৬। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতে সরকারের গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপের সুফল দেখা যাচ্ছে সামাজিক খাতের বিভিন্ন সূচকে, যেখানে বাংলাদেশ ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৭২.৮ বছর। অন্যদিকে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৩১ জনে, এক বছরের কম বয়সি শিশুদের

ক্ষেত্র মৃত্যু হার ২৪ জনে এবং মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ১.৭২ জনে নেমে এসেছে। সরকারের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রতিফলন ঘটেছে বিশ্বব্যাংকের নতুন Human Capital Index 2018 তে, যাতে ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ১০৬তম। এ অগ্রযাত্রা বজায় রাখার জন্যে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

৯৭। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য ২৫ হাজার ৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ছিল ২২ হাজার ৩৩৬ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণসংক্রান্ত কার্যক্রম ১২টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। আগামী অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ ২৯ হাজার ৪৬৪ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১.০২ শতাংশ এবং মোট বাজেট বরাদ্দের ৫.৬৩ শতাংশ প্রস্তাব করা হয়েছে। ।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

মাননীয় স্পীকার

৯৮। একদিকে শ্রমবাজারে বিপুল কর্মক্ষম জনশক্তির আগমন, অন্যদিকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাওয়ার বিষয়টি সরকার অত্যন্ত গুরত্বের সাথে গ্রহণ করেছে এবং এর সমাধানে নানাবিধ পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকার শিল্পখাতে কর্মসৃজনের গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ আধুনিকায়ন, শ্রমিকের সুরক্ষা জোরদার করা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিক হারে কর্মে প্রবেশ উপযোগী আইন-বিধি, নীতি-কৌশল সংস্কারের জন্য তিন বছর মেয়াদে কার্যক্রম শুরু করেছে। চলতি অর্থবছরে ১০টি আইন-বিধি, নীতি-কৌশল প্রণয়ন অথবা সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দুই বছরে অবশিষ্ট সংস্কার কাজ সম্পাদন করে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির জন্য মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তিন কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান ঘটানো হবে।

জনমিতিক লভ্যাংশ: তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

৯৯। বাংলাদেশের সামনে জনমিতিক লভ্যাংশের যে সুবর্ণ সুযোগ এসেছে তা কাজে লাগাতে হবে। 'তারুণ্যের শক্তি-বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমূখী শক্তিতে রূপান্তরের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে ১১১টি প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে কর্মসংস্থানের ব্যপক সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। যুবকদের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবসা উদ্যোগ (start up) **সৃষ্টির জন্য ১০০ কোটি টাকা** চলতি অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে।

মাননীয় স্পীকার

দক্ষতা উন্নয়ন

১০০। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালী মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ১৫ লক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এতে শ্রমিকের মজুরি বাড়ে, যা দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি, পরিবহন খাতে এক লক্ষ দক্ষ ও পেশাদার গাড়িচালক তৈরির বিশেষ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সমন্বিত আকারে পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) গঠন করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ‘জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল’ এর কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের এ অধীনে বাস্তবায়িত হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান: বাংলাদেশী শ্রমশক্তির সম্ভাবনাময় গন্তব্য

১০১। প্রতিবছর বিপুল জনশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এ বিষয়কে মাথায় রেখে অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের পাশাপাশি বৈদেশিক শ্রমবাজার এর দিকে বিশেষ

নজর দেয়া হয়েছে। আমাদের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়ে আমাদের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আমাদের সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার সফল বাস্তবায়নের ফলে বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করাসহ রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ২০১৬ সালে ‘Free Malaysia Today’ পত্রিকায় মালয়েশিয়ার চাকুরির বাজারে দক্ষ বৈদেশিক শ্রমশক্তির ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে মালয়েশিয়ায় বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পদে (Managerial position) ও কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন এমন পদে কর্মরত বিদেশিদের মাঝে ৩৭ শতাংশই হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিক।

১০২। নতুন নতুন শ্রমবাজারের সন্ধানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীদের কর্মসংস্থানের চাহিদা বিশ্লেষণ’ শীর্ষক একটি সমীক্ষা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে ৫৩টি দেশে শ্রমবাজার সম্পর্কে ধারণা ও সুপারিশ পাওয়া গেছে, যা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা আইনি কাঠামোতেও সংস্কার এনেছি। এ ধারাবাহিকতায় ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৭’, 'ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রবাস আয় বৃদ্ধি

১০৩। রেমিট্যান্স প্রেরণে বর্ধিত ব্যয় লাঘব করা এবং বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ উৎসাহিত করা জন্য প্রবাসি বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের ওপর আগামী অর্থবছর হতে ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এ বাবদ চলতি অর্থবছরে ৩ হাজার ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এর ফলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে এবং হুন্ডি ব্যবসা নিরুৎসাহিত হবে।

১০৪। প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা না থাকায় দুর্ঘটনা ও নানাবিধ কারণে তারা ও তাদের পরিবার প্রায়শ:ই আর্থিক ক্ষতি ও ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রবাসী কর্মীদের বীমা সুবিধার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রম পরিদর্শন এ্যাপস

১০৫। সরকার শিল্প কারখানায় উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে বিশেষ নজর দিয়েছে। সেলক্ষ্যে ৪,৮০৮টি তৈরি পোশাক কারখানার প্রয়োজনীয় তথ্যসংবলিত ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে। আরও ২৭,০০০ কারখানার তথ্যসংবলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে। দেশে শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-এর সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকগণ মাঠপর্যায়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করেন। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮,২৬১টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টোল ফ্রি হট লাইন চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে শ্রমিকগণ বিনামূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন।

১০৬। কলকারখানায় শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধনী) ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। এছাড়া ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিকের জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ইত্যাদি বিষয়ে বিধান প্রণয়ন এবং ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রম আইন প্রয়োগ করার পাশাপাশি নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কর্মপরিবেশ ও শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে

জাতীয়ভাবে বিভিন্ন সেক্টরে 'শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা এপ্লিকেশন' (Labour Inspection Management Application (LIMA)) বাস্তবায়ন করছে। এ ওয়েবপোর্টাল এর মাধ্যমে অনলাইনে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রকাশ ও শ্রমিকগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। নারীদের কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সারাদেশে বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠানে ৪,৭০৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

১০৭। শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শ্রমিকের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'শ্রম বিধিমালা ২০১৫' এর আলোকে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কারখানায় মোট ২,২৬২টি 'সেইফটি কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৩১টি শিল্প এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সকল শ্রেণির শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৮টি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ করা হয়েছে যার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প অন্যতম। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য গঠিত 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' হতে বিগত ২০১২-১৩ থেকে এ যাবৎ মোট ৬,০৫২ জনকে ২৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে ২০১৬-১৭ থেকে এ যাবৎ শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানায় কর্মরত ২,৯৮১ জন শ্রমিককে ৫৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

সমৃদ্ধির সোপান বিদ্যুৎ

১০৮। 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে

সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে যথাক্রমে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। বর্তমানে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২১ হাজার ১৬৯ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি এবং দেশের প্রায় ৯৩ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া ১৪ হাজার ২০২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প নির্মাণাধীন, ৫ হাজার ৮০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (LOI এবং NOA প্রদান করা হয়েছে), যেগুলো খুব শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা ব্যক্ত করছি। তাছাড়া ১ হাজার ৪১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো ১৯ হাজার ৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ, মেরামত বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

জ্বালানি ব্যবহার বহুমুখীকরণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

১০৯। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি বহুমুখীকরণের উদ্যোগ করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প হিসেবে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে আমরা জমির প্রাপ্যতা, পরিবহন সুবিধা এবং লোড সেন্টার বিবেচনায় নিয়ে পায়রা, মহেশখালী ও মাতারবাড়ি এলাকাকে পাওয়ার হাব হিসাবে চিহ্নিত করে একাধিক মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলোঃ রামপাল ১

হাজার ৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল প্রজেক্ট এবং পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প। তাছাড়া যৌথ বিনিয়োগে মহেশখালী ১০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ছাড়াও রাশিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় বলে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মহেশখালীতে দৈনিক প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ভাসমান সংরক্ষণাগার ও পুনঃগ্যাসায়ন ইউনিট (Floating Storage and Regasification Unit: FSRU) স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে।

১১০। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা ২০১৩ সাল হতে প্রতিবেশী ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি শুরু করেছি। নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষীয় বিদ্যুৎ বাণিজ্যের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি এবং একটি আইপিপি হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির জন্য নেগোসিয়েশন চলছে। ভুটান হতে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ত্রিদেশীয় সমঝোতা স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়

১১১। ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুৎভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর আমরা অধিক গুরুত্ব দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমরা বেসরকারি পর্যায়ে ভবনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্য “নেট মিটারিং গাইডলাইন” প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাদে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক স্থাপন

১১২। আমাদের সরকারের বিগত দুই মেয়াদে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১১ হাজার ৪৯৩ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন পরিমান ৫ লক্ষ ৮ হাজার কিলোমিটার উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি। ২০৩০ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ২৮ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। তাছাড়া আগামী এক বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছি।

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম ও বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

১১৩। দেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য আমরা স্থলভাগ ও সমুদ্র এলাকায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে বাপেক্স কর্তৃক মোট ২৪টি কূপের অনুসন্ধান খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভারত ও মিয়ানমারের সাথে নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেলগ্যাস অনুসন্ধান চালানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে ৪টি অফশোর ব্লকের জন্য উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে অনশোর এবং অফশোর মডেল পিএসসি অনুমোদন করে নতুন বিডিং রাউন্ড আরম্ভ করা হবে।

১১৪। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য ২৮ হাজার ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ছিল ২৬ হাজার ৫০২ কোটি টাকা।

যোগাযোগ অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার

১১৫। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে আধুনিক, নিরাপদ এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। World Economic Forum এর The Global

Competiveness Index, 2018 র‍্যাংকিং অনুযায়ী ১৪০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩তম স্থানে। বাংলাদেশের উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের অগ্রযাত্রায় যোগাযোগ অবকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার যোগাযোগ অবকাঠামো বিশেষ করে রেলপথকে অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

টেকসই ও নিরাপদ সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়ন

১১৬। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কার, নতুন সড়ক নির্মাণ, উড়াল সেতু/ওভারপাস নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল জাতীয় মহাসড়ককে ৪ বা তধূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ৫০৯ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদুর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে এবং আরো ৫০৭ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তধূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। সরু ও ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও কালভার্ট পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছে। জোনভিত্তিক জেলা মহাসড়ক সংস্কার, উন্নয়ন ও মেরামত কাজ চলমান রয়েছে। বিশ্বায়নের সুফল অর্জন এবং বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সাসেক রোড কানেকটিভিটি প্রজেক্ট-১ ও ২ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সারাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি ব্রিজসমূহের স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ করা হবে।

সেতু-টানেল নির্মাণ ও নিরবছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন

১১৭। বাংলাদেশে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে আমরা পদ্মা বহুমুখী সেতু, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণসহ আরো অনেক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীণ পদ্মা সেতুর ২ কি.মি. আজ দৃশ্যমান। প্রকল্পের সার্বিক

অগ্রগতি ৬৭.০ শতাংশ। দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এই সেতুগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এরই মাঝে উদ্বোধনও করেছেন।

সমন্বিত ও আধুনিক নগর পরিবহণ ব্যবস্থা

১১৮। ঢাকা মহানগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, প্রবেশ ও নির্গমন মহাসড়কের যানজট নিরসন এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা Revised Strategic Transport Plan (2015-35) বাস্তবায়ন করছি। এর আওতায় বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল, উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত MRT Line-6 নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। পাশাপাশি হযরত শাহজালাল বিমান বন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত গণপরিবহণ ব্যবস্থা, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট বা বিআরটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা

১১৯। নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় মহাসড়কের ১২১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৮,১০০টি স্পটে ডাইরেকশনাল সাইন-সিগনাল ও কিলোমিটার পোস্ট স্থাপন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ধীরগতির যানবাহনের জন্য জাতীয় মহসড়কে পৃথক লেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দক্ষ গাড়িচালক তৈরি করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মোটরযানের ডিজিটাল ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে চারটি স্বয়ংক্রিয় যানবাহন পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে উক্ত সেবা জেলাসদরে সম্প্রসারণ করা হবে এবং ইতোমধ্যে ১৭টি জেলায় যানবাহন পরিদর্শন কেন্দ্র স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মেঘনা সেতুতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় চালু করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

যাত্রীসেবা বান্ধব রেলপথ ব্যবস্থার উন্নয়ন

১২০। বর্তমান সরকার রেলওয়েকে একটি সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ খাতের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। রেলওয়ের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৬-৪৫ পর্যন্ত ৩০ বছরব্যাপী মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০৪৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য ২৩০টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হবে ও পরিবহণ ব্যয় বহুলাংশে হ্রাস, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, এবং জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

১২১। রেলপথ সম্প্রসারণ, নতুন রেলপথ নির্মাণ ও সংস্কার, রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরকরণ, নতুন ও বন্ধ রেল স্টেশন চালু করা, নতুন ট্রেন চালু ও ট্রেনের সার্ভিস বৃদ্ধি করা, ট্রেনের কোচ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ অব্যাহত আছে। আগামী অর্থবছরে ১,১১০.৫০ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেল ট্র্যাক, ৫২ কি.মি., নতুন রেল ট্র্যাক নির্মাণ, ১০০টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ, ২টি আইসিডি নির্মাণ, লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ, ৩টি মেজর ব্রিজ নির্মাণ, ১,১২০টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, ৩টি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ আধুনিকায়ন/নির্মাণ এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-টিকেটিং চালুর ফলে যাত্রীদের রেলভ্রমণ যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি মোবাইল অ্যাপস প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে অতিসহজেই যাত্রীরা রেলের অবস্থান সর্ম্পকে সহজে জানতে পারেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম দ্রুতগতির (High Speed) ট্রেন নির্মাণের সম্ভ্যাবতা যাচাই করা হচ্ছে।

বাণিজ্য সহায়ক নৌপথ ও বন্দর উন্নয়ন

১২২। বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সমুদ্র-নদী-স্থলবন্দর

সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো ও দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে নদ-নদীসমূহের ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ বন্দরসমূহের মান উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নদীপথের পাশাপাশি সমুদ্র বন্দরসমূহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বে-টার্মিনাল নির্মাণের পরকিল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরের হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ২.৮ মিলিয়ন থেকে ৩ মিলিয়ন টিইইউ’স (TEUs) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুবিধাদি নির্মাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

১২৩। দ্রুত এবং মানসম্মত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের লক্ষ্যে দেশের বিমান বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, সহজ ও নিরাপদ যাত্রী পরিবহন নিশ্চিতকরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি ১২ মিলিয়নে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। তাছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দর এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে রানওয়ে সম্প্রসারণসহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এর সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে এর স্থান নির্বাচন ও সমীক্ষা সম্পাদনের কাজ চলছে।

১২৪। যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে আমি আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬১ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল ৫৩ হাজার ৮১ কোটি টাকা।

মাননীয় স্পীকার

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনাঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

১২৫। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। তাই ‘নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা’- এ রূপকল্পকে সামনে নিয়ে সরকার ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ নামে একটি অভিযোজনভিত্তিক, দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত ও সামষ্টিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং পানির দ্বারা সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

১২৬। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মোট দেশজ আয়ের ২.৫ শতাংশ অর্থের প্রয়োজন হবে যার মধ্যে প্রায় ২ শতাংশ সরকারি খাত হতে এবং ০.৫ শতাংশ অর্থায়ন বিভিন্ন উদ্যোগের আওতায় বেসরকারি খাত হতে নির্বাহ করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভঙ্গন, নদী খনন, নদী শাসন এবং নৌ-পরিবহনসহ নদী ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয় হবে মোট বিনিয়োগের ৩৫ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ব-দ্বীপ পরিকল্পনার অধীনে মোট ৮০টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন শুরু করা হবে।

বন্যা-খরা-নদী ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ ও ভূমি পুনরুদ্ধার

১২৭। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন এবং Climate Smart Integrated Coastal Resource Database (CSICRD) তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নদীর নাব্যতা বাড়ানো, ভাঙ্গন হ্রাস ও শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২ সালের মধ্যে ৫১০ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য ৪৮৮৩ কিলোমিটার সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন এবং ২০০টি সেচ স্ট্রাকচার নির্মাণ ও মেরামত, ৩টি ব্যারেজ ও রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। বন্যা-লবণাক্ততা-জলাবদ্ধতা হ্রাসের জন্য ২৫০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপকূলীয়

বাঁধ নির্মাণ, ১০৪০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ মেরামত, ৫৯০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত, ১৩২৫ কিলোমিটার নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন, ১৯৫ কিলোমিটার সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ এবং ৬টি আঁড়ি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

১২৮। হাওর অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদি 'হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ও ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় হাওর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, নদী-খাল-হাওর পুন:খননসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

১২৯। সাম্প্রতিক কালে নদী ভাঙ্গনে বসতবাড়ি, জনপদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি স্থাপনা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাজার, প্রভৃতি বিলীন হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে ফেলছে। নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের পুর্নবাসনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বারাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আন্তঃসীমান্ত নদ-নদীর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১৩০। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১১ সালে স্বাক্ষরিত উন্নয়ন সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক কাঠামো চুক্তি (Framework Agreement on Cooperation for Development) এর আলোকে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকাভিত্তিক সংগঠন যথা-River Basin Organization/River Basin Commission গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

কৃষি খাত: কৃষির উন্নয়ন, দেশের সমৃদ্ধি

মাননীয় স্পীকার

১৩১। আমি কৃষি খাতের উপর কিছু বলার আগে জাতির পিতার একটি উদ্ধৃতি, যা এ খাতটির জন্য প্রণিধানযোগ্য, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু বলেছিলেন,

“এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে পাবে, পাবে মর্যাদাপূর্ণ জীবন; তখনই শুধু এই লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি পাবে।”

মাননীয় স্পীকার

১৩২। কৃষি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জীবনীশক্তি; দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। যদিও আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, তথাপি সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে এবং কৃষক ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিগত ১০ বছরে কৃষিখাতে ৩.৭ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আজ বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে আর সবজি উৎপাদনে আমরা এখন বিশ্বে তৃতীয়। অন্যদিকে আম উৎপাদনে আমরা সপ্তম এবং আলু উৎপাদনে আমরা অষ্টম স্থানে রয়েছি।

১৩৩। কৃষি ভর্তুকি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি সফল কার্যক্রমসমূহ আমরা প্রয়োজনীয় মাত্রায় অব্যাহত রাখবো। কৃষির উন্নয়নের জন্য স্বাভাবিক বিনিয়োগের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণোদনা ও কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ চালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা ২ কোটি ৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন।

১৩৪। চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন ফসলের ১৫টি নতুন জাত ও ১০টি জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ফসলের ৩২৯টি উচ্চ ফলনশীল স্বল্পকালীন এবং লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতার মতো ঘাতসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। শস্যের বহুমুখীকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ, খামার যান্ত্রিকীকরণ জোরদার করা হবে। বহুমুখী পাট পণ্য উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান থাকবে।

১৩৫। কৃষিতে রাসায়নিক সারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণোদনা প্রদান দীর্ঘদিন ধরে চালু আছে এবং এর ফলে কৃষকের উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় তা কৃষি পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে ভূমিকা রেখেছে। বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় হয় ৫ হাজার ২০১ কোটি টাকা। প্রধান প্রধান রাসায়নিক সারের আমদানি মূল্য কোন কোন সময় বৃদ্ধি পেলেও কৃষকদের স্বার্থে বর্তমান সরকার দেশীয় বাজারে সারের বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত রেখেছে যা পরোক্ষভাবে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করেছে। পূর্বের ন্যায় আমদানি খরচ যাই হোক না কেন, আগামী অর্থবছরেও রাসায়নিক সারের বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হবে ও কৃষি প্রণোদনা অব্যাহত থাকবে।

১৩৬। ফসল কর্তন ও তার পরবর্তী কার্যক্রমে যান্ত্রিকীকরণ উৎসাহিত করা হবে এবং এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষককে ভর্তুকি প্রদান করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

১৩৭। মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান এখন ৪র্থ স্থানে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ার প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার একটি Plan of Action প্রণয়ন করেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরকার চলতি বছর ৬৫ দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ বন্ধ ঘোষণা করেছে। তবে সমুদ্রে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ৪ লক্ষ ১৫ হাজার জেলেকে ঐ সময়ে ৬৫ কেজি চাল খাদ্য সহায়তা হিসাবে প্রদান করছে।

১৩৮। প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে গরু ও ছাগল পালনে বাংলাদেশ এখন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ ছাগলের মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে দেশি/বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট

চারটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, এফএমডি ও পিপিআর রোগ দমনে কার্যকর মডেলের সম্প্রসারণ, প্রাণিখাদ্য সংরক্ষণে ডোল পদ্ধতির সম্প্রসারণ, বিভিন্ন বিষয়ে ৩৫টি গবেষণা বাস্তবায়ন, তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ল্যাবরোটরি স্থাপন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মপরিকল্পনা রয়েছে।

১৩৯। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ চালু করার পাশাপাশি এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬টি প্রবিধানমালা এবং ২টি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, নতুন খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৪০। পরিবেশ সংরক্ষণ, দুষণ নিয়ন্ত্রন, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮” প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর ওপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বায়ুদূষণ কমানোর লক্ষ্য নিয়ে ‘ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৯ জারি করা হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে হালদা নদীকে ইসিএ ঘোষণা করাসহ এর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা, বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকায় ইকো-ট্যুরিজম চালু করা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দ ছিল ৫.৩৭ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.২৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (জিডিপি’র ০.৭৫ ভাগ)। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ের ওপর জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করা হলো।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৪১। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই

এ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কিভাবে চলবে তা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হলো:

"নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"

এর ধারাবাহিকতায়, জাতির পিতার দেখানো পথেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আজ বৈচিত্র্য ও প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। কৃষি এবং অকৃষি- সকল ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বেড়েছে বহুগুণ।

আমার গ্রাম আমার শহর

১৪২। **'গ্রাম হবে শহর'** স্লোগানকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়নকে রেখেছে অগ্রাধিকার তালিকায়। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ বর্ণিত **'আমার গ্রাম আমার শহর'** এ ধারণাটিকে ভিত্তি করে **গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র** ও ওয়ার্কশপ স্থাপন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণে ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। পল্লী এলাকায় উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ তৈরি, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, এবং কম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানসহ প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি প্রদান এবং নাগরিক জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ব্যবস্থা করবো।

আমার বাড়ি আমার খামার

১৪৩। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্বপ্ন-প্রসূত 'আমার

বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪২টি গ্রাম সংগঠনের আওতায় ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে সুসংগঠিত করে এদেশ থেকে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ চলছে। মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৯৫ হাজার ৩৮৬টি সমিতি গঠিত হয়েছে যার অধীনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার জন।

১৪৪। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পল্লী সেক্টরে ৫,৫০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ৩০,৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১৩,০০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং ৩,৭০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ১৯০টি গ্রোথসেন্টার/হাট বাজার উন্নয়ন, ৬৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১৩০টি সাইক্লোন শেল্টারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্প্রসারণ, সড়ক মেরামত, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ডাস্টবিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন, যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মিয়ানমার হতে আশ্রয় নেয়া ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে প্রায় দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশ আবাসন নির্মাণ, খাবার পানি সরবরাহ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, রাস্তা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরি সেবা প্রদানের বিপুল কাজ দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে আসছে। তিনটি পার্বত্য জেলাসহ সারাদেশে পল্লী এলাকায় রাস্তা, ব্রিজ-কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, হাটবাজার, সাইক্লোন শেল্টার, বিল উন্নয়ন, নিরাপদ পানির উৎস ও ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কাজ চলমান রাখার পাশাপাশি নেয়া হয়েছে ‘পল্লী জনপদ’ নামে আধুনিক আবাসন প্রতিষ্ঠার মত উদ্ভাবনী কার্যক্রম।

১৪৫। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে আমি আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬৬ হাজার ২৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি যা বর্তমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ছিল ৫৯ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা।

শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পখাত

১৪৬। অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা বিকাশের লক্ষ্যে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্প উন্নয়ন কৌশলের ওপর সরকার জোর দিয়ে যাচ্ছে। একই সঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে ভারী ও মৌলিক শিল্প- যে শিল্পকে ভিত্তি করে বহুমাত্রিক ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠবে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে। জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩১.৩১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

বিশ্ব বাণিজ্যে সুদৃঢ় অবস্থান

১৪৭। রপ্তানি খাতকে বিকশিত করার লক্ষ্যে এ খাতটিকে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে এমন (Competitive) অবস্থানে নিয়ে আসা হবে এবং দূর করা হবে সকল ধরনের বাধা। যেসকল খাতে রপ্তানির সুযোগ বেশি সেখানে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। আমাদের আইসিটি, চামড়া, ঔষধ, আসবাবপত্র, জুয়েলারি, বিশেষত: জেমস এবং স্টোন কাটিং (Jems & Stone Cutting) একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হতে পারে।

১৪৮। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২০২টি দেশে ৭৪৪টি পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। বাংলাদেশের সক্রিয় প্রচেষ্টায় WTO কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ঔষধের মেধাসত্ব মেয়াদ ১ জানুয়ারি ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের ঔষধ রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। WTO এর আওতায় সেবাখাতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (Preferential Market Access) প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত Waiver এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সেবাখাতের রপ্তানি সম্প্রতি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ

সুবিধা প্রাপ্তির কারণে ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

চামড়া ও পাদুকা শিল্প

১৪৯। আপনি জানেন, বর্তমানে জুতা রপ্তানিতে পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান ৮ম স্থান। আগামীতে এ সম্ভাবনাময় খাতটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আরো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেয়া হবে। এরই মাঝে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা হয়েছে। চামড়া শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ খাতের উন্নয়নে যা যা করণীয় দ্রুত তা করা হবে। পরিবেশবান্ধব বর্জ্য পরিশোধন নিশ্চিত করে চামড়া ও চামড়া জাতীয় পণ্যের রপ্তানি বহুগুণে বৃদ্ধি করা হবে।

১৫০। অন্যদিকে নগরবাসীর নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকা হতে সকল কেমিক্যাল গুদাম ঢাকার শ্যামপুর ও কেরানীগঞ্জে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হচ্ছে। পরবর্তীতে এ অস্থায়ী কেমিক্যাল পল্লীকে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হবে।

সোনালী আঁশের সোনালী ভবিষ্যৎ

১৫১। পাটখাতের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের জন্য পাট আইন, ২০১৭ ও জাতীয় পাটনীতি-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের সহযোগিতায় বিজ্ঞানীরা পাটের জন্ম রহস্য উন্মোচনসহ পলিথিনের বিকল্প সোনালী ব্যাগ উদ্ভাবন করেছে। পাটের তৈরি ‘সোনালী ব্যাগ’ এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫২। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩৫ ধরনের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয় ১৫০০ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪৮১ কোটি টাকায় যা রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

দ্রুত বিকাশমান বস্ত্র শিল্প

মাননীয় স্পীকার

১৫৩। আপনি জানেন, আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানিতে পৃথিবীতে **আমরা ২য় স্থানে** অবস্থান করছি। বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে এ খাতটিও একটি বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাত। এ বিবেচনায় আমাদের সরকার এই খাতটির জন্য বিদ্যমান নগদ প্রণোদনাসহ সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক রপ্তানির চারটি খাতে সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট সকল খাতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে **১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা** প্রদানের প্রস্তাব করছি। এ বাবদ বাজেটে অতিরিক্ত ২,৮২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে।

পরিবেশবান্ধব সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প

১৫৪। বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত (Unbroken Sandy Sea Beach) কক্সবাজারসহ আরো অনেক অনেক পর্যটন স্পট, যা এখনো বিশ্ববাসীর নিকট পরিচিত করে তোলা সম্ভব হয়নি। কক্সবাজারের সাবরাং-এ বিদেশি পর্যটকদের জন্য একটি **এক্সক্লুসিভ পর্যটন এলাকা** (Exclusive Tourist Zone) স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল সম্ভাবনাময় পর্যটন স্পটকে দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

সুনীল অর্থনীতি - সম্ভাবনার নবদিগন্ত

১৫৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে সমুদ্র বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী মায়ানমার ও ভারতের নিকট হতে বাংলাদেশ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে যা আর একটি বাংলাদেশের প্রায় সমপরিমাণ। বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় রয়েছে ১৩টিরও বেশি ভারি খনিজ পদার্থ যা অত্যন্ত মূল্যবান। আরও রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, সামুদ্রিক শৈবাল, ইত্যাদি। সম্ভাবনাময় এ সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে

আমাদের জিডিপি'র ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিপুল সম্ভাবনাময় এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবিত কৌশলসমূহ হলো সামুদ্রিক সম্পদের বহুমাত্রিক জরিপ দ্রুত সম্পন্ন; উপকূলীয় জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমুদ্র বন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি; গভীর ও অগভীর উভয় সমুদ্রের মাছ ধরার কার্যক্রম জোরদারকরণ; সমুদ্রের ইকোটুরিজম এবং ব্যক্তিখাতে নৌবিহার কার্যক্রম চালুকরণ এবং সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্র বন্দরগুলোকে দূষণমুক্ত রাখা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ: অর্জন ও সম্ভাবনা

মাননীয় স্পীকার

১৫৬। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার। দেশের সকল মানুষের দোরগোড়ায় সহজে সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। দুর্গম উপজেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালুসহ ইতোমধ্যে দেশের জেলা এবং বিভাগ ফোর-জি (4-G) নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। সরকার দ্রুততম সময়ে ফাইভ-জি (5-G) চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

১৫৭। মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ের ১৮ হাজার ৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একটি একীভূত নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। দেশে ২৮টি হাই-টেকপার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈর এ ৩৫৫ একর জমির উপর ''বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি''-স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সরকারিভাবে জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3 Certified) স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামোর নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১

১৫৮। মহাকাশে লাল সবুজের পতাকার রঙের নকশাখচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-

১ এর সফল উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সম্প্রচারভিত্তিক সেবা প্রসার সহজতর হয়েছে। বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের উপর নির্ভরশীলতার অবসান হয়েছে। প্রতিরক্ষা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সরকারি দপ্তরে শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS)

১৫৯। সামনের দিনগুলোতে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা সুসংহত ও টেকসই করার জন্য জিডিপিতে আইসিটি খাতের অবদান বাড়াতে আমরা গুরুত্ব আরোপ করছি। দেশব্যাপী বিস্তৃত তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামোর নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবাসমূহের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য সরকারি সকল দপ্তরে শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (MIS) গড়ে তোলা হবে।

মাননীয় স্পীকার

তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি: আমাদের সামনে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

১৬০। ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারকে ভিত্তি করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে আজ গোটা বিশ্ব। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কেন্দ্রে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, প্রশাসন, সকল ক্ষেত্রেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে। আমাদেরকে এ বিপ্লবে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার স্বপ্ন দেখছি, এর অন্যতম চালিকাশক্তি হবে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ। সামনের দিনগুলোতে প্রবৃদ্ধির ধারা সুসংহত করার জন্য জিডিপিতে আইসিটি খাতের অবদান বাড়াতে হবে। আইসিটি'র মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দুই অঙ্কের ঘরে শীঘ্রই পৌঁছে যাবে। তাই সামনের দিনগুলোতে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়াতে হবে।

ব্লকচেইন: ইন্টারনেট অব ভ্যালু (Internet of Value)

১৬১। বিশ্বজুড়ে তথ্য আদান-প্রদানের অপরিবর্তনীয় ও নিরাপদ মাধ্যম হয়ে উঠছে ব্লকচেইন প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য, মেধাসত্ব, স্বাস্থ্যসেবা, মালিকানার তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান শুরু হয়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেরও ব্লকচেইন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার সময় এসে গেছে। আগামী অর্থবছরে ব্লকচেইন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হবে।

উদ্ভাবন (Innovation)

১৬২। ইনোভেশন অর্থাৎ নতুন ধারণা বা কর্মের কার্যকর ব্যবহারে প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশেও উদ্ভাবনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে, বিশেষ করে যুব সমাজের বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাসম্পন্ন উদ্ভাবনকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য সরকার আগামীতে কাজ করে যাবে এবং এ খাতে বরাদ্দও রাখা হবে।

গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development)

১৬৩। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চতর রাখার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D)। দেশে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে **গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের** প্রস্তাব করছি।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে মারামারি, হানাহানি ও মামলা মোকদ্দমার সূত্রপাত হয় অধিকাংশই জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে। এথেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন। ইতোমধ্যে অনলাইনে খতিয়ান সরবরাহ, ই-নামজারি ও ই-সেটেলমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ডিজিটাল ল্যান্ড ডাটা ব্যাংক ও ল্যান্ড জোনিং এর কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। এখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দও রাখা হবে। সরকারি কাজে ভূমি প্রাপ্তির পাশাপাশি ভূমি মালিকদের সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি ব্যবহার আধুনিকায়নের জন্য ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান পদ্ধতিকে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দারিদ্র্য এবং বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ

মাননীয় স্পীকার

১৬৫। সংবিধানের ১৯(৬)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে নির্দেশনা রয়েছে। মানুষকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার ব্যাকুলতা থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করেন। দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন জাতির পিতার যোগ্যতম উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন দারিদ্র্য আমাদের প্রধান শত্রু।

১৬৬। সরকারি সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম, বেসরকারি বিনিয়োগ, সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসহ নানাবিধ উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে বিগত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যেখানে ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.০ শতাংশ তা ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। সরকার ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ১২.৩০ শতাংশে এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৪.৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে।

সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম

১৬৭। দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য হ্রাসকরণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এর বাস্তবায়নে এ্যাকশন প্লান ২০১৬-২১ অনুমোদিত হয়েছে। দরিদ্র জনগণের অবস্থা উন্নয়নে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে প্রতিবছর বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছি। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে এসেছি। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮ এর অঙ্গীকার অনুযায়ী আগামী ৫ বছরে এ খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হবে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৬৪ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা। সকল প্রতিবন্ধীকে সহায়তার পাশাপাশি আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

মাননীয় স্পীকার

১৬৮। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ আপনার এবং দেশবাসীর অবগতির জন্য তুলে ধরছি:

- ✓ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১২ হাজার টাকায় উন্নীত;
- ✓ বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪০ লক্ষ থেকে ৪৪ লক্ষ জনে বৃদ্ধি;
- ✓ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৪ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ সকল অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা দেয়ার লক্ষ্যে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হতে ১৫.৪৫ লক্ষে বৃদ্ধি;
- ✓ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির সংখ্যা ৯০ হাজার হতে ১ লক্ষ জনে বৃদ্ধি, উপবৃত্তির হার বাড়িয়ে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা হতে ৭৫০ টাকায়, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ টাকা হতে ৮০০ টাকায় এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায় বৃদ্ধি;

- ✓ সকল হিজড়াকে অন্তর্ভুক্ত করে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০০০ জনে উন্নীত করা;
- ✓ বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজার থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ৩০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার হতে ৫০ হাজারে বৃদ্ধি;
- ✓ দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার জনে বৃদ্ধি;
- ✓ কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তার আওতায় ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি;

১৬৯। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে সকল কর্মসূচির এমআইএস এবং উপকারভোগীর তথ্যভান্ডার প্রস্তুত এবং ভাতাভোগীদের নিকট সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জি-টু-পি (G 2 P) পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন

১৭০। আমরা প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী সেবা সহায়তা ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছি এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে চলছি। দেশের সকল অনগ্রসর, বঞ্চিত, অসহায়, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস, Disability Job Fair আয়োজন, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিবন্ধীদের ব্যবসা ও উৎপাদনশীল কাজে লাগাবার লক্ষ্যে একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

১৭১। পল্লী অঞ্চলের অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু করেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম নামে চারটি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে পরিবার প্রতি ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা হারে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে অতি দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে এ খাতে ৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ

১৭২। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। গত দশ বছরে এই ভাতার পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া ২টি উৎসব ভাতা, মহান বিজয় দিবস ভাতা এবং বাংলা নববর্ষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের ভাতা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরাসরি ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ শুরু হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য "বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮" প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের নিজ বসতভিটায় কিংবা প্রয়োজনে খাস জমি বন্দোবস্ত দিয়ে

একতলাবিশিষ্ট বাসস্থান নির্মাণ করা হচ্ছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু অগ্রাধিকার

১৭৩। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সম্পৃক্তির বিচারে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ বর্তমানে শীর্ষ অবস্থানে আছে। মুসলিম বিশ্বে এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, চীনের মত উন্নত দেশগুলো থেকে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সরকার কার্যক্রম গ্রহণ করছে। একই সাথে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিকার ও প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারসহ সকল ক্ষেত্রে নারীবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আগামী অর্থবছরে ৪৪টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নারীদের জন্য বরাদ্দ সম্বলিত জেন্ডার বাজেট এ সাথে পেশ করা হলো। শিশুদের প্রতি বিনিয়োগ বৃদ্ধি সরকারের একটি অগ্রাধিকার। গত অর্থবছরে শিশুদের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের জন্য ৮০ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হবে, যা জাতীয় বাজেটের ১৫.৩৩ শতাংশ।

পরিকল্পিত নগরায়ন ও আবাসন

মাননীয় স্পীকার

১৭৪। "সবার জন্য আবাসন কেউ থাকবে না গৃহহীন" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পরিকল্পিত নগরায়ন গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে যা অব্যাহত থাকবে।

১৭৫। আমাদের দেশের আবাসন খাত দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় স্থবির হয়ে আছে। এ খাতটি বিকশিত না হওয়ার অন্যতম কারণ, স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি অনেক বেশি। এর ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। আর অপ্রদর্শিত আয়ের

পরিমাণও বাড়ছে। আমরা এ সকল ফি যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করবো। এতে করে একদিকে আবাসন খাতের সম্প্রসারণ হবে অন্যদিকে আমাদের রাজস্বও বাড়বে। একই সাথে অপ্রদর্শিত আয়ের প্রবণতাও কমে যাবে। ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহরে পিপিপি পদ্ধতিতে ৬০,০০০ ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা নিরসন ও সৌন্দর্যবৃদ্ধিকরণে হাতিরঝিল, গুলশান, বনানী, উত্তরা, কুড়িল ও পূর্বাচল এলাকায় ৩৯.০০ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ৫৫.০০ কিলোমিটার খাল-খনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়াও তুরাগ নদীর বন্যা প্রবাহ অঞ্চলের ৯১২৫.০০ একর এলাকার ৬২ শতাংশ জায়গা জলাধার হিসেবে সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট এলাকায় কমপ্যাক্ট টাউনশিপ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম

মাননীয় স্পীকার

১৭৬। দেশব্যাপী ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জাতীয় ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজনে সরকার ভূমিকা রেখে চলছে। বিভিন্ন খেলায় প্রতিভাবান খেলোয়াড় খুঁজে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ফুটবলের উন্নয়নের জন্য **বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের অনুকূলে ২০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ** রাখার প্রস্তাব করছি।

১৭৭। বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশব্যাপী ডিজিটাল টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচার প্রবর্তন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফিল্ম সিটি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অসচ্ছল সাংবাদিকদের সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

১৭৮। আগামী অর্থবছরে দেশব্যাপি সাড়ম্বরে জাতির পিতা বঙ্গুবন্ধু শেখ মুজিবর

রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। সকল স্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে দেশ-বিদেশে উৎসবের আঙ্গিকে এটি উদযাপন করার ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। এ জন্য আগামী অর্থবছরে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হবে।

১৭৯। সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেম এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় হজ ওমরাহ্ নীতি-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে ২০১৯ সালে হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করছেন। ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত হজ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে হজের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। এসময় প্রথমবারের মত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের আবাসনের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া করা হয়। ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর মাধ্যমে মঠ/মন্দির/চার্চ/আশ্রম/শ্মশান এর উন্নয়ন এবং আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমণ ও অসহায়/দুঃস্থ ব্যক্তির ব্যক্তিদের অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

মাননীয় স্পীকার

১৮০। আপনি জানেন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫-৩০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গৃহীত হয়েছে। এমডিজি'র বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। অনুরূপভাবে এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আমাদের রয়েছে দৃঢ় অঙ্গীকার। ইতোমধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের ৮২ শতাংশকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে এর বাস্তবায়ন চলছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন করা হয়েছে যার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এসডিজি বাস্তবায়ন

অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে এবং প্রতিটি লক্ষ্য ও সূচকের বিপরীতে অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এসডিজি স্থানীয়করণে ৪০টি অগ্রাধিকার সূচকের তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকায় ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশের নিচে এবং দারিদ্র্যের হার ১০ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৮১। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আমাদের বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বিকল্প অর্থায়ন হিসাবে সরকার পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করছে।

মিয়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা

১৮২। নির্যাতন, নিপীড়ন ও জাতিগত নিধন থেকে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ বাঁচাতে মিয়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া হয়। বাস্তুচ্যুত ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরি সেবাসহ আনুষাঙ্গিক ভৌত সেবা সুবিধা প্রদান করছে। রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্থায়ীভাবে ফেরত পাঠানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় দ্বিপাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কার ও সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৮৩। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিগত বছরগুলোতে আমরা বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। তারই ধারাবাহিকাতায় আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন

এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন

১৮৪। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার কার্যক্রম চলমান আছে যেখানে আনুমানিক এক কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে। মীরসরাই, সোনাগাজী ও সীতাকুন্ড উপজেলার ৩০,০০০ একর জমিতে ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর’’কে দেশের সর্ববৃহৎ পরিকল্পিত ও আধুনিক শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে এ পর্যন্ত ১৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ

১৮৫। অবকাঠামো নির্মাণে সরকারি অর্থায়নের বিকল্প হিসাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি আর্থিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে Rules for Viability Gap for PPP Project, 2018 এবং Rules for PPP Technical Assistance Financing, 2018 জারি করা হয়েছে। জি-টু-জি চুক্তির ভিত্তিতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বর্তমানে ৬১টি প্রকল্প পিপিপি প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আরও অসংখ্য প্রকল্প তালিকাভুক্তির অপেক্ষায় পাইপলাইনে আছে।

ব্যবসায় সহজীকরণ সূচকের উন্নয়ন

১৮৬। ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করার ব্যয় যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব না হলে দ্রুত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। এ লক্ষ্যে ব্যবসায় সহজীকরণ সূচককে বাংলাদেশের অবস্থান দুই অংকের মধ্যে নামিয়ে আনার জন্য সংস্কার কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। **কোম্পানি আইন সংশোধন করে ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।** ইতোমধ্যে কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন প্রকার রেজিস্ট্রেশন ফি উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে এবং ৫০ হাজার টাকার নিম্ন মূলধনসম্পন্ন কোম্পানির ক্ষেত্রে তা শূন্য করা হয়েছে।

১৮৭। বিনিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহ দ্রুত এবং সহজলভ্য করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) চালু করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় ওয়ান স্টপের আদলে বিনিয়োগ সেবা প্রদান তদারকি করা হবে এবং জেলা পর্যায়েও পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগকারীদেরকে সকল সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

আর্থিক খাতে সংস্কার

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা

১৮৮। ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক খাতের সংস্কার ও উন্নয়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

মাননীয় স্পীকার

১৮৯। ব্যাংকিং খাতে শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কোন প্রকার সংস্কার আমরা লক্ষ্য করি নাই। ব্যাংক থেকে কোন ঋণ গ্রহিতা ঋণ গ্রহণ করে ঋণ শোধে ব্যর্থ হলে তার জন্য কোন প্রকার exit এর ব্যবস্থা ছিল না। আমরা এবার এই কার্যক্রমটি আইনি প্রক্রিয়ায় সুরাহার লক্ষ্যে একটি কার্যকর Insolvency আইন ও Bankruptcy আইনের হাত ধরে ঋণ গ্রহিতাদের exit এর ব্যবস্থা নিচ্ছি। ব্যাংক ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করার জন্য একটি ব্যাংক কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা আমরা দীর্ঘদিন শুনে আসছি। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

১৯০। আমরা লক্ষ্য করে আসছি আমাদের আর্থিক খাত (financial sector) এ বিশেষ কোন ইন্সট্রুমেন্ট (financial tools) এর ব্যবহার ছিল না তাই ব্যাংকসমূহ স্বল্প মেয়াদের আমানত সংগ্রহ করে দীর্ঘ মেয়াদের ঋণ প্রদানে বাধ্য হতো। এতে ভারসাম্যহীনতা (missmatch) তৈরি হয়। এটা কখনো কখনো সংকট সৃষ্টি করে থাকে। এই জাতীয় ভারসাম্যহীন অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। একটি গতিশীল (vibrant) বন্ড মার্কেটসহ অন্যান্য ইন্সট্রুমেন্ট (financial tools) যেমন ওয়েজ আর্নার্স বন্ড, ভেন্চার ক্যাপিটাল (venture capital), ট্রেজারি বন্ড ইত্যাদির ব্যবহার উৎসাহিত করবো।

আমরা এখাতে আর যে সমস্ত সংস্কারের কথা ভাবছি সেগুলো হচ্ছে:

ক. পর্যায়ক্রমে আমরা ব্যাংক-এর মূলধন (authorized and paid up capital) এর পরিমাণ বাড়াবো।

খ. ব্যাংক কোম্পানি আইন-এ সংশোধন আনবো, যাতে করে আমাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অঙ্গাসমূহ যথা: ভ্যাট, কাস্টমস এবং আয়কর সংক্রান্ত আইনসহ অন্য কোন আইনের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

গ. প্রয়োজনবোধে ব্যাংক একীভূতকরণ (Amalgamation, Merger ও Absorption) এর প্রয়োজন হলে সেটা যেন আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা যায় তার জন্যও ব্যাংক কোম্পানি আইন-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে।

ঘ. যে সকল ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন পরিশোধ না করার জন্য (ইচ্ছাকৃত খেলাপী) সেই সমস্ত ঋণ গ্রহিতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঙ. দেশের শিল্প ও ব্যবসাখাতকে প্রতিযোগিতা সক্ষম (competitive) করার লক্ষ্যে আমরা ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার এক অংকের উপর (single digit) দেখতে চাই না। এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি।

চ. হোল্ডিং কোম্পানি (Holding Company) এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (Subsidiary Company) সমূহের কার্যক্রম যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হবে।

শেয়ার বাজারে সুশাসন

মাননীয় স্পীকার

১৯১। আপনি জানেন, একটি শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার। একটি দেশের অর্থনীতি যত শক্তিশালী সেই দেশের পুঁজিবাজারটিও স্বাভাবিক নিয়মেই শক্তিশালী থাকবে। আমরা যেমন চাই আমাদের দেশের জন্য একটি শক্তিশালী অর্থনীতি। ঠিক তেমনিভাবেই আমরা দেখতে চাই একটি বিকশিত পুঁজিবাজার। শিল্প বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহের আদর্শ মাধ্যম হচ্ছে পুঁজি বাজার। তবে বাংলাদেশে ব্যাংক খাত হতে স্বল্পমেয়াদি আমানতের বিপরীতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা যায়না। এতে ভারসাম্যহীন অবস্থা (missmatch) তৈরী হয়। আর তাতে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ঋণ গ্রহীতারা। আমরা পুঁজি বাজার হতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সংগ্রহে ঋণগ্রহীতাদের উৎসাহ প্রদানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রণোদনা স্কীমের আওতায় ৮৫৬ কোটি টাকা আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুন:ব্যবহারের জন্য ছাড় করা হয়েছে। আগ্রহী বিনিয়োগকারীদেরকে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার পূর্বে এ বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। পুঁজিবাজারের পরিপালন (Compliance) নিশ্চিত করার জন্য নজরদারি (Vigilance) জোরদার করা হবে। এই বাজেটে পুঁজিবাজারের জন্য অনেক প্রণোদনা থাকছে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের জন্য ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ আয় করমুক্ত থাকবে। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশের উপর দ্বৈত কর পরিহার করা হবে। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

১৯২। পুঁজিবাজারে কোন রুগ্ন (sick) কোম্পানিকে যদি কোন আর্থিক দিক থেকে সবল কোম্পানি আত্মীকরণ করতে চায় সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রয়োজনে দরকষাকষি (negotiation) এর মাধ্যমে কিছুটা বিনিয়োগ সুবিধা (investment allowance) দিয়ে হলেও এ কাজটা করা গেলে পুঁজিবাজার অনেক শক্তিশালী অবস্থানে আসবে বলে আমরা মনে করি। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়বে এবং স্থিতিশীলও থাকবে।

আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা রক্ষায় সংস্কার

১৯৩। দেশে উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাগণ যাতে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়, সেলক্ষ্যে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বৃহৎ ঋণগুলোকে আরো নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ মনিটরিং ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল ডাটাবেস ফর লার্জ ক্রেডিট (সিডিএলসি) গঠন হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান ৪% এর মধ্যে সীমিত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমা

১৯৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানীর ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক। এ থেকে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি হতে কৃষকগণকে রক্ষার্থে 'শস্য বীমা' একটি pilot প্রকল্প হিসাবে চালু করা হবে। এছাড়া বৃহৎ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদের বীমা দেশীয় বীমা কোম্পানির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক কোম্পানীর সাথে যৌথ বীমা সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হবে। Loss of Profit এর জন্য বীমা চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে। কারখানা শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনাজনিত বীমা (accident insurance) বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১৯৫। সরকার গবাদিপশু বীমা চালু করা, দরিদ্র নারীদের ক্ষুদ্র বীমার আওতায় আনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা এবং সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করার পরিকল্পনা করেছে। বীমা খাতে ডিজিটাইজেশন ও এর পেনিট্রেশন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। জীবন বীমা আমাদের দেশে অনেক দূর্বল, এটাকে জনপ্রিয় করা গেলে এটা অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পীকার

দেশীয় বিশেষজ্ঞদের তৈরি সফটওয়্যার আইবাস++ এর প্রয়োগ

১৯৬। চলতি অর্থবছর থেকে নতুন বাজেট ও হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি

চালুর মাধ্যমে আমাদের সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আন্তজার্তিক মানে উন্নীত করা হয়েছে। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরী আইবাস++ (সমন্বিত বাজেট ও হিসাব পদ্ধতি) সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সিভিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা হিসাবরক্ষণ কার্যালয় এবং রেলওয়েতেও সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালু করা হচ্ছে।

প্রকল্পের অর্থ ছাড় প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন

১৯৭। উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অনুমোদিত সরকারি প্রকল্পের চতুর্থ কিস্তি পর্যন্ত অর্থ ব্যবহারের ক্ষমতা প্রকল্প পরিচালকের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে। ফলে অর্থ ছাড়ের জন্য ইতোপূর্বে যে এক থেকে দুই মাস সময়ের প্রয়োজন হতো তা বেঁচে যাবে। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

জি টু পি (G 2 P) **পদ্ধতিতে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ভাতা প্রদান**

১৯৮। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের স্বচ্ছতা আনয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট এমআইএস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভার হতে তথ্য যাচাই করে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনের পথ সুগম হয়েছে। এটি ব্যবহার করে উপকারভোগীদের ব্যাংক অথবা মোবাইল ব্যাংক হিসেবে সরাসরি সরকারি কোষাগার হতে জিটুপি পদ্ধতিতে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। সকল নগদ হস্তান্তর জি-টু-পি পদ্ধতির অধীনে আনয়ন করা হবে।

সঞ্চয়পত্র ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন

১৯৯। সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে অর্থবিভাগের উদ্যোগে ‘জাতীয় সঞ্চয়স্কীম অনলাইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ চালুর মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমসমূহের বিক্রয়, মুনাফা, নগদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে Real time তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। NID এর ভিত্তিতে সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের উর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। গ্রাহকের মুনাফা ও আসল ইএফটির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধ করা সম্ভব হবে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হবে এবং এ খাতে সুদ বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

পেনশন সংস্কার

ইএফটির মাধ্যমে পেনশন প্রদান

২০০। পেনশনারদের পেনশন পাওয়ার হয়রানি লাঘবের উদ্দেশ্যে EFT-এর মাধ্যমে পেনশন প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। মাসে মাসে ব্যাংক বা হিসাবরক্ষণ অফিসে হাজিরা ব্যতিরেকে পেনশনারগণ যেন তাদের ব্যাংক বা মোবাইল হিসাবে পেনশন পেতে পারেন, সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৭ হাজার পেনশনারের ব্যাংক একাউন্টে ইএফটির মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরের মধ্যে সকল পেনশনারকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সরকারি কর্মচারীদের গ্রুপ বীমার আওতায় আনয়ন

২০১। সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্রুপ ইন্সুরেন্স নামে একটি ব্যবস্থা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এটা কোন বীমা নয়। সকল কর্মচারীকে বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিদ্যমান ব্যবস্থাটিকে সংস্কার করে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহযোগিতায় একটি সমন্বিত বীমা ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে।

সার্বজনীন পেনশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

২০২। সরকারি পেনশনারগণ দেশের সমগ্র জনগণের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ দেশের সমগ্র জনগণের জন্য সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করার লক্ষ্যে একটি Universal Pension Authority শীঘ্রই গঠন করা হবে।

জনসেবায় জনপ্রশাসন

মাননীয় স্পীকার

জনবান্ধব ও দক্ষ জনপ্রশাসন

২০৩। নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দ্রুত সেবা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম এবং মাঠ প্রশাসনকে তথ্য

প্রযুক্তির আওতায় আনয়ন ও শক্তিশালীকরণকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতি ও পদায়ন করা হচ্ছে।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

২০৪। এসডিজি অভীষ্টসমূহের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ প্যানেল সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ এর আওতায় বিশ্ব নন্দিত বিশ্ববিদ্যালয়ে (যেমন: অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড) পিএইচডি ও মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

২০৫। সরকার জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইনে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি চালু করেছে। জনগণের নিকট স্বল্প সময়ে ও কম খরচে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি অফিসে ই-ফাইলের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকারি কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ

২০৬। সরকারি কর্মচারীদের প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ ঋণকে বাস্তবসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধমে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তফসিলি ব্যাংক এবং বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঋণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে। আমার বিশ্বাস এ ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সরকারি কর্মচারীগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরো উদ্যমী হবেন এবং সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সচেষ্ট হবেন।

মামলা ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

বিচার ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির ডিজিটাইজেশন

২০৭। মামলা ব্যবস্থাপনায় আরো গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ই- জুডিশিয়ারি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল আদালতকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচার নিশ্চিত করার জন্য ঢাকায় একটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং ৭টি বিভাগীয় শহরে আরো ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। আপিল বিভাগের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আপিল বিভাগে ৪টি এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৩০টি এজলাসসহ চেম্বার নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। সুপ্রীম কোর্টসহ অধস্তন আদালতসমূহের সকল কার্যক্রমকে অটোমেশন এবং নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। অধস্তন আদালতসমূহের বিচারাধীন মামলার বর্তমান অবস্থা শুনানির তারিখ, ফলাফল এবং পূর্ণাঙ্গ রায় নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

দুর্নীতি দমন

'বন্ধ হলে দুর্নীতি, উন্নয়নে আসবে গতি'

২০৮। বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ০৬টি হতে ০৮ টিতে এবং সমন্বিত জেলা কার্যালয় ২২টি হতে ৩৬টিতে উন্নীত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনে গোয়েন্দা ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ পুলিশ হতে এক প্লাটুন সশস্ত্র পুলিশ দুর্নীতি দমন কমিশনে সংযুক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রাপ্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে তদন্ত ও মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার তৈরি করা হবে। এটি ব্যবহার করার জন্য ২০০ কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দেশের জনগণ দুর্নীতি দমন কমিশনকে একটি যথাযথ কার্যকর কমিশন হিসাবে দেখতে চায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

২০৯। মোট বাজেট ব্যয়ের সিংহভাগ যোগান আসবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আহরিত হয়। সাধারণত বাজেটের আকার এর ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সার্বিক রাজস্বের তিনটি ভাগ রয়েছে। এনবিআরভূক্ত কর রাজস্ব, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব। আমাদের মোট রাজস্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বিগত এক দশকের রাজস্ব প্রবৃদ্ধি মোটামুটি ভাল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধি ছিল ২০.২৪ শতাংশ। বিগত দশ বছরের রাজস্ব আহরণের চিত্র **পরিশিষ্ট খ এর সারণি-১** তে তুলে ধরা হলো। আমাদের কর জিডিপি অনুপাত তুলনামূলকভাবে কম হলেও প্রতিবছর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

২১০। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বাড়ানোই আমাদের লক্ষ্য। আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজস্ব বাড়ানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করছি। কর জাল বৃদ্ধির জন্য জরীপ, প্রশাসনিক সংস্কার, বিভিন্ন সেবায় TIN বাধ্যতামূলক করা, TIN ধারীগণকে রিটার্ন দাখিলে উদ্বুদ্ধকরণ তথা স্বেচ্ছা পরিপালনের মাধ্যমে সক্ষম করদাতাগণকে কর জালে আনা হবে। কর প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে আয়কর, মূসক ও শুল্ক বিভাগকে সম্পূর্ণ অটোমেটেড এবং ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা আশা করছি এর ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আয়করদাতার সংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত হবে। কর প্রদানে মানুষের ভীতি দূর করে এ বিভাগের উপর তাদের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২১১। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ব্যবসায়ীগণের অনুরোধে

দু'বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। এ আইনটি এ বছর বাস্তবায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনানুষ্ঠানিক ঐকমত্য হয়েছে। আইনটিকে যুগোপযোগী করা এবং মূসক হারের পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব অর্থবিল আকারে এ বাজেটে উত্থাপিত হচ্ছে। সরকার মূসক ব্যবস্থাকে অটোমেশন করার লক্ষ্য নিয়ে VAT Online প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভ্যাট আহরণে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device (EFD) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে EFD মেশিন ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে।

২১২। বিদ্যমান কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। কাস্টমস বিভাগের সমসাময়িক বিষয়সমূহ প্রয়োজনের নিরীখে প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে হালনাগাদ করা হয়। একই সাথে অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষায় কাস্টমস আইন প্রণয়নের তাগিদ অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বে কাস্টমস বিষয়ে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুশাসনের আলোকে বাংলা ভাষায় প্রস্তাবিত কাস্টমস আইন, ২০১৯ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা বিবেচনায় নিয়ে আয়কর আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। আগামী অর্থবছরে এ আইনটি মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের আশা রাখছি।

২১৩। এ্যাসাইকুডা সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে অনেক আগে থেকেই কাস্টমস বিভাগের প্রশাসনিক কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবর্তন হয়েছে। চলমান সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আমদানি-রপ্তানির সকল ক্ষেত্রে পণ্যচালান স্ক্যানিং-এর আইনি বিধান সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সাথে সকল শুল্ক বন্দর ও শুল্ক স্টেশনে আধুনিক স্ক্যানিং সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের ন্যায় পণ্য খালাসে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে কাস্টমস সফটওয়্যারের সাথে সংযুক্ত করতে National Single Window (NSW) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এটি সকল আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমে ওয়ানস্টপ সার্ভিস

সুবিধা প্রদান করবে। পণ্য খালাস এবং যাত্রীর দ্রুত গমনাগমন নিশ্চিত করতে Authorized Economic Operator (AEO), ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management) এবং Advance Passenger Information System (API) প্রচলন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। এছাড়াও পণ্য দ্রুত ছাড়ের জন্য উন্নত দেশের ন্যায় পণ্যচালান বন্দরে আসার পূর্বেই শুল্ক সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া Pre Arriaval Processing (PAP) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে Special Functional Unit গঠন করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। এর ফলে যাত্রীসেবা ও বাণিজ্য সুবিধা বাড়বে এবং রাজস্ব ফাঁকি হ্রাস পাবে।

সপ্তম অধ্যায়

আয়কর, মূল্য সংযোজন কর এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

২১৪। প্রতি বছর সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করেন। মূলতঃ প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক - এ তিনটি খাতে রাজস্ব আহরিত হয়ে থাকে। আয়কর ব্যতীত বাকী দুটি পরোক্ষ কর। সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি শুল্কও পরোক্ষ কর হিসেবে আহরিত হয়। আমি এখন রাজস্ব আহরণের বিভিন্ন প্রস্তাব একের পর এক তুলে ধরছি।

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

২১৫। আয়ের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে সমতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আয়কর একটি কার্যকর কর ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সুফল যাতে সকল নাগরিক সমভাবে পেতে পারে এবং যাতে নাগরিকদের মাঝে আয়ের অসমতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে আয়কর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা হবে। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে এনবিআর রাজস্বের ৫০ শতাংশ আয়কর থেকে আহরণের একটি লক্ষ্য আমরা স্থির করেছি। ইতোমধ্যে আয়কর খাতে রাজস্ব আদায়ে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। মাত্র এক দশক আগেও এ খাত থেকে এনবিআর এর মোট রাজস্বের ২০ শতাংশ আদায় হতো। বর্তমানে তা ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২১৬। আয়কর থেকে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে করের হার অপরিবর্তিত রেখে করভিত্তি সম্প্রসারণকে আমরা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে বর্তমানে যারা কর প্রদান করছেন তাদের উপর করের বোঝা আর না বাড়িয়ে যারা কর প্রদান করছেন না বা করের আওতার বাইরে আছেন তাদেরকে করজালে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের সরকারের বিগত দশ বছরে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ আয়কর প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করেছে। কর প্রদানে সক্ষম এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে করের আওতায় আনার জন্য আয়কর বিভাগের সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরি। আয়কর বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য ইতোমধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় আয়কর অফিস স্থাপন করা হবে। মাঠ পর্যায়ে কর অঞ্চলের সংখ্যা বিদ্যমান ৩১টি থেকে বৃদ্ধি করে ৬৩টিতে উন্নীত করা হবে। কর বিভাগকে আরও লক্ষ্য অভিমুখী, কর্ম অভিমুখী ও করদাতা বান্ধব করার জন্য কর ইন্টেলিজেন্স, ইনভেস্টিগেশন এন্ড এনফোর্সমেন্ট ইউনিট; ডিজিটাল কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট; উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট; কর তথ্য ইউনিট; আন্তর্জাতিক কর ইউনিট; সেবা, জনসংযোগ অবকাঠামো ইউনিট এবং আয়কর বিরোধ ব্যবস্থাপনা সেল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ সকল পদক্ষেপ কার্যকর করার মাধ্যমে আমি আশা করি আগামী বছরগুলোতে ২৫ শতাংশ হারে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি হবে এবং এর ফলে ২০২১ সালের মধ্যে কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

২১৭। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে রাজস্ব আহরণ, বিশেষ করে আয়কর রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে গিয়ে যেন দেশের বিনিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা মনে করি দেশে বিনিয়োগ বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে, রপ্তানি বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, মানুষের আয় বাড়বে, ব্যবসায়ের লাভ বাড়বে, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের পুঁজি বাড়বে যা পুনরায় বিনিয়োগ হবে। এই শুভ বৃত্তায়নে (virtuous cycle) করদাতাগণের আয় বাড়ার ফলে আয়কর আদায়ও বাড়বে। একে আরও শক্তিশালী ও ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আয়কর আদায়ে আমাদের অনুসৃত নীতি। দেশের প্রয়োজনে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য আমাদেরকে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আহরণ করতে হবে। কিন্তু আমরা এমনভাবে রাজস্ব আহরণ করব, যাতে করে করদাতাগণ আঘাতপ্রাপ্ত না হন, করদাতাগণ ব্যথিত না হন। করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আমরা করদাতাগণকে স্বেচ্ছায় স্ব-প্রণোদিতভাবে কর

প্রদানে উৎসাহী করতে চাই। আমরা করদাতাদের স্বেচ্ছায় পরিপালন (voluntary compliance) এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে চাই। আমি এখন প্রত্যক্ষ করের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করছি-

মাননীয় স্পীকার

করমুক্ত আয়সীমা ও করহার

২১৮। কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা বিগত কয়েক বছর যাবত ২,৫০,০০০/- টাকায় নির্ধারিত আছে। মহিলা করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৩,০০,০০০/-। এছাড়া অন্য কিছু ক্যাটাগরিতে করমুক্ত আয়সীমা আর একটু বেশি। যেসব মানদন্ডে বিগত কয়েক বছর যাবত করমুক্ত আয়সীমা অপরিবর্তিত আছে এ বছরেও সেগুলোর তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। অনেক উন্নত দেশে করমুক্ত আয়সীমা মাথা পিছু আয়ের পঁচিশ শতাংশের কম। আবার অনেক দেশে করমুক্ত কোন আয়সীমা নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে করমুক্ত আয়সীমা মাথা পিছু আয়ের সমান বা তার চেয়ে কম। বাংলাদেশে বর্তমান করমুক্ত আয়সীমা মাথা পিছু আয়ের দেড় গুণ এর বেশী। এ অবস্থায় করমুক্ত আয়সীমা আরও বাড়ালে বিদ্যমান করদাতাদের অনেকেই করের আওতার বাইরে চলে যাবেন। এতে করভিত্তি সংকুচিত হবে। কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতাদের ক্ষেত্রে বর্তমানে কার্যকর করহার বিগত কয়েক বছর যাবৎ অপরিবর্তিত আছে। করদাতাগণ এ কর হারে কর প্রদানে অভ্যস্ত হয়েছেন। এসব বিবেচনায় আমি কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতাদের জন্য করমুক্ত আয়সীমা, করহার ও ন্যূনতম কর অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ও করহার **পরিশিষ্ট খ এর সারণি**-২ তে উল্লেখ করা হলো।

২১৯। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের অন্যান্য এলাকায় কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম কর যথাক্রমে ৫ হাজার, ৪ হাজার ও ৩ হাজার টাকা। আমি ন্যূনতম করের বিদ্যমান কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

কোম্পানি করহার

২২০। বর্তমানে খাতভিত্তিক অনেকগুলো করপোরেট করহার কার্যকর রয়েছে। পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির করহার ২৫ শতাংশ এবং পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন কোম্পানির করহার ৩৫ শতাংশ। এছাড়া অনেকগুলো খাত হ্রাসকৃত হারে করপোরেট কর প্রদান করছে এবং অনেকে কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে আমরা হিসাব করে দেখেছি আমাদের দেশে বর্তমানে কার্যকর করপোরেট করহার ৫ শতাংশ এর কম। এছাড়া গত অর্থবছর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করপোরেট করহার ২.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এতে এ খাত থেকে করপোরেট কর আদায় যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় করপোরেট করহার এর বিদ্যমান কাঠামোটি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। করপোরেট করহার **পরিশিষ্ট খ এর সারণি**-৩ তে উল্লেখ করা হলো। তবে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে মোবাইল ফোন কোম্পানির ন্যূনতম কর টার্নওভারের ০.৭৫% এর পরিবর্তে ২% এ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

সমতা ও ন্যায্যতা

২২১। **সারচার্জ:** বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই। সম্পদ করের পরিবর্তে ব্যক্তিশ্রেণির বিত্তশালী করদাতাগণ তাঁদের প্রদেয় আয়করের একটি নির্দিষ্ট হারে সারচার্জ প্রদান করে থাকেন। বিগত কয়েক বছর যাবত এ বিধানটি কার্যকর আছে। আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোন আয় প্রদর্শন করেন না। ফলে প্রদেয় আয়কর কম হওয়ায় তাদের তেমন কোনো সারচার্জও প্রদান করতে হয় না। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৫০ কোটি বা তার অধিক নিট সম্পদ রয়েছে এমন করদাতাদের নিট সম্পদের উপর ০.১% হারে অথবা প্রদেয় করের ৩০% এর মধ্যে যেটি বেশী সে পরিমাণ সারচার্জ আরোপের প্রস্তাব করছি। বর্তমানে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার উপরে নিট সম্পদ থাকলে সারচার্জ প্রদান করতে হয়। সারচার্জ আরোপের এ নিম্ন সীমা বৃদ্ধি করে ৩ কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত **পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৪** তে উল্লেখ করা হলো।

২২২। নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ৩ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জের পরিমাণ ৩ হাজার টাকা এবং ১০ কোটি টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জের পরিমাণ ৫ হাজার টাকা প্রদানের বিগত বছরের বিধানটি অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ হারে সারচার্জও বিগত বছরের ন্যয় অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা এবং ব্যবসায় পরিচালনা সহজীকরণ

২২৩। অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে পণ্য বা সেবা উৎপাদনজনিত উদ্ভূত আয়কে দশ বছরের জন্য বিভিন্ন হারে কর অব্যাহতি সুবিধা দেয়া হয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে শিল্প স্থাপনে অপ্রদর্শিত আয় থেকে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর ১০% হারে কর প্রদান করা হলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ থেকে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে না - এ সংক্রান্ত একটি বিধান আয়কর অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। বিদ্যমান আইনে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করা হলে ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে আয়কর বিভাগ হতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় না। তবে এই হারটি অত্যধিক হওয়ায় করদাতাগণ খুব একটা সাড়া দিচ্ছেন না। ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে বিনিয়োগ স্বপ্রণোদিতভাবে আয়কর নথিতে প্রদর্শনে করদাতাগণকে আরও আগ্রহী করার জন্য এ সংক্রান্ত বিদ্যমান করহার হ্রাস করার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করি এ হ্রাসকৃত করহারের সুযোগ নিয়ে করদাতাগণ ফ্ল্যাট ও এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় এবং দালান নির্মাণে তাদের অপ্রদর্শিত বিনিয়োগ অতি দ্রুত আয়কর নথিতে প্রদর্শন করবেন এবং স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিতভাবে করের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবেন।

২২৪। বিদ্যমান আইনে ২১টি শিল্প খাতে এবং ১৯টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে বিভিন্ন মেয়াদে এবং হারে কর অবকাশ সুবিধা আছে। তবে এই সুবিধা এ বছরের ৩০ জুন শেষ হবে। বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্য

বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব খাতে কর অবকাশ সুবিধা অব্যাহত রাখার এবং কতিপয় সম্ভাবনাময় ম্যানুফ্যাকচারিং খাত যথা - কৃষি যন্ত্রপাতি; আসবাবপত্র; গৃহস্থালী সরঞ্জাম-রাইস কুকার, ব্লেন্ডার, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি; মোবাইল ফোন; খেলনা; চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য; এলইডি টেলিভিশন; প্লাস্টিক রিসাইক্লিং কর অবকাশ সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২২৫। ঠিকাদারী ও সরবরাহ বিলের উপর বর্তমানে কার্যকর উৎস কর কর্তন হার খুব বেশী বলে অনেকে মনে করছেন। আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করেছি এবং সার্বিক বিবেচনায় ঠিকাদারী ও সরবরাহ বিলের উপর উৎস কর কর্তন হার হ্রাসের প্রস্তাব করছি। এর ফলে সর্বোচ্চ হার ৭% এর স্থলে ৫% প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত **পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৫** তে উল্লেখ করা হলো।

২২৬। সর্বশেষ নিরূপিত আয় ৪ লক্ষ টাকার অধিক হলে একজন করদাতাকে অগ্রিম কর প্রদান করতে হয়। আমি অগ্রিম কর প্রদানের জন্য সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের এই সীমা ৬ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে বিদ্যমান আইনে বার্ষিক ছত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার হলে কোনো ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ (এস এম ই) কে আয়কর প্রদান করতে হয় না। এস এম ই খাতকে প্রণোদনা দেয়ার জন্য আমি বার্ষিক টার্নওভারের এই সীমাটিকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। হস্তশিল্প খাতকে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য আমি এ খাতের রফতানি আয়কে করমুক্ত রাখার সময়সীমা আরও ৫ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

২২৭। তৈরি পোশাক শিল্পে আয়কর হার ১২ শতাংশ। তবে গ্রিন বিল্ডিং সার্টিফিকেশন থাকলে এ হার ১০ শতাংশ। এছাড়া টেক্সটাইল খাতে আয়কর হার ১৫ শতাংশ। এ খাত দুটি অনেক বছর যাবত হ্রাসকৃত করহার সুবিধা ভোগ করছে। এ বছর ৩০ জুন এ সুবিধার মেয়াদ শেষ হবে। দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ করে রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাত দুটির অবদান বিবেচনায় আমি হ্রাসকৃত করহারের এ সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

সামাজিক কল্যাণ

২২৮। প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার জন্য আমাদের সরকার অনেক কাজ করছে। আয়করেও আমরা এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাই। একটি হিসাবে দেখা গেছে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ কোন না কোন প্রতিবন্ধী। এ বিবেচনায় কোন প্রতিষ্ঠান এর মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ দিলে সে প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় করের ৫ শতাংশ কর রেয়াত প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২২৯। গত বছর চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াত ও সেবা গ্রহণে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা না রাখলে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ হারে আয়কর আরোপের বিধান করা হয়েছিল। এ বছরে এর আওতা বাড়িয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওতে এ বিধান আরোপের প্রস্তাব করছি। তবে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাতে সুবিধা স্থাপনের প্রয়োজনীয় সময় পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ২০২০-২১ কর বছর হতে নতুন আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হবে।

পুঁজি বাজার প্রণোদনা

২৩০। কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারীগণ কোম্পানি থেকে ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন। সে বিবেচনায় ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদান পুঁজি বাজারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি ও পুঁজি বাজার শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ক্যাশ ডিভিডেন্ড এর পরিবর্তে স্টক ডিভিডেন্ড তথা বোনাস শেয়ার বিতরণের প্রবণতা কোম্পানিসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এতে বিনিয়োগকারীগণ তাদের প্রত্যাশিত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্টক ডিভিডেন্ড এর পরিবর্তে ক্যাশ ডিভিডেন্ড প্রদানকে উৎসাহিত করার জন্য কোনো কোম্পানি স্টক ডিভিডেন্ড প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে উক্ত স্টক ডিভিডেন্ড এর উপর ১৫ শতাংশ কর প্রদানের বিধান প্রস্তাব করছি।

২৩১। কোম্পানির অর্জিত মুনাফা থেকে শেয়ার হোল্ডারগণ তথা বিনিয়োগকারীদেরকে ডিভিডেন্ড দেয়ার পরিবর্তে রিটেইনড আর্নিংস বা বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভ হিসাবে রেখে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে প্রত্যাশিত

ডিভিডেন্ড প্রাপ্তি থেকে বিনিয়োগকারীগণ বঞ্চিত হচ্ছেন এবং পুঁজিবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ ধরনের প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন। এ জন্য কোনো কোম্পানির কোনো আয় বছরে রিটেইনড আর্নিংস, রিজার্ভ ইত্যাদির সমষ্টি যদি পরিশোধিত মূলধনের ৫০ শতাংশের বেশী হয় তাহলে যতটুকু বেশী হবে তার উপর সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে ১৫ শতাংশ কর প্রদানের বিধান প্রস্তাব করছি।

২৩২। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণকে প্রণোদনা প্রদান এবং পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যাক্তিশ্রেণির করদাতাদের হাতে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি হতে প্রাপ্ত ডিভেডেন্ড আয়ের করমুক্ত সীমা ২৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

২৩৩। নিবাসী কোম্পানির ডিভিডেন্ড আয়ের উপর একাধিকবার করারোপণ (Multilayer Taxation on Dividend) রোধ করার বিধান গতবছর কার্যকর করা হয়েছিল। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহী করার জন্য এ বছর নিবাসী ও অনিবাসী সকল কোম্পানির ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে, নিবাসী কোম্পানির পাশাপাশি অনিবাসী কোম্পানির ডিভিডেন্ড আয়ের উপরও একাধিকবার কররোপণ হবে না।

মাননীয় স্পীকার

আন্তজার্তিক উত্তম চর্চা

২৩৪। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আমদানী-রপ্তানি, বিনিয়োগ ও ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ার ফলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক লেনদেন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে আয়কর আদায়ের ক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইসিং ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত বিধান আয়কর আইনে ইতঃপূর্বে সংযোজন করা হয়েছে। ট্রান্সফার প্রাইসিং এর বিধানসমূহ কার্যকর করার জন্য কোম্পানিসমূহকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘোষণা প্রদান এবং এ সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল অত্যন্ত জরুরী। কোম্পানির আয়কর রিটার্নে এরূপ ঘোষণা প্রদান এবং বিবরণী দাখিলের বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।

২৩৫। বর্তমানে অনেক অনিবাসী (Non resident) করদাতা স্থায়ী স্থাপনার

(Permanent establishment) মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসা করছেন। এসব অনিবাসী করদাতাদের অনেকেরই নিজ দেশের (Home country) সাথে বাংলাদেশের দ্বৈত কর আরোপণ পরিহার চুক্তি (Double Taxation Avoidance Treaty) রয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী একজন অনিবাসী করদাতা স্থায়ী স্থাপনার (Permanent establishment) মাধ্যমে বাংলাদেশে যতটুকু ব্যবসায় আয় উপার্জন করবেন ততটুকু আয়ের উপর বাংলাদেশের কর আরোপণের অধিকার আছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক অনিবাসী করদাতা স্থায়ী স্থাপনার (Permanent establishment) মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যবসায় আয় উপার্জন করলেও আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন না। বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনার (Permanent establishment) মাধ্যমে ব্যবসায় আয় উপার্জনকারী সকল অনিবাসী করদাতাকে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

২৩৬। মূল্য সংযোজন কর (মূসক) একটি আধুনিক পরোক্ষ কর (indirect tax) ব্যবস্থা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে মূসকের অবদান সবচেয়ে বেশী। বর্তমান সরকারের গৃহীত নানামুখী সংস্কার কর্মসূচি, সম্মানিত করদাতা ও ভোক্তাদের কর প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের আন্তরিকতায় এ খাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, চাহিদা, ব্যবসায়ী ও ভোক্তা স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে করদাতা-বান্ধব, রাজস্ব-বান্ধব ও উন্নয়ন-বান্ধব একটি কর কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি এখন মূসক খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবাবলী মহান সংসদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছিঃ

মাননীয় স্পীকার

২৩৭। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ নামীয় আইনটি আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার ভিত্তিতে প্রণীত। এটি Ease of doing business-সূচকে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করবে। আমি সংক্ষেপে নতুন আইনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরছি:

ক) নিবন্ধন ও তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ, রিটার্ণ দাখিল, কর পরিশোধ, রিফান্ড ও প্রত্যর্পণ সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের সুযোগ;

খ) পণ্য সরবরাহের পূর্বে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা পদ্ধতি রহিত করে বিনিময় বা ন্যায্য বাজার মূল্যের ভিত্তিতে কর পরিশোধের ব্যবস্থা;

গ) বর্তমানে পণ্য সরবরাহের পূর্বে প্রযোজ্য কর 'হিসাব চলতি' নামক হিসাবে জমা রাখার বিধান রয়েছে; নতুন আইনে 'হিসাব চলতি' সংরক্ষণ করতে হবে না; ব্যবসায়ী মাস শেষে দাখিলপত্রের মাধ্যমে কর পরিশোধ করবেন;

ঘ) যেক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মূসক প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে দাখিলপত্রের মাধ্যমে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে;

ঙ) দাখিলপত্রই রিফান্ডের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাননীয় স্পীকার

২৩৮। বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলের দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে অধিকতর যুগোপযোগী ও ব্যবসায়-বান্ধব করার লক্ষ্যে আমি নতুন আইনে কিছু সংস্কার ও সহজীকরণ করার প্রস্তাব করছি:

ক) ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ব্যবসায়ীদের মূসক নেটের বাইরে রাখার জন্য বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূসক অব্যাহতি প্রদান;

খ) বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা হতে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত ৪% হারে টার্নওভার কর দেয়ার সুযোগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী (SME)খাতকে উৎসাহ প্রদান;

গ) মূসক নিবন্ধন সীমা ৮০ লক্ষ টাকা হতে ৩ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;

ঘ) বিদ্যমান আইনে ৩টি তফসিল আছে। প্রথম তফসিলে পণ্যের অব্যাহতি, দ্বিতীয় তফসিলে সেবার অব্যাহতি ও তৃতীয় তফসিলে সম্পূরক শুল্ক হার। নতুন আইনে প্রথম তফসিলে পণ্য ও সেবার অব্যাহতি, দ্বিতীয় তফসিলে সম্পূরক শুল্ক হার এবং তৃতীয় তফসিলে পণ্য ও সেবার হ্রাসকৃত/নির্ধারিত মূসক হার ও পরিমাণ;

ঙ) ১৫ শতাংশ মূসকের পাশাপাশি নির্দিষ্টকৃত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ৫, ৭.৫ ও ১০ শতাংশ মূসক আরোপ;

চ) মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কতিপয় পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর নির্ধারণ করা হয়েছে;

ছ) স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে করভার কমানোর জন্য মূসক হার ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

জ) পণ্যের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ঔষধ ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানের ন্যায় স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসকের হার যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ এবং ২ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে;

ঝ) নতুন আইনটি অনলাইন ভিত্তিক বিধায় বিভিন্ন পণ্য ও সেবার সরবরাহের ক্ষেত্রে চালানের তথ্য ধারণের জন্য দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে Electronic Fiscal Device (EFD) এবং Sales Data Controller (SDC) স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;

ঞ) নতুন আইন সহজ, প্রাঞ্জল ও অধিকতর ব্যবসায় বান্ধব করার জন্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কতিপয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে;

ট) আইনের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর কতিপয় বিধি ও ফরমে সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২৩৯। সরকারের অগ্রাধিকারমূলক ও Fast Track ভুক্ত প্রকল্প যেমন-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বেজা) ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) প্রকল্পে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে বর্তমানের ন্যায় মূসক অব্যাহতি সুবিধা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। একইসাথে ভারী প্রকৌশল শিল্প, রপ্তানি খাতের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ ও বিকাশের জন্য অটোমোবাইল, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ার কন্ডিশনার, মোটরসাইকেল, মোবাইল শিল্পসহ

কতিপয় শিল্পখাতে বর্তমানের ন্যায় মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২৪০। সরকার মূসকের আওতা বৃদ্ধি, অব্যাহতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকোচন, মূল্যস্ফীতি রোধকরণ এবং স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণ নীতি অনুসরণ করছে। জনস্বার্থ ও দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য আমি এখন ২০১৯-২০ অর্থবছরে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব পেশ করছি:

ক) দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কথা বিবেচনা করে পাউরুটি ও বনরুটি, হাতে তৈরি বিস্কুট ও কেক প্রতি কেজি ১৫০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত মূসক অব্যাহতি;

খ) কৃষি খাতে প্রণোদনা প্রদানের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা:- পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, লোলিফ্ট পাম্প, রোটারী টিলার এর ওপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি;

গ) নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় শো-রুমের ওপর মূসক অব্যাহতি;

ঘ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগানদার ও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

ঙ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বেজা) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস, যোগানদার ও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

চ) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) প্রকল্পে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে নির্মাণ সংস্থা, কনসালটেন্সি ও সুপারভাইজরি ফার্ম, যোগানদার, ও আইন পরামর্শক সেবার উপর মূসক অব্যাহতি;

ছ) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের ক্ষেত্রে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং সংস্থা, বীমা কোম্পানি, যোগানদার ও ব্যাংকিং সেবার উপর মূসক অব্যাহতি।

মাননীয় স্পীকার

২৪১। দীর্ঘদিন যাবৎ মূসক অব্যাহতি ভোগ করছে এমন পণ্য, যেমন: প্লাস্টিক ও এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি তৈজসপত্র, সয়াবিন তেল, পাম অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সরিষার তেল ইত্যাদি পণ্যের এবং টিভি ও অনলাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী, জ্যোতিষী ও ঘটকালী ইত্যাদি সেবার ওপর স্থানীয় পর্যায়ে এবং Telecom Sector এর ওপর আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২৪২। অত্যাবশ্যক নয় এমন পণ্যের ব্যবহার কমানো এবং দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পণ্য ও সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি:

ক) যানজট নিরসন ও গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক ও লরি, থ্রি হুইলার, এ্যাম্বুলেন্স ও স্কুলবাস ব্যতীত অন্যান্য সকল গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়নকালে পরিশোধিত চার্জ বা ফি এর উপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

খ) চার্টার্ড বিমান ও হেলিকপ্টার অতি উচ্চবিত্তের বাহন হিসেবে বিবেচিত। তাই এখাতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ২০ (বিশ) শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ নির্ধারণ;

গ) আইসক্রিমের ওপর ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ;

ঘ) মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ।

২৪৩। বিশ্বব্যাপী ধূমপানবিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান, তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্য ঝুঁকিহেতু এর ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এ তিনটি বিষয় সমন্বয়পূর্বক তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শুল্ক-কর কাঠামো প্রস্তাব করছি:

ক) সিগারেটের নিম্নস্তরের দশ শলাকার দাম ৩৭ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৫৫ শতাংশ, মধ্যম স্তরের দশ শলাকার দাম ৬৩ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক

৬৫ শতাংশ, উচ্চ স্তরের দশ শলাকার দাম ৯৩ টাকা ও ১২৩ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;

খ) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি ফিল্টারবিহীন বিড়ির ২৫ শলাকার দাম ১৪.০০ (চৌদ্দ) টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৩৫ শতাংশ এবং ফিল্টার সংযুক্ত বিড়ির ২০ শলাকার দাম ১৭.০০ (সতের) টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৪০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;

গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিড়ি-সিগারেটের মত ভয়াবহ আরেকটি পণ্য হলো জর্দা ও গুল। এগুলোর ব্যবহার সরাসরি হওয়ায় শরীরের ওপর এর বিরূপ প্রভাবও বেশী। তাই এর ব্যবহার কমানোর জন্য প্রতি দশ গ্রাম জর্দার দাম ৩০ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫০ শতাংশ এবং প্রতি দশ গ্রাম গুলের দাম ১৫ টাকা ও সম্পূরক শুল্ক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পীকার

২৪৪। যথাযথ রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি বাণিজ্য সহজীকরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী চলমান বাণিজ্য উদারীকরণ ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্থানীয় শিল্পের অবদানকে আরো শক্তিশালী করে দেশীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে বিগত সময়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের সাথে সঙ্গতি রেখে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোকে আরো উদার ও যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অংশীজনদের নিকট বাজেট প্রস্তাব আহবান করা হয়। দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন মহল হতে প্রাপ্ত প্রায় ২,১২৫টির বেশি প্রস্তাব পর্যালোচনা করে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাব আমি এখন আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে উপস্থাপন করবো।

মাননীয় স্পীকার

২৪৫। আমদানি পর্যায়ের শুল্ক, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য

সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

- বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের সহায়তা প্রদান;
- রপ্তানিমুখি ও অগ্র-পশ্চাদ শিল্পে প্রণোদনা;
- আইসিটি খাতের বিকাশে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান;
- নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ মূল্য স্বাভাবিক এবং ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ;
- কৃষি, চিকিৎসা, চামড়া, বস্ত্র, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এর উন্নয়ন ও স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা;
- সমতা ও ন্যায় বিচারের নীতি অনুসরণপূর্বক বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ;
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নীতি প্রণয়ন এবং রাজস্ব বৃদ্ধি;
- Ease of doing business সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নয়ন;
- চোরাচালান ও অসত্য ঘোষণা প্রতিরোধ এবং বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধ; এবং
- স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও সুরক্ষায় শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব তথা মূল্যসংযোজন কর ও আয়কর আহরণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।

মাননীয় স্পীকার

২৪৬। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিদ্যমান ৬ (ছয়) স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক (Customs Duty) কাঠামো (০%, ১%, ৫%, ১০%, ১৫% এবং ২৫%), সর্বোচ্চ আমদানি শুল্ক আরোপিত রয়েছে এমন পণ্যের উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩% এবং ১২ (বার) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক হার (১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং

৫০০%) আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া, প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য (যেমন: ডাল, গম, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল), সার, বীজ, এবং কাঁচা তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ০% শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষায় অত্যাবশ্যকীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানিতে শূণ্য শুল্ক হার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে ধান চাষীদের ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের জন্য চাল আমদানির উপর বিদ্যমান সর্বোচ্চ ২৫% আমদানি শুল্ক এবং সম্প্রতি আরোপিত ২৫% রেগুলেটরি ডিউটি অব্যাহত থাকবে।

২৪৭। উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা যেসমস্ত প্রস্তাব বিবেচনা করেছি সেগুলোর খাতভিত্তিক বিবরণ আপনার সদয় সম্মতি নিয়ে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

(ক) কৃষিখাত:

মাননীয় স্পীকার

২৪৮। কৃষি আমাদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। কৃষিখাতের প্রধান উপকরণসমূহ, বিশেষ করে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি আমদানিতে শূন্য শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি শুল্ক হার অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২৪৯। মৎস্য, পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে উক্ত খাতের খাদ্য সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণ আমদানিতে বিগত সময়ে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রেখে নতুন উপকরণ ও যন্ত্রাপাতিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাতের বিভিন্ন উপখাতের প্রণোদনা **পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৬ এ** তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) শিল্প খাত:

মাননীয় স্পীকার

২৫০। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমাগত

বাড়ছে। কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সৃষ্টিতে এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বর্তমান উন্নয়ন কৌশল হচ্ছে- শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যথাযথ সুরক্ষার মাধ্যমে বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, রপ্তানিমুখি শিল্পের বহুমুখী প্রসারপূর্বক আরো অধিক প্রতিযোগিতাসক্ষম করা। শিল্প খাতের বিভিন্ন উপখাতের জন্য শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধির নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি: **(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)।**

১) **গুড়ো দুধ (Milk powder):** মূসক নিবন্ধিত গুড়ো দুধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% রেয়াতি হারে গুড়ো দুধ আমদানির সুযোগ রয়েছে। দেশীয় ডেইরি ও দুগ্ধ খামারীদের সুরক্ষায় গুড়ো দুধ (Milk powder) এর বিদ্যমান রেয়াতি আমদানি শুল্ক হার ৫% হতে বৃদ্ধি করে ১০% করার প্রস্তাব করা হলো।

২) **চিনি শিল্প**: চিনি আমদানিতে র-সুগারের ক্ষেত্রে প্রতি মে.টন ২,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের ক্ষেত্রে ৪,৫০০/- হারে স্পেসিফিক ডিউটিসহ ২০% রেগুলেটরি ডিউটি বিদ্যমান রয়েছে। স্থানীয় চিনি শিল্পের সুরক্ষায় আমদানিকৃত র-সুগার এর স্পেসিফিক ডিউটি ২,০০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩,০০০/- টাকা এবং রিফাইন্ড সুগারের স্পেসিফিক ডিউটি ৪,৫০০/- টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৬,০০০/- টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। উভয় প্রকার সুগারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেগুলেটরী ডিউটি ২০% হতে বৃদ্ধি করে ৩০% করার প্রস্তাব করছি।

৩) **ঔষধ শিল্প:** বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত ঔষধের মান আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত এবং এটি সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত কাঁচামালে শুল্ক রেয়াত সুবিধায় আমদানির সুযোগ রয়েছে। ক্যান্সারের ঔষধ তৈরির বেশ কিছু উপকরণসহ ঔষধ শিল্পের ব্যবহৃত আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে এ রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। জীবন রক্ষাকারী মেডিকেল গ্যাস প্রস্তুতকারী শিল্পের কাঁচামাল Liquid Oxygen, Nitrogen, Argon ও Carbon Dioxide এর উপর বর্তমানে ২০% রেগুলেটরি ডিউটি আরোপিত রয়েছে। স্বল্পমূল্যে অসুস্থ গরীব রোগীদের নিকট মেডিক্যাল গ্যাস সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এসকল পণ্যের উপর আরোপিত রেগুলেটরি ডিউটি ২০% হতে হ্রাস করে ১০%

করার প্রস্তাব করছি।

৪) **অন্যান্য শিল্প:** দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার জন্য স্বার্থে Maize (Corn) Starch ও Manioc (Cassava) Starch, জিপসাম, আমদানির উপর রেগুলেটরি ডিউটি বৃদ্ধি এবং পার্টিক্যাল বোর্ড ও বৈদ্যুতিক গৃহস্থালি পণ্য আমদানিতে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি। তাছাড়া স্থানীয় লিফট, রেফ্রিজারেটর, কম্প্রেসর, এয়ার কন্ডিশনার, মোটর, মোল্ড এবং পাদুকা শিল্পকে সুরক্ষার লক্ষ্যে এ খাতে ব্যবহৃত কতিপয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করছি।

৫) **রপ্তানি শুল্ক**: দেশীয় রাইস ব্রান অয়েল মিলগুলির প্রধান কাচাঁমাল ধানের কুড়া বা রাইস এর সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে এর উপর বিদ্যমান রপ্তানি শুল্ক ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% করার প্রস্তাব করছি। রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদানে Unmanufactured tobacco, Tobacco refuse এর উপর বিদ্যমান ১০% রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে পরিবেশ বান্ধব Building bricks রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পণ্যটির উপর আরোপিত রপ্তানি শুল্ক ২৫% হতে হ্রাস করে ১৫% করার প্রস্তাব করছি।

(গ) পরিবহন খাত:

মাননীয় স্পীকার

২৫১। স্থানীয় মোটরসাইকেল উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতে প্রদত্ত প্রণোদনা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মোটর সাইকেল ও এর পার্টস উৎপাদনে ৩টি উপকরণের শুল্ক সুবিধা যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, দেশীয় টায়ার টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিরক্ষণে ১৬˝ রীম সাইজ এলসিভি টায়ার, মোটরসাইকেল টায়ার এবং সিএনজি বেবী ট্যাক্সি, হালকা যানবাহনে ব্যবহৃত রাবার টিউব এর উপর বিদ্যমান রেগুলেটরি ডিউটি ৩% হতে বৃদ্ধি করে ৫% করার প্রস্তাব করছি। **<u>(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৮ দ্রষ্টব্য)</u>**।

(ঘ) আইসিটি খাত:

২৫২। আইসিটি খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে ৫-৬টি সেলুলার ফোন উৎপাদন ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ খাতে বিদ্যমান সুবিধা অব্যাহত রেখে সেলুলার ফোন উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কতিপয় যন্ত্রাংশের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, আমদানি পর্যায়ে Smart phone এবং Feature phone বর্তমানে ১০% আমদানি শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। Feature phone দেশের অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ব্যবহার করে। অপরদিকে Smart phone দেশের বিত্তবান লোকজন ব্যবহার করে থাকে বিধায় Smart phone এর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫% করার প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-৯ দ্রষ্টব্য)**।

মাননীয় স্পীকার

২৫৩। বজ্রপাত দেশে এখন একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ আকারে দেখা দিয়েছে। বজ্রপাতের আঘাতে প্রতিবছর অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে প্রতিরক্ষার জন্য Lighting arrester এর উপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০% হতে হ্রাস করে ৫% করার প্রস্তাব করছি।

২৫৪। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র মূসক নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি হারে আমদানির সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। অগ্নিকান্ডের ঝুঁকি হতে রক্ষার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে রেয়াতি হারে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ আমদানির সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। এ কারণে মূসক নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মূসক নিবন্ধিত সকল সেবা প্রদানকারী যেমন- হোটেল, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকেও এ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের তালিকায় আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। **(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-১০ দ্রষ্টব্য)**।

মাননীয় স্পীকার

২৫৫। কার্যকর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কাস্টমস পদ্ধতির আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আদলে স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা চালুর নিমিত্তে Customs Act, 1969 এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করছি। একইসাথে কার্যকর স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Customs Risk Management Department (CRMD) গঠনের প্রস্তাব করছি।

২৫৬। বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োজনীয় নমুনা আমদানিতে পণ্যের মূল্য ও প্রযোজ্য শুল্ক-কর ২,০০০ টাকার সীমা অতিক্রম না করার ক্ষেত্রে পণ্য চালান শুল্ককর পরিশোধ ব্যতিরেকে ছাড় প্রদানের বিধান Customs Act, 1969 বিদ্যমান রয়েছে। এ বিধান কার্যকর করার লক্ষ্যে এ জাতীয় পণ্য ডিমিনিমাস হিসেবে চিহ্নিত করে সহজ প্রক্রিয়ায় দ্রুততার সাথে ছাড়করণের লক্ষ্যে ডিমিনিমাস বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করছি।

২৫৭। স্বর্ণ চোরাচালান রোধকল্পে বিদ্যমান যাত্রী (অপর্যটক) ও ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা-২০১৬ এর আওতায় এবং বাণিজ্যিকভাবে স্বর্ণবার আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি ১১.৬৬৪ গ্রামের বিদ্যমান শুল্ককর ৩,০০০ টাকা হতে হ্রাস করে ২,০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-১১ দ্রষ্টব্য)**।

মাননীয় স্পীকার

২৫৮। **কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিলে সংশোধন**: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণের উদ্দেশ্যে পণ্যের নামকরণ এবং শ্রেণিবিন্যাসজনিত জটিলতা দূর করার লক্ষ্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যে বিদ্যমান এইচ.এস কোড, বর্ণনা, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদিতে যেসব অসঙ্গতি, বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়েছে-তা যথাযথভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে সংশোধন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক এইচ.এস কোড সৃজন ও যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি **(পরিশিষ্ট খ এর সারণি-১২ দ্রষ্টব্য)**।

২৫৯। আমদানিকৃত পণ্যের মিথ্যা ঘোষণা রোধসহ **স্থানীয় শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে বিলাস ও অপ্রয়োজনীয়, সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত, উচ্চ শুল্ক-কর হার সম্পন্ন** কতিপয় ঝুঁকিপূর্ণ পণ্যের বিদ্যমান ট্যারিফ ভেল্যু ও মিনিমাম ভেল্যু যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

২৬০। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান। অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। এ অগ্রযাত্রাকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিতে রাজস্ব প্রশাসনকে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে যেসকল সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে রাজস্ব আহরণে এক নব দিগন্তের সূচনা হবে, দেশের অর্থনীতির চাকা অধিকতর সচল হবে এবং ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথ সুগম হবে।

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২৬১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার স্বপ্নের দিগন্ত প্রসারিত করেছে, আর বৃদ্ধি করেছে স্বপ্ন বাস্তবায়নের সক্ষমতা। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পরপরই দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দিন বদলের সনদ, রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করে। দ্রুততম সময়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এই রূপরেখা বাস্তবায়নে সরকারের ঈর্ষণীয় সক্ষমতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ধারাবাহিকভাবে এক অবিশ্বাস্য গতিবেগে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। অর্থনীতির সকল এলাকায় আজ ইতিবাচক পরিবর্তন দৃশ্যমান। পাশাপাশি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে গ্রামীণ অর্থনীতি। দেশের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে আজ নেই কোন মৌলিক বৈষম্য। নেই কোন ব্যবধান।

২৬২। রূপকল্প ২০২১ -এর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার জাতির সামনে নিয়ে এসেছে আর একটি নুতন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ‘রূপকল্প ২০৪১’। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের স্তর পেরিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশ- সোনার বাংলাদেশ রূপান্তরের নিমিত্তে আমরা সংকল্পবদ্ধ।

মাননীয় স্পীকার

২৬৩। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ চলায় আমরা এখন এমন এক ক্ষণে এসে উপনীত হয়েছি, যেখান থেকে পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে আসার ইতিহাস। সামনে এখনো রয়েছে চ্যালেঞ্জিং পথ পরিক্রমা। কোন জাতির চলার পথ সবসময় সহজ ও সরলরেখার হয় না, আসে নানা বাধা ও বিপত্তি। কিন্তু আমাদের রয়েছে বুখে দাঁড়াবার ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার অমিত

শক্তি। গভীর সংকটেও বাঙালী বার বার সফলভাবে খুঁজে নেয় উত্তরণের পথ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতিহাসের সাহসী সন্তানেরা উপহার দিয়েছিল এই দেশ। জাতির পিতা আমাদের সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন; যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের এক বিস্ময়কর যাত্রা তিনি শুরু করে দিয়ে গেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার নির্দেশিত পথেই নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একের পর এক সিঁড়ি ভেঙ্গে অনন্য উচ্চতায়।

মাননীয় স্পীকার

২৬৪। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাওয়ার সোনালী যুদ্ধ এখনো অব্যাহত আছে এবং অব্যাহত থাকবে জন্ম জন্মান্তরে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে। আমাদের লাল সবুজের পতাকাটিকে ঘিরে। যতদিন এই পৃথিবীর বুকে লাল সবুজের বাংলাদেশটি থাকবে ততদিন এই লাল সবুজের পতাকাটিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন রাখবে আমাদের তারুণ্য, আমাদের আগামী প্রজন্ম। যারা আমাদের লাখো কোটি মহান মুক্তিযোদ্ধাদের সূর্যসন্তান। মহান মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের উত্তরাধিকার।

মাননীয় স্পীকার

২৬৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সৃষ্টিলগ্ন থেকে সকল সময়ই আমাদের এ জাতির অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন সূর্যের মত দেদীপ্যমান। তাঁকে ঘিরেই এগিয়ে যাবে সোনার বাংলাদেশ। আর তাঁর আহ্বানেই দেশের মানুষ এগিয়ে আসছে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে। তাঁরা আসবে, পদ্ম ফুলের মতো গভীর পানিকে ভেদ করে সূর্যের আলোকে দেখতে; আজ, কাল এবং অনাগত ভবিষ্যতে। তাঁরা আসবে তাঁদের পিতা-মাতা, প্রিয় ভাই-বোন, তাঁদের স্বজনদের রক্তের ঋণ

শোধ করতে, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে। আমাদের লাল সবুজের পতাকাকে বিশ্বের শীর্ষ চূড়ায় নিয়ে যেতে।

সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

মাননীয় স্পীকার আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ||

পরিশিষ্ট-ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	১০২
২	এক দশকের অর্জন	১০২
৩	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	১০৩
৪	২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয় প্রাক্কলন	১০৪
৫	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ	১০৫
৬	সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারী বরাদ্দ	১০৬
৭	মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বাজেট বরাদ্দ	১০৮

সারণি ১: আর্থ-সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২১.০	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৮	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৫.৮	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৬.৩	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৭.২	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৫৮.৬	৩০.০
২০১৫	৭০.৯	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬৩.৬	২৯.০
২০১৬	৭১.৬	১.৩৭	২৪.৩	১২.৯	৭১.০	২৮.০
২০১৭	৭২.৮	১.৩৭	২৩.১*	১২.১*	৭২.৩	২৪.০
২০১৮	-	-	২১.৮*	১১.৩*	-	-

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, WDI, *প্রাক্কলিত।

সারণি ২: এক দশকের অর্জন

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০১০-১১	৬.৪৬	৫.২৬	২২.১৬	২৭.৪২	৯২৮	৭,২৬৪	৩৬০.৭	১০.৯
২০১১-১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২-১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩-১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪-১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৬	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫-১৬	৭.১১	৬.৬৬	২২.৯৯	২৯.৬৫	১,৪৬৫	১৪,৪২৯	৩৮৮.২	৫.৯
২০১৬-১৭	৭.২৮	৭.৪১	২৩.১০	৩০.৫১	১,৬১০	১৫,৩৭৯	৩৮৬.৩	৫.৪
২০১৭-১৮	৭.৮৬	৮.০	২৩.২৬	৩১.২৩	১,৭৫১	১৮,৭৫৩	৪০৪.০৩	৫.৮
২০১৮-১৯	৮.১৩[সা]	৮.২[সা]	২৩.৪[সা]	৩১.৬[সা]	১,৯০৫[সা]	২১,৬২৯[খ]	৪২৯.৯৩*	৫.৪[ক]
২০১৯-২০ (প্রক্ষেপণ)	৮.২	৮.৬	২৪.২	৩২.৮	২১৭৩	-	-	৫.৫

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিদ্যুৎ বিভাগ, সা= সাময়িক, ক= মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত, খ= ৩০ মে, ২০১৯ পর্যন্ত, *কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলিত।

সারণি ৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত ২০১৮-১৯	২০১৮-১৯ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত
মোট রাজস্ব আয়	**৩,৩৯,২৮০**	**৩,১৬,৬১২**	**১,৮৬,৩০৪**
	(১৩.৪)	**(১২.৫)**	**(৭.৩)**
এনবিআর রাজস্ব	২৯৬২০১	২৮০০০০	১৬২০৫৪
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	৯৭২৭	৯৬০০	৫৪২০
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৩৩৫২	২৭০১৩	১৮৮৩০
মোট ব্যয়	**৪,৬৪,৫৭৩**	**৪,৪২,৫৪১**	**২,০৬,৩৪০**
	(১৮.৩)	**(১৭.৪)**	**(৮.১)**
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	২৫১৬৬৮	২৪৭৭৪৭	১৪০৯৬১
	(৯.৯)	(৯.৮)	(৫.৬)
উন্নয়ন ব্যয়	১৭৯৬৬৯	১৭৩৪৪৯	৪৭২৭৫
	(৭.১)	(৬.৮)	(১.৯)
তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৭৩০০০	১৬৭০০০	৪৬৮৬০
	(৬.৮)	(৬.৬)	(১.৮)
অন্যান্য ব্যয়	৩৩,২৩৬	২১,৩৪৫	১৮,১০৪
	(১.৩)	(০.৮)	(০.৭)
বাজেট ঘাটতি	**-১২৫,২৯৩**	**-১২৫,৯২৯**	**-২০,০৩৬**
	(-৪.৯)	**(-৫.০)**	**(-০.৮)**
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	৫৪০৬৭	৪৭১৮৪	৭২২
	(২.১)	(১.৯)	(০.০৩)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৭১২২৬	৭৮৭৪৫	২৪৪০৭
	(২.৮)	(৩.১)	(০.৯৬)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৪২০২৯	৩০৮৯৫	১৭১০
	(১.৭)	(১.২)	(০.১)
জিডিপি	**২৫,৩৭,৮৪৯**[ক]	**২৫,৩৬,১৭৭**[খ]	**২৫,৩৬,১৭৭**[খ]

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব।

সারণি ৪: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	৩,৭৭,৮১০	৩,১৬,৬১৩	৩,৩৯,২৮০	২,১৬,৫৫৫
	(১৩.১)	(১২.৫)	(১৩.৪)	(৯.৬)
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	৩,২৫,৬০০	২,৮০,০০০	২,৯৬,২০১	১,৮৭,১০৩
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৪,৫০০	৯,৬০০	৯,৭২৭	৭,২২৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩৭,৭১০	২৭,০১৩	৩৩,৩৫২	২২,২২৯
মোট ব্যয়	৫,২৩,১৯০	৪,৪২,৫৪১	৪,৬৪,৫৭৩	৩,২১,৮৬২
	(১৮.১)	(১৭.৪)	(১৮.৩)	(১৪.৩)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	২,৭৭,৯৩৪	২,৪৭,৭৪৭	২,৫১,৬৬৮	১,৭৮,৮৭৯
	(৯.৬)	(৯.৮)	(৯.৯)	(৭.৯)
উন্নয়ন ব্যয়	২,১১,৬৮৩	১,৭৩,৪৪৯	১,৭৯,৬৬৯	১,২২,১৫৪
	(৭.৩)	(৬.৮)	(৭.১)	(৫.৪)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,০২,৭২১	১,৬৭,০০০	১,৭৩,০০০	১,১৯,৫৩৮
	(৭.০)	(৬.৬)	(৬.৮)	(৫.৩)
অন্যান্য ব্যয়	৩৩,৫৭৩	২১,৩৪৫	৩৩,২৩৬	২০,৮২৯
	(১.২)	(০.৮)	(১.৩)	(০.৯)
বাজেট ঘাটতি	-১৪৫,৩৮০	-১২৫,৯২৯	-১২৫,২৯৩	-১০৫,৩০৬
	(-৫.০)	(-৫.০)	(-৪.৯)	(-৪.৭)
অর্থায়ন				
বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	৬৮,০১৬	৪৭,১৮৪	৫৪,০৬৭	২৬,৪৮৯
	(২.৪)	(১.৯)	(২.১)	(১.২)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৭৭,৩৬৩	৭৮,৭৪৫	৭১,২২৬	৭৯,০৭৬
	(২.৭)	(৩.১)	(২.৮)	(৩.৫)
তন্মধ্যে ব্যাংক উৎস	৪৭,৩৬৪	৩০,৮৯৫	৪২,০২৯	১১,৭৩১
	(১.৬)	(১.২)	(১.৭)	(০.৫)
জিডিপি	২৮,৮৫,৮৭২[ক]	২৫,৩৬,১৭৭[খ]	২৫,৩৭,৮৪৯[ক]	২২,৫০,৪৭৯

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ দেখানো হয়েছে; ক= বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; খ= নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব।

সারণি ৫: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
(ক) মানবসম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯,২৭০	৬,৪২৭	৮,৩১২	৬,৫৪৫	৫,৪৫২	৪,৯২৪	৩,৯৯৪
	(৪.৬)	(৩.৮)	(৪.৮)	(৫.৫)	(৬.০)	(৬.০)	(৬.২)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	৯,৯৩৭	৮,২৬১	৯,০৪১	৫,৩৩৯	৩,৫৪০	৩,৩৬২	৩,২৮৮
	(৪.৯)	(৪.৯)	(৫.২)	(৪.৫)	(৩.৯)	(৪.১)	(৫.১)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৮,৯২৭	৬,১৪৯	৬,০০৬	৩,৩৭৫	৫,০০৩	৩,৬৫৯	৩,৭৮৫
	(৪.৪)	(৩.৭)	(৩.৫)	(২.৮)	(৫.৫)	(৪.৫)	(৫.৮)
৪. অন্যান্য	২৭,৪৮১	২১,৩৩৬	২৩,০৯৩	৮,১৮৭	৮,১৯২	৫,০৬৪	৫,১৫৩
	(১৩.৬)	(১২.৮)	(১৩.৩)	(৬.৮)	(৯.১)	(৬.২)	(৭.৯)
উপ-মোট:	৫৫,৬১৫	৪২,১৭৩	৪৬,৪৫২	২৩,৪৪৬	২২,১৮৭	১৭,০০৯	১৬,২২০
	(২৭.৪)	(২৫.৩)	(২৬.৯)	(১৯.৬)	(২৪.৬)	(২০.৮)	(২৫.০)
(খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯,৭৭৭	২৬,৬২০	২৫,৩৩৮	১৫,০৩০	১৭,৯৯৫	১৫,২৮৫	১৩,৯৮৩
	(১৪.৭)	(১৫.৯)	(১৪.৬)	(১২.৬)	(১৯.৯)	(১৮.৭)	(২১.৫)
৬. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬,২৫৭	৬,০১৮	৫,৬০৬	৪,৬৬০	৩,৬৭১	২,৭১৮	২,০৬১
	(৩.১)	(৩.৬)	(৩.২)	(৩.৯)	(৪.১)	(৩.৩)	(৩.২)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১,৮২৩	১,৮০৭	১,৮৪৪	১,৩৯৮	১,৬৩৭	১,৭৩৩	১,৪০৬
	(০.৯)	(১.১)	(১.১)	(১.২)	(১.৮)	(২.১)	(২.২)
৮. অন্যান্য	৫,৬৩২	৪,৪৮৪	৪,৮৬৪	৩,৯০৪	৩,০৯৫	২,৬৫০	২,৬২৬
	(২.৮)	(২.৭)	(২.৮)	(৩.৩)	(৩.৪)	(৩.২)	(৪.০)
উপ-মোট:	৪৩,৪৮৯	৩৮,৯২৯	৩৭,৬৫২	২৪,৯৯২	২৬,৩৯৮	২২,৩৮৬	২০,০৭৬
	(২১.৫)	(২৩.৩)	(২১.৮)	(২০.৯)	(২৯.২)	(২৭.৪)	(৩০.৯)
(গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২৬,০১৪	২৪,১৭৬	২২,৮৯৩	২৬,৫৫২	১৩,৪৪৭	১৫,৮৬৪	৮,৩০৫
	(১২.৮)	(১৪.৫)	(১৩.২)	(২২.২)	(১৪.৯)	(১৯.৪)	(১২.৮)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১,৯১৬	২,২০৯	১,৮২০	৮৬২	১,০৯৯	১,০৫৬	১,০১৪
	(০.৯)	(১.৩)	(১.১)	(০.৭)	(১.২)	(১.৩)	(১.৬)
উপ-মোট:	২৭,৯৩০	২৬,৩৮৫	২৪,৭১৩	২৭,৪১৪	১৪,৫৪৬	১৬,৯২০	৯,৩১৯
	(১৩.৮)	(১৫.৮)	(১৪.৩)	(২২.৯)	(১৬.১)	(২০.৭)	(১৪.৪)
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১২,৫৯৯	৭,৮৪৭	১১,১৫৫	৯,৭০১	২,০৫৩	৪,০৯৩	৩,২৮১
	(৬.২)	(৪.৭)	(৬.৪)	(৮.১)	(২.৩)	(৫.০)	(৫.১)
১২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৫,১৬৩	১৯,৮০৩	২০,৮১৭	১৫,৮৮২	৭,৯৫৪	৬,৫০৭	৪,২৯৮
	(১২.৪)	(১১.৯)	(১২.০)	(১৩.৩)	(৮.৮)	(৮.০)	(৬.৬)
১৩. সেতু বিভাগ	৮,৫৬১	৬,৩৪৪	৯,১১২	৩,২২০	৩,৭৩৮	৫,২৬৬	৫,২৯৯
	(৪.২)	(৩.৮)	(৫.৩)	(২.৭)	(৪.১)	(৬.৫)	(৮.২)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
১৪. অন্যান্য	৬,৪৮২	৪,৬০৬	৪,৩৬৬	২,৭৫৬	২,২৯৯	১,৩৬২	৭৫৭
	(৩.২)	(২.৮)	(২.৫)	(২.৩)	(২.৫)	(১.৭)	(১.২)
উপ-মোট:	৫২,৮০৫	৩৮,৬০০	৪৫,৪৫০	৩১,৫৫৯	১৬,০৪৪	১৭,২২৮	১৩,৬৩৫
	(২৬.০)	(২৩.১)	২৬.৩)	(২৬.৪)	(১৭.৮)	(২১.১)	(২১.০)
মোট:	১,৭৯,৮৩৯	১,৪৬,০৮৭	১,৫৪,২৬৭	১,০৭,৪১১	৭৯,১৭৫	৭৩,৫৪৩	৫৯,২৫০
	(৮৮.৭)	(৮৭.৫)	(৮৯.২)	(৮৯.৯)	(৮৭.৭)	(৯০.১)	(৯১.৩)
১৫. অন্যান্য	২২,৮৮২	২০,৯১৩	১৮,৭৩৩	১২,১২৭	১১,১৩৪	৮,০৬৯	৫,৬৬৯
	(১১.৩)	(১২.৫)	(১০.৮)	(১০.১)	(১২.৩)	(৯.৯)	(৮.৭)
মোট এডিপি	২,০২,৭২১	১,৬৭,০০০	১,৭৩,০০০	১,১৯,৫৩৮	৯০,৩০৯	৮১,৬১২	৬৪,৯১৯

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	১,৪৩,৪২৯	১,২৩,৫২৪	১,২৭,০২২	৮৭,৯১৪	৮৩,০৮৮	৭২,৮৭৮	৫৫,৮৫৭
	(২৭.৪১)	(২৭.৯১)	(২৭.৩৪)	(২৭.৩১)	(২৯.৯৭)	(৩০.২৬)	(২৬.৭৪)
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৯,৬২৩	২৫,৮৬৭	২৪,৮৮৯	২০,১৪৪	২১,০৮১	১৭,৪২৯	১৩,২৫৯
	(৫.৬৬)	(৫.৮৫)	(৫.৩৬)	(৬.২৬)	(৭.৬০)	(৭.২৪)	(৬.৩৫)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪,০৪১	২০,৫২১	২২,৪৬৬	১৮,৩৪৪	১৭,৩৩০	১৬,২৪০	১১,৮৯৮
	(৪.৬০)	(৪.৬৪)	(৪.৮৪)	(৫.৭০)	(৬.২৫)	(৬.৭৪)	(৫.৭০)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৯,৯৪৪	১৭,২৬৯	১৮,১৫৯	১৩,০৩৬	১০,৩৪১	১০,২৫১	৮,৩৯২
	(৩.৮১)	(৩.৯০)	(৩.৯১)	(৪.০৫)	(৩.৭৩)	(৪.২৬)	(৪.০২)
৪. অন্যান্য	৫৫,৪৪৮	৪৬,১১৯	৪৭,৬৯৪	২৮,৮৯১	২৭,২৪৭	২০,৯০৪	১৬,৮১৬
	(১০.৬০)	(১০.৪২)	(১০.২৭)	(৮.৯৮)	(৯.৮৩)	(৮.৬৮)	(৮.০৫)
উপ-মোট:	১,২৯,০৫৬	১,০৯,৭৭৬	১,১৩,২০৮	৮০,৪১৫	৭৫,৯৯৯	৬৪,৮২৪	৫০,৩৬৫
	(২৪.৬৭)	(২৪.৮১)	(২৪.৩৭)	(২৪.৯৮)	(২৭.৪১)	(২৬.৯২)	(২৪.১১)
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪,৫০২	৪,০৩১	৪,১৫৬	১,৭৪৮	৩৫২	১,২৬৯	৭৩৫
	(০.৮৬)	(০.৯১)	(০.৮৯)	(০.৫৪)	(০.১৩)	(০.৫৩)	(০.৩৫)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯,৮৭১	৯,৭১৭	৯,৬৫৮	৫,৭৫১	৬,৭৩৭	৬,৭৮৫	৪,৭৫৭
	(১.৮৯)	(২.২০)	(২.০৮)	(১.৭৯)	(২.৪৩)	(২.৮২)	(২.২৮)
উপ-মোট:	১৪,৩৭৩	১৩,৭৪৮	১৩,৮১৪	৭,৪৯৯	৭,০৮৯	৮,০৫৪	৫,৪৯২
	(২.৭৫)	(৩.১১)	(২.৯৭)	(২.৩৩)	(২.৫৬)	(৩.৩৪)	(২.৬৩)
(খ) ভৌত অবকাঠামো	১,৬৪,৬০৩	১,৪১,০৮১	১,৪৩,৯৮১	১,১২,৭২৮	৮১,৮০৬	৮১,৯৮৪	৬৫,১৬৭
	(৩১.৪৬)	(৩১.৮৮)	(৩০.৯৯)	(৩৫.০২)	(২৯.৫১)	(৩৪.০৫)	(৩১.২০)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৪,০৪৯	১২,৭৮৮	১৩,৯১০	৯,২৩৭	৭,৬২৬	১০,৭৪০	১০,৩৪৫
	(২.৬৯)	(২.৮৯)	(২.৯৯)	(২.৮৭)	(২.৭৫)	(৪.৪৬)	(৪.৯৫)
৮. পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭,৯৩২	৭,৬৭৯	৭,০৯৩	৬,০২৬	৪,৬৩৬	৩,৬৪৬	২,৮৪৩
	(১.৫২)	(১.৭৪)	(১.৫৩)	(১.৮৭)	(১.৬৭)	(১.৫১)	(১.৩৬)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৪,২৪০	৩০,৬৯৫	২৯,১৫০	১৮,৬২৩	২০,৭৩১	১৭,৭০১	১৬,০৬০
	(৬.৫৪)	(৬.৯৪)	(৬.২৭)	(৫.৭৯)	(৭.৪৮)	(৭.৩৫)	(৭.৬৯)
১০. অন্যান্য	১০,০১৩	৮,৫১৫	৮,৭৭৬	৬,৮১২	৭,১৫১	৫,৬৮২	৫,০৫৪
	(১.৯১)	(১.৯২)	(১.৮৯)	(২.১২)	(২.৫৮)	(২.৩৬)	(২.৪২)
উপ-মোট:	৬৬,২৩৪	৫৯,৬৭৭	৫৮,৯২৯	৪০,৬৯৮	৪০,১৪৪	৩৭,৭৬৯	৩৪,৩০২
	(১২.৬৬)	(১৩.৪৯)	(১২.৬৮)	(১২.৬৪)	(১৪.৪৮)	(১৫.৬৮)	(১৬.৪২)
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	২৮,০৫১	২৬,৫০৩	২৪,৯২০	২৮,৫৬১	১৪,৬২১	১৬,৯৮৪	৯,৩৫৯
	(৫.৩৬)	(৫.৯৯)	(৫.৩৬)	(৮.৮৭)	(৫.২৭)	(৭.০৫)	(৪.৪৮)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	২৯,২৭৪	২৩,৪৮৬	২৪,৩৮০	১৯,২৯৮	১০,৪৯৮	৮,৯০০	৬,৪৬০
	(৫.৬০)	(৫.৩১)	(৫.২৫)	(৬.০০)	(৩.৭৯)	(৩.৭০)	(৩.০৯)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,২৬৩	১১,২৩১	১৪,৫৪২	১২,৪০৬	৩,৪৮৯	৬,৩৩৪	৫,০৯৩
	(৩.১১)	(২.৫৪)	(৩.১৩)	(৩.৮৫)	(১.২৬)	(২.৬৩)	(২.৪৪)
১৩. সেতু বিভাগ	৮,৫৬৪	৬,৩৪৬	৯,১১৪	৩,২৪২	৩,৭৬৯	৫,২৯৭	৫,২৯৯
	(১.৬৪)	(১.৪৩)	(১.৯৬)	(১.০১)	(১.৩৬)	(২.২০)	(২.৫৪)
১৪. অন্যান্য	৭,২৫৯	৫,২৮৫	৫,০৪৫	৩,৩৪৬	২,৮৪৯	১,৮২৬	১,০৩৬
	(১.৩৯)	(১.১৯)	(১.০৯)	(১.০৪)	(১.০৩)	(০.৭৬)	(০.৫০)
উপ-মোট:	৬১,৩৬০	৪৬,৩৪৮	৫৩,০৮১	৩৮,২৯২	২০,৬০৫	২২,৩৫৭	১৭,৮৮৮
	(১১.৭৩)	(১০.৪৭)	(১১.৪৩)	(১১.৯০)	(৭.৪৩)	(৯.২৮)	(৮.৫৬)
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৮,৯৫৮	৮,৫৫৩	৭,০৫১	৫,১৭৭	৬,৪৩৬	৪,৮৭৪	৩,৬১৮
	(১.৭১)	(১.৯৩)	(১.৫২)	(১.৬১)	(২.৩২)	(২.০২)	(১.৭৩)
(গ) সাধারণ সেবা	১,২৩,৬৪১	১,০৭,৬১৩	১,১৭,৩২৫	৬৮,৬৪২	৭০,২২৮	৪৮,৬২৬	৪১,৪৬৯
	(২৩.৬৩)	(২৪.৩২)	(২৫.২৫)	(২১.৩৩)	(২৫.৩৩)	(২০.১৯)	(১৯.৮৫)
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	২৭,৬৩৭	২৮,০৬৮	২৬,৫৯৪	২২,০৫২	২০,৬৪৬	১৬,৪৭৪	১৩,১৬১
	(৫.২৮)	(৬.৩৪)	(৫.৭২)	(৬.৮৫)	(৭.৪৫)	(৬.৮৪)	(৬.৩০)
১৬. অন্যান্য	৯৬,০০৪	৭৯,৫৪৫	৯০,৭৩১	৪৬,৫৯০	৪৯,৫৮২	৩২,১৫২	২৮,৩০৮
	(১৮.৩৫)	(১৭.৯৭)	(১৯.৫৩)	(১৪.৪৮)	(১৭.৮৮)	(১৩.৩৫)	(১৩.৫৫)
মোট:	৪,৩১,৬৭৩	৩,৭২,২১৮	৩,৮৮,৩২৮	২,৬৯,২৮৪	২,৩৫,১২২	২,০৩,৪৮৮	১,৬২,৪৯৩
	(৮২.৫)	(৮৪.১)	(৮৩.৬)	(৮৩.৭)	(৮৪.৮)	(৮৪.৫)	(৭৭.৮)
(ঘ) সুদ পরিশোধ	৫৭,০৭০	৪৮,৭৪৫	৫১,৩৪০	৪১,৭৬৫	৩৫,৩৩৭	৩৩,১১৭	৩০,৯৭৩
	(১০.৯১)	(১১.০১)	(১১.০৫)	(১২.৯৮)	(১২.৭৫)	(১৩.৭৫)	(১৪.৮৩)
(ঙ) পিপিপি ভর্তুকি ও দায়	৩৩,২০২	১৯,২১৪	২২,৪১৬	২,৫৭৮	১,৩৩৪	৩,৭৭০	৪,২৮১

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯	হিসাব ২০১৭-১৮	হিসাব ২০১৬-১৭	হিসাব ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
	(৬.৩৫)	(৪.৩৪)	(৪.৮৩)	(০.৮০)	(০.৪৮)	(১.৫৭)	(২.০৫)
(চ) নীট ঋণ দান ও অন্যান্য	১,২৪৫	২,৩৬৪	২,৪৮৯	৮,২৩৫	৫,৪৪৩	৪৩২	১১,১২৭
	(০.২৪)	(০.৫৩)	(০.৫৪)	(২.৫৬)	(১.৯৬)	(০.১৮)	(৫.৩৩)
মোট বাজেট:	৫,২৩,১৯০	৪,৪২,৫৪১	৪,৬৪,৫৭৩	৩,২১,৮৬২	২,৭৭,২৩৬	২,৪০,৮০৭	২,০৮,৮৭৪

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৭: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২৪	২৩	২৩
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ	৩২৮	২৯৯	৩৩২
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৫২৮	২,৮১৮	২,৮০১
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	২৪১	১৫৫	১৪৭
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট	১৯৫	২১৩	১৮০
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১,৯২১	৪,৩৪৩	১,৮৯৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২,৯৩৮	২,৮৫৪	২,৬২৪
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১০২	১২৮	৭৭
অর্থ বিভাগ	১,৩০,৮১০	৯৫,৬৮২	১,১৭,১৪২
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়	২৩৮	২১৭	২১৫
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২,৮৯৯	২,৩২০	২,৪২৭
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩,০৪২	২,২৩৭	২,৬২২
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৪,৫৬০	৩,৭৩০	৩,২১৯
পরিকল্পনা বিভাগ	১,২৩১	৫১৩	১,৩৮০
বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৪৯	১৪৫	১৩৫
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৩৭৫	৭৪১	৫৯৯
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬৩২	৪৮৬	৫৫৬
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৬২১	১,৪০২	১,২৫০
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৩২,৫২০	৩০,৬৭০	২৯,০৬৬
সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৩৮	৩৪	৩৫
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৬৫১	১,৫৭৭	১,৫২২
জননিরাপত্তা বিভাগ	২১,৯২০	২২,০৯৯	২১,৪২৪
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৩৫	৩৮	৩৫
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪,০৪০	২০,৫২১	২২,৪৬৫
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৯,৬২৪	২৫,৮৬৬	২৪,৮৯৫
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৬,৪৩৯	১২,৩৯১	১২,২০১
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৯,৯৪৪	১৭,২৬৯	১৮,১৬৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৮-১৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৯৩০	১,৭৩৭	২,৬৮১
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬,৮৮১	৫,৫৮২	৫,৫৯১
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,৭৪৯	৩,৪৫৭	৩,৪৯০
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩১৩	২৭১	২২৭
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬,৬০৩	৬,১৪৬	৪,৯৬৩
তথ্য মন্ত্রণালয়	৯৮৯	৯২৮	১,১৬৬
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫৭৬	৬২৫	৫০৯
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৩৩৮	১,৪৯৫	১,১৬৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১,৪৮৫	১,৫১৯	১,৪৯৮
স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৪,২৪১	৩০,৬৯৬	২৯,১৫৩
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২,৪৪৯	২,২৬৬	২,২০৮
শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৫৫৬	১,৫৭২	১,৩৫২
প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫৯১	৫৯৬	৫৯৫
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৮০০	১,৬১৪	৭৩৮
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৯৮৬	২,২৯০	১,৯৮৪
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৪,০৫৩	১২,৭৯২	১৩,৯১৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৯৩২	১,৭৮২	১,৮৬৮
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১,৪৯৫	১,৩৩৯	১,২৬৯
ভূমি মন্ত্রণালয়	১,৯৪৩	১,৭৬০	২,১১৪
পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৭,৯৩২	৭,৬৭৯	৭,০৯৩
খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪,৮১৪	৪,৩১৬	৪,৫২৪
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯,৮৭১	৯,৭১৮	৯,৬৫৮
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	২৯,২৭৪	২৩,৪৮৫	২৪,৩৮০
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৬,২৭৭	১১,২৪৬	১৪,৫৫৭
নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩,৮৩৩	৪,২১৪	৩,৫৩৭
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৩,৪২৬	১,০৭১	১,৫০৮
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	৩,৪৫৬	২,৮৩৫	৩,৩৭৯
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,১৯৪	১,৩৬০	১,৩০৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	২৬,০৬৫	২৪,২১২	২২,৯৩৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪,৪৫৩	৩,৮৪৮	৪,২৬১
দুর্নীতি দমন কমিশন	১৪০	১২৩	১১৭
সেতু বিভাগ	৮,৫৬৪	৬,৩৪৬	৯,১১৪
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৭,৪৫৪	৫,৭৫৮	৫,৭০২
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	৩,৬৯৪	৪,০২৫	৩,৩৫০
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৫,৭৮৮	৫,০৬৭	৫,২২৭
সর্বমোট:	৫,২৩,১৯০	৪,৪২,৫৪১	৪,৬৪,৫৭৩

উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	বিগত দশ বছরের রাজস্ব আহরণের চিত্র	১১২
২	কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য করহার	১১২
৩	কোম্পানি করহার	১১৩
৪	ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শিত সম্পদের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের হার	১১৩
৫	ঠিকাদারী ও সরবরাহ বিলের উপর উৎস কর কর্তনের হার	১১৩
৬	কৃষি খাত	১১৪
	পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিস শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে: কৃষি যন্ত্রপাতি	১১৪
৭	শিল্প খাত	১১৪
	ক) দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে যে সকল পণ্যের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে	১১৪
	খ) ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত যে সকল কাঁচামাল বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের Table এ অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে	১১৪
	গ) যে সকল পণ্যের উপর রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে	১১৫
	রপ্তানি শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি	১১৬
	লিফট শিল্প	১১৬
	কম্প্রেসর শিল্প	১১৭
	পাদুকা শিল্প	১১৯
	মোল্ড শিল্প	১১৯
৮	পরিবহন খাত	১১৯
৯	আইসিটি খাত	১২০
১০	অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণ সংক্রান্ত	১২০

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১১	স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত	১২০
১২	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	১২১
	শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত	১২১
	ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে	১২১
	খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে	১২২
	গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:	১২৩
	ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে:	১২৪
	বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:	১২৪
	ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে:	১২৪
	খ) যে সকল H.S.Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে	১২৫
	গ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:	১২৭
	ঘ) Heading ২৭.১০ ভুক্ত নিম্নবর্ণিত পেট্রোলিয়াম অয়েল এর শ্রেণীবিন্যাস যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে:	১২৭

সারণী-১: বিগত দশ বছরের রাজস্ব আহরণের চিত্র

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	আদায় (কোটি টাকায়)	প্রবৃদ্ধির হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
২০০৮-০৯	৫৩০০০	৫২৫২৭.২৫	১০.৭৩%
২০০৯-১০	৬১০০০	৬২০৪২.১৬	১৮.১১%
২০১০-১১	৭৫৬০০	৭৯৪০৯.১১	২৭.৯৮%
২০১১-১২	৯২৩৭০	৯৫০৫৯	১৯.৭২%
২০১২-১৩	১১২২৫৯	১০৯১৫২	১৪.৮৩%
২০১৩-১৪	১২৫০০০	১২০৮২০	১০.৬৯%
২০১৪-১৫	১৩৫০২৮	১৩৫৭০১	১২.৩২%
২০১৫-১৬	১৫০০০০	১৫৩৬২৭	১৩.২১%
২০১৬-১৭	১৮৫০০০	১৭১৬৫৬	১১.৭৪%
২০১৭-১৮	২২৫০০০	২০৬৪০৭	২০.২৪%

সারণি-২: কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য করহার

(ক) করমুক্ত আয়ের সীমা:		
করদাতা	**বিদ্যমান** (টাকায়)	**প্রস্তাবিত** (টাকায়)
সাধারণ করদাতা	২ লাখ ৫০ হাজার	অপরিবর্তিত
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৩ লাখ	
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লাখ	
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লাখ ২৫ হাজার	
(খ) সাধারণ করহার:		
মোট আয়		**করহার**
প্রথম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	শূন্য	অপরিবর্তিত
পরবর্তী ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১০ শতাংশ	
পরবর্তী ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১৫ শতাংশ	
পরবর্তী ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	২০ শতাংশ	
পরবর্তী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-	২৫ শতাংশ	
অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -	৩০ শতাংশ	
(গ) বিশেষ করহার:		
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ব্যবসা হতে অর্জিত আয়	৪৫ শতাংশ	**অপরিবর্তিত**
বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার অর্জিত আয়	৩০ শতাংশ	
নিবন্ধিত সমবায় সমিতির অর্জিত আয়	১৫ শতাংশ	

সারণি-৩: কোম্পানি করহার

বিবরণ	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার (অপরিবর্তিত)
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৫ শতাংশ	২৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	৩৫ শতাংশ	৩৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড - ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৭.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫ শতাংশ	৩৭.৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০ শতাংশ	৪০ শতাংশ
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ
মোবাইল ফোন অপারেটর - পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ কোম্পানি	 ৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ	 ৪০ শতাংশ ৪৫ শতাংশ
লভ্যাংশ আয়	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ

সারণী-৪: ব্যক্তি করদাতার প্রদর্শিত সম্পদের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের হার

সম্পদ	সারচার্জের হার (আয়করের শতকরা হারে)
(১) নীট পরিসম্পদ ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত	শূন্য
(২) (ক) নীট পরিসম্পদ ৩ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার অধিক নয়, বা (খ) করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ির মালিকানা, বা (গ) কোন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় করদাতার নামে ৮,০০০ বর্গফুট বা তার অধিক গৃহ-সম্পত্তির মালিকানা	১০ শতাংশ
নীট পরিসম্পদ ৫ কোটি টাকার অধিক, কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক নয়	১৫ শতাংশ
নীট পরিসম্পদ ১০ কোটি টাকার অধিক, কিন্তু ১৫ কোটি টাকার অধিক নয়	২০ শতাংশ
নীট পরিসম্পদ ১৫ কোটি টাকার অধিক, কিন্তু ২০ কোটি টাকার অধিক নয়	২৫ শতাংশ
নীট পরিসম্পদ ২০ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের জন্য	৩০ শতাংশ

সারণি-৫: ঠিকাদারী ও সরবরাহ বিলের উপর উৎস কর কর্তনের হার

ক্রম	ভিত্তি অংকের পরিমাণ	কর্তনের হার
(১)	২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	২%
(২)	২৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	৩%
(৩)	৫০ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১ কোটি টাকা পর্যন্ত	৪%
(৪)	১ কোটি টাকার অধিক	৫%

সারণি-৬: কৃষি খাত

পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিস শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2309.90.19	Ammonia Binder (Feed grade)	5	0
2	2309.90.19	Liver Protector, renal protector, respiratory protector	5	0
3	2832.30.00	Vaccine stabilizer (Thiosulphates)	10	0

- **কৃষি কাজে ব্যবহৃত Harvesting machinery আমদানির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট এইচএস কোড সৃজন করে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।**

সারণি-৭ : শিল্প খাত

ক) দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণে যে সকল পণ্যের শুল্ক-কর বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0402.10.91 0402.21.91	Milk Powder	CD-5	CD-10
2	1701.12.00 1701.13.00 1701.14.00	Raw sugar	BDT 2000/MT RD-20%	BDT 3000/MT RD-30%
3	1701.91.00 1701.99.00	Refined sugar	BDT 4500/MT RD-20%	BDT 6000/MT RD-30%

খ) ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত যে সকল কাঁচামাল বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের Table এ অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি শুল্ক হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2903.99.00	Mitotane	10	0
2.	2925.19.90	Thalidomide	5	0
3.	2932.99.00	Brigatinib	10	0
4.	2933.29.00	Dacarbazine	5	0
5.	2933.39.00	Acalabrutinib INN	0	0
6.	2933.39.00	Cobemitinib	0	0
7.	2933.59.90	Dacometinib	5	0
8.	2933.59.90	Nilotinib HCI Monohydrate	5	0
9.	2933.59.90	Vandetanib	5	0
10.	2933.79.90	Neratinib Malate	5	0
11.	2933.99.00	Atatinib Dimaleate	0	0

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	2933.99.00	Pazopanib HCI	0	0
13.	2937.23.99	Fulvestran	5	0
14.	2939.80.00	Vinorelbine Tartrate	10	0
15.	2941.90.90	Idarubicin HCI	0	0
16.	2941.90.90	Idelalisib INN	0	0
17.	2941.90.90	Niraparib Tosylate Monohydrate	0	0
18.	2942.00.90	Apalutamide INN	5	0
19.	2942.00.90	Durvalumab	5	0
20.	2942.00.90	Nintedanib Esylate	5	0
21.	3002.19.00	Denosumab	0	0
22.	3002.19.00	Eculizumab	0	0
23.	3002.19.00	Ipilimumab	0	0
24.	3004.49.90	Linalidomide	5	0
25.	3004.90.91	Letrozole	0	0
26.	3004.90.99	Abemaciclib	5	0
27.	3004.90.99	Alectinib HCI	5	0
28.	3004.90.99	Atezolizumab	5	0
29.	3004.90.99	Cabozantinib	5	0
30.	3004.90.99	Daratumumab	5	0
31.	3004.90.99	Enasidenib mesylate	5	0
32.	3004.90.99	Enzalutamide	5	0
33.	3004.90.99	Larotrectinib	5	0
34.	3004.90.99	Olaparib	5	0
35.	3004.90.99	Panitumumab	5	0
36.	3004.90.99	Pembrolizumab	5	0
37.	3004.90.99	Ponatinib HCI	5	0
38.	3004.90.99	Remucirumab	5	0
39.	3004.90.99	Ribociclib Succinate	5	0
40.	3004.90.99	Rucaparib Camsylate	5	0
41.	3004.90.99	Trametibib Dimethyl sulfoxide	5	0
42.	3004.90.99	Tretinion	5	0
43.	3004.90.99	Vemurafenib	5	0

গ) যে সকল পণ্যের উপর রেগুলেটরি ডিউটি হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে :

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	RD Rate (Existing)	RD Rate (Proposed)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	28.04	2804.21.00	Argon	20%	10%
		2804.30.00	Nitrogen	20%	10%
		2804.40.00	Oxygen	20%	10%
2	28.11	2811.21.00	Carbon dioxide	20%	10%
3	11.08	1108.12.00	Maize (corn) starch	10	20
		1108.14.00	Manioc (cassava) starch	10	20

- **রপ্তানি শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি:**

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2302.40.10	Rice bran	10	25
2	Heading 24.01 (All H.S. Code)	Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.	10	0
3	6904.10.00	Building bricks	25	15

- **লিফট শিল্প**

(ক) লিফট প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী হারে ১% আমদানি শুল্ক রেখে অন্যান্য সমুদয় শুল্ক-কর মওকুফ করা হয়েছে:

TABLE-I

Heading	H.S. code	Description
(1)	(2)	(3)
40.10	4010.12.00	Conveyor belts/belting of vulcanised rubber reinforced only with textile materials
40.16	4016.99.90	Rubber pad
72.16	7216.10.00	U, I or H sections or iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
	7216.21.00	L sections of iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
	7216.22.00	T sections of iron/steel, hot-rolled..., <80mm high
	7216.31.00	U section of iron/steel, hot-rolled..., >=800 high
	7216.32.00	I sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
	7216.33.00	H sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
	7216.40.00	L or T sections of iron/steel, hot-rolled..., >=80mm high
84.25	8425.31.00	Winches, capstans, powered by electric motor
84.31	8431.31.00	Guide shoe
	8431.31.00	Overspeed governor
	8431.31.00	Fishplate
	8431.31.00	Door vane
	8431.31.01	Lift overload device
	8431.31.00	Door contact
	8431.31.00	Sustainer
	8431.31.00	Hydraulic buffer
	8431.31.00	Pollyurithin buffer
	8431.31.00	AC choke coil
	8431.31.00	Pit box
	8431.31.00	Safety gear
84.83	8483.50.00	Pulley
	8483.90.00	Door roller
85.01	8501.52.00	Motor
85.04	8504.40.90	ARD or UPS
85.05	8505.20.00	Electromagnetic brake
85.34	8534.00.00	PCB board

Heading	H.S. code	Description
(1)	(2)	(3)
85.41	8541.50.00	Semiconductor device
90.31	9031.80.00	Photo sensor
90.32	9032.89.00	Controlling apparatus
	9032.89.00	Lift hand terminal

(খ) লিফট প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী হারে ৫% আমদানি শুল্ক রেখে অন্যান্য সমুদয় শুল্ক-কর মওকুফ করা হয়েছে:

TABLE-II

Heading	H.S. code	Description
(1)	(2)	(3)
38.19	3819.00.00	Hydraulic brake fluids and similar liquids with <70% petroleum oil
40.10	4010.39.10	Rubber belt round not exceeding 10 in dia/flat
72.09	7209.26.00	Flat/Cold-Rolled iron/steel, not in coils, width >= 600mm, >1mm but<300 thick
	7209.25.00	Flat/Cold-Rolled iron/steel, not in coils, width >= 600mm, >=3mm thick
72.19	7219.33.00	Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >= 600mm by 1-3 mm
	7219.34.00	Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >= 600mm by 0.5-1 mm
	7219.35.00	Cold-Rolled stainless steel, uncoiled, >=600mm by <0.5mm
72.23	7223.00.00	Wire of stainless steel
73.18	7318.14.90	Threaded self-tapping screw
	7318.21.00	Non-Threaded spring washes, nes of iron/steel
84.82	8482.10.00	Ball or roller bearings (incl. combined ball/roller bearings), nes
85.01	8501.20.99	Universal AC/DC motors of an output > 37.5 w
85.31	8531.20.00	LCD panel or LED panel or TFT panel or touch LCD panel
	8531.80.00	Dot matrix indicator or seven segment indicator
85.36	8536.20.00	Electrical circuit breaker
	8536.41.00	Relays for a voltage =<60 V
	8536.49.90	Relays for a voltage 60-1000 V
85.37	8537.10.99	Control panel
96.06	9606.29.00	Other buttons, nes

- **কম্পেসর প্রস্তুতকারী শিল্প**

ক) কম্প্রেসর প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী হারে ১% আমদানি শুল্কের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এবং রেগুলেটরি ডিউটি মওকুফ করা হয়েছে:

TABLE-I

Heading	HS Code	Description
(1)	(2)	(3)
25.05	2505.10.00	Silica sand
25.06	2506.10.00	Quartz grit
25.08	2508.10.00	Bentonite
27.09	2709.00.00	Petroleum base anti rust oil or preparation

Heading	HS Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
34.03	3403.99.10	Compressor oil
38.16	3816.00.10	Coil protection grout / refractories
38.24	3824.10.00	Coal dust / lubricant, binder chemicals or preparation
40.16	4016.93.00	Vulcanized rubber parts for sealing, rubber plug for sealing
40.16	4016.99.90	Rubber grommet, rubber plug, rubber protection cap, rubber bush, vulcanized rubber parts
68.14	6814.10.00	Mica sheet
72.02	7202.19.00	Ferro-manganese alloy
72.02	7202.99.00	Ferro alloy
72.05	7205.10.00	Sintered iron, steel shots, steel granules, sintered iron of alloy steel
72.11	7211.19.10	Hot rolled steel (thickness less than 4.75mm, width less than 600mm)
72.25	7225.19.00	Silicon-electrical steel sheet (width 600mm or more)
72.26	7226.19.00	Silicon-electrical steel sheet (width less than 600mm)
76.01	7601.10.90	Aluminum ingot
84.14	8414.90.20	Parts and components of compressor
85.32	8532.29.10	Capacitor
85.34	8534.00.00	Printed circuit board
85.36	8536.30.10	Overload protector, motor protector
85.44	8544.11.10	Copper winding wire

খ) কম্প্রেসর প্রস্তুতকারী শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেয়াতী হারে ৫% আমদানি শুল্কের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এবং রেগুলেটরি ডিউটি মওকুফ করা হয়েছে:

TABLE-II

Heading	HS Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
25.05	2505.90.00	Resin coated sand / core sand
27.08	2708.20.00	Carburizer, pitch coke
27.10	2710.20.00	Petroleum base lubricating oil
	2710.20.00	petroleum base leak test oil
28.49	2849.20.00	Silicon carbide
34.03	3403.99.90	Mineral oil/ Petroleum
48.11	4811.90.90	Paper base gasket material, syntheseal n-8092, lexide Nl 2085
72.02	7202.21.00	Ferrosilicon alloy(>55%silicon), flux material (>55% silicon)
	7202.29.00	Flux material (< 55% silicon)
72.08	7208.26.90	Hot rolled steel pickled (thickness from 3mm to 4.74 mm) in coil
	7208.27.90	Hot rolled steel (thickness less than 3mm) in coil

- **পাদুকা প্রস্তুতকারী শিল্প: পাদুকা শিল্পে ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে রেগুলেটরি ডিউটি ও সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করা হয়েছে:**

Heading	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
39.17	3917.23.90	Tubes, pipes and hoses of plastics
39.26	3926.90.99	PVC Screen
59.03	5903.10.90	Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with PVC
	5903.90.90	Other Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics
60.06	6006.90.00	Other knitted or crocheted fabrics

- **মোল্ড শিল্প: স্থানীয় মোল্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:**

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7408.21 .00	Brass wire	10	1
2.	7409.19.00	Copper plate	10	1

সারণি-৮: পরিবহন খাত

- **পরিবহন খাতে প্রয়োজনীয় যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত এবং শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:**

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8409.99.90	Carburator	CD-5	CD-5
2.	8421.31.00	Air filter	CD-25	CD-15
3.	8714.10.90	Brakes	CD-25	CD-15
4.	4011.20.10	Tyre of rim size of 16 inch	RD-3%	RD-5%
5.	4011.40.00	Tyre of a kind used on motorcycles	RD-3%	RD-5%
6.	4013.90.90	Other Inner tubes	RD-0%	RD-5%

সারণি-৯: আইসিটি খাত

- আইসিটি খাতে যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি/হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8541.40.90	Trasistors	5	1
2.	8541.60.00	Crystal diods	5	1
3.	8538.90.90	Charger connector pin	25	10
4.	7319.90.00	SIM slot ejector pin	25	10
5.	8517.12.11	Smart phone	10	25
6.	8517.12.19	Other phone	10	10

সারণি-১০: অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত উপকরণ সংক্রান্ত

- উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত যে সকল উপকরণ বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেন্ট এর শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2520.20.00	Promaspray-300 (Plaster/Cement)	5	5
2.	3208.10.90	Bondseal paint	25	5
3.	3208.90.90	Fire retardant paint	25	5
4.	6806.90.00	Fendolite MII (Mixture)	10	5
5.	8535.40.10	Lightning arresters	10	5

সারণি-১১: স্বর্ণ আমদানি সংক্রান্ত

- স্বর্ণ আমদানিতে specific duty হ্রাস:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7108.12.00	Gold (Unwrought)	BDT 3000.00 per 11.664 gm	BDT 2000.00 per 11.664 gm
2.	7108.13.00	Gold (semi- manufactured)	BDT 3000.00 per 11.664 gm	BDT 2000.00 per 11.664 gm
3.	9801.00.29	Gold bar (upto 234 gm)	BDT 3000.00 per 11.664 gm (For Baggage)	BDT 2000.00 per 11.664 gm (For Baggage)

সারণি-১২: ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

- **শুল্ক-করের হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত:**

ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0712.90.92	Dihydrated chives imported by VAT registered biscuits and bakery products manufacturing industry	25	15
2.	2306.10.00	Cotton seeds	5	0
3.	2306.60.00	Palm nuts or kernels	5	0
4.	2517.49.00	Pebbles broken stone	25	5
5.	2711.14.10	Ethylene/propylene imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	5	0
6.	2905.31.20	Ethylene glycol Imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	10	0
7.	2917.36.20	Terephthalic acid imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	25	0
8.	3812.39.20	Anti-oxidising preparations and other compound stabilizers imported by VAT registered plasctic goods manufacturing industry	10	5
9.	3917.23.20	FEP/Teflon tube imported by VAT registered medical equipment manufacturing industry	10	5
10.	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media	5	0
11.	7210.49.10	Flat-rolled products of a thickness of 0.4 mm or more imported by VAT registered pre-fabricated building manufacturing industry	25	10
12.	9018.39.18	Fistula needle	10	5
13.	4810.99.10	Single or double side coated release paper imported by VAT registered refrigerator or freezer manufacturing industry	25	15
14.	7212.50.10	Steel plate imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry	10	5
15.	4009.11.10	Tubes without fittings imported by VAT registered medical equipment manufacturing industry	25	5
16.	4802.57.10	Uncoated paper and paper board weighing 40 g/m^2 or more but not more than 150 g/m^2mported by VAT registered medical equipment manufacturing industry	25	5
17.	7408.19.10	Copper wire Imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor	10	5

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		manufacturing industry		
18.	7601.10.10	Aluminium ingot imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	5	0
19.	7318.22.10	Rotor washers imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	25	15
20.	7227.90.10	M.S. rod/shaft imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	10	5
21.	4821.90.10	Sticker imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	25	15
22.	4811.90.21	Insulated paper imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	10	5
23.	3901.10.10	TPMC imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	5	0
24.	8503.00.30	Rotor/Motor bush imported by electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	1	0
25.	8532.22.10	Capacitor imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	10	5
26.	2524.90.10	Chrysolite fibre imported by VAT registered cement sheet manufacturing industry	10	5

খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0402.10.91	Milk and cream in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%, other than retail packing of upto 2.5 kg imported by VAT registered milk and milk products manufacturing industry	5	10
2.	0402.21.91	Milk and cream in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding1.5%, other than retail packing of upto 2.5 kg imported by VAT registered milk and milk products manufacturing industry	5	10
3.	0409.00.90	Natural honey in bulk	10	15
4.	1509.10.10	Olive oil wrapped/canned upto 2.5 kg	10	25
5.	1509.90.10	Other olive oil	10	25

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	1901.90.20	Dry mixed ingredients of food preparations in bulk imported by VAT registered food processing industries	10	15
7.	3921.90.20	Multilayer extruded sheet for plastic laminated collapsible tube imported by VAT registered plastic tube manufacturing industries	15	25
8.	7011.10.00	Glass envolopes for electric lighting	15	25
9.	7008.00.00	Multiple-walled insulating units of glass.	10	25
10.	8501.10.90	Other motor not exceeding 37.5 W	5	10
11.	8501.20.91	Universal AC/DC motor of an output exceeding 37.5 W but not exceeding 750 W	5	10
12.	8501.31.90	Other DC motor not exceeding 750 W	5	10
13.	8501.40.10	AC motor single phase of an output not exceeding 750 W	1	10
14.	8501.51.00	AC motor multy phase of an output not exceeding 750 W	5	10

গ) যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ অথবা হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Heading	H.S. Code	Description	Existing RD Rate	Proposed RD Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	13.01	All H.S. Codes	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).	0	5%
2.	23.06	2306.10.00	cotton seeds	0%	5%
		2306.60.00	palm nuts or kernels	0%	5%
3.	27.11	2711.14.10	Ethylene/propylene imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	0%	3%
4.	29.05	2905.31.20	Ethylene glycol Imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	0%	3%
5.	29.17	2917.36.20	Terephthalic acid imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone	0%	3%
6.	85.44	8544.70.00	Optical fibre cables	0%	5%

ঘ) যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক আরোপ/হ্রাস/বৃদ্ধি/প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1702.30.10	Dextrose anhydrous/ monohydrate BP/USP Pyrogen free imported under blocklist	0	20
2.	2517.49.00	Pebbles broken stone	0	30
3.	7005.29.10	Ultra clear glass imported by VAT registered refrigerator or freezer manufacturing industry	45	0
4.	3307.20.00	Personal deodorants and antiperspirants	20	30
5.	4410.11.00	Particle board	10	20
6.	6808.00.00	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.	0	10
7.	7010.90.00	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass	0	20
8.	8536.69.10	Plug terminal imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry	20	0
9.	8516.60.00	Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings, grillers and roasters	0	20

- **বাজেটে যে সকল H.S. Code এর বর্ণনায় পরিবর্তন, সংশোধন, বিভাজন, একীভূতকরণ এবং নতুন H.S. Code সৃজন করা হয়েছে:**

ক) যে সকল H.S. Code এর বর্ণনা পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	3812.39.20	--- Anti-oxidising preparations and other compound stabilizers imported by VAT registered tyre-tube manufacturing industry	--- Anti-oxidising preparations and other compound stabilizers imported by VAT registered tyre-tube or plasctic goods manufacturing industry
2.	7210.49.10	--- Of a thickness of 0.4 mm or more imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry	--- Of a thickness of 0.4 mm or more imported by VAT registered pre-fabricated building or refrigerator manufacturing industry

খ) যে সকল H.S. Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1509.10.00	1509.10.10	--- wrapped or canned upto 2.5 kg
		1509.10.90	--- Other
2.	1509.90.00	1509.90.10	--- wrapped or canned upto 2.5 kg
		1509.90.90	--- Other
3.	2711.14.90	2711.14.10	--- Ethylene/propylene imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry
		2711.14.90	--- Other
4.	3901.10.00	3901.10.10	--- TPMC imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		3901.10.90	--- Other
5.	4009.11.00	4009.11.10	--- Imported by VAT registered medical equipment manufacturing industry
		4009.11.90	--- Other
6.	4802.57.00	4802.57.10	--- Imported by VAT registered medical equipment manufacturing industry
		4802.57.90	--- Other
7.	4810.99.00	4810.99.10	--- Single or double side coated release paper imported by VAT registered refrigerator or freezer manufacturing industry
		4810.99.90	--- Other
8.	4811.90.00	4811.90.21	---- Insulated paper imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		4811.90.29	---- Other
9.	4821.90.00	4821.90.10	--- Sticker imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		4821.90.90	--- Other
10.	5305.00.00	5305.00.10	--- Coco substrate; coco pellet; growing media
		5305.00.90	--- Other
11.	7005.29.00	7005.29.10	--- Ultra clear glass imported by VAT registered refrigerator or freezer manufacturing industry
		7005.29.90	--- Other
12.	7212.50.00	7212.50.10	--- Steel plate imported by VAT registered refrigerator manufacturing industry
		7212.50.90	--- Other
13.	7227.90.00	7227.90.10	--- M.S. rod/shaft imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		7227.90.90	--- Other

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
14.	7318.22.00	7318.22.10	--- Rotor washers imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		7318.22.90	--- Other
15.	7408.19.00	7408.19.10	--- Copper wire Imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		7408.19.90	--- Other
16.	7601.10.00	7601.10.10	--- Aluminium ingot imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		7601.10.90	--- Other
17.	8433.59.00	8433.59.10	--- Harvesting machinery
		8433.59.90	--- Other
18.	8501.40.00	8501.40.10	--- Of an output not exceeding 750 W
		8501.40.20	--- Of an output exceeding 750 W but not exceeding 75 KW
		8501.40.90	--- Of an output exceeding 75 kW
19.	8517.12.11	8517.12.11	---- Smart phone
		8517.12.19	---- Other
20.	8532.22.00	8532.22.10	--- Imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		8532.22.90	--- Other
21.	8535.40.00	8535.40.10	--- Lightning arresters
		8535.40.90	--- Other
22.	8536.69.00	8536.69.10	--- Plug terminal imported by VAT registered electric fan motor or water pump motor manufacturing industry
		8536.69.90	--- Other

গ) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	0712.90.92	Dihydrate chives imported by VAT registered biscuits and bakery products manufacturing industry
2.	9018.39.40	Fistula needle
3.	2905.31.20	Ethylene glycol Imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone
4.	2917.36.20	Terephthalic acid imported by VAT registered PVC/PET resin manufacturing industry in economic zone
5.	8503.00.30	--- Rotor/Motor bush imported by electric fan motor or water pump motor manufacturing industry

ঘ) Heading 27.10 ভুক্ত নিম্নবর্ণিত পেট্রোলিয়াম অয়েল এর শ্রেণীবিন্যাস যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে:

বিদ্যমান (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)		প্রস্তাবিত (অর্থবছর ২০১৯-২০)	
H.S. Code	**Description**	**H.S. Code**	**Description**
	-- Other		-- Other
	--- Fuel oils		--- Fuel oils
2710.19.11	---- Furnace oil	2710.19.11	---- Furnace oil
2710.19.19	---- Other	2710.19.19	---- Other
	--- Lubricating oils		--- Base oils
2710.19.21	---- Lubricating oil, that is oil such as is not ordinarily used for any other purpose than lubrication, excluding, any mineral oil which has its flashing point below 220^{0}F by Abel's close test	2710.19.21	---- Base oil imported in bulk by VAT registered petroleum products processing or blending industry
2710.19.22	---- Lube base oil imported in bulk by VAT registered blenders	2710.19.22	---- Recycled lube base oil
2710.19.23	---- Recycled lubricating oil	2710.19.29	---- Other
2710.19.24	---- Recycled lube base oil		--- Lubricating oils
	--- Other heavy oils and preparations:	2710.19.31	---- Lubricating oil is that oil which is not ordinarily used for any other purpose than lubrication and excludes any mineral oil which has its flashing point below 220°F by Abel's close test
2710.19.31	---- Mineral oil which has its flashing point at or above 200^{0}F and is ordinarily used for the batching at jute or other	2710.19.32	---- Recycled lubricating oil

বিদ্যমান (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯)		প্রস্তাবিত (অর্থবছর ২০১৯-২০)	
H.S. Code	**Description**	**H.S. Code**	**Description**
	fibre		
2710.19.32	---- Mineral oil for the manufacture of insecticides	2710.19.39	---- Other
2710.19.33	---- Partly refined petroleum including topped crudes		--- Heavy normal paraffin
2710.19.34	---- Greases (mineral)	2710.19.41	---- In Drum
2710.19.35	---- Heavy normal paraffin	2710.19.49	---- Other
2710.19.36	---- Liquid paraffin		--- Liquid paraffin
2710.19.37	----Transformer oil	2710.19.51	---- In Drum
2710.19.39	---- Other	2710.19.59	---- Other
			--- Transformer oil
		2710.19.61	---- In Drum
		2710.19.69	---- Other
			--- Greases (mineral)
		2710.19.71	---- Wrapped/canned up to 2.5kg
		2710.19.79	---- Other
			--- Other heavy oils and preparation
		2710.19.91	---- Mineral oil which has its flashing point at or above 200°F and is ordinarily used for the batching at jute of other fibre
		2710.19.92	---- Mineral oil for the manufacture of insecticides
		2710.19.93	---- Partly refined petroleum including topped crudes
		2710.19.99	---- Other